প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট,
কলকাতা ১২ ॥ মুদ্রক : কালীপদ মজুমদার, শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস,
৩৩বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ১২

সূচিপত্র

অন্ধকার উৎসব [প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫]

বিশুদ্ধ অরণ্য [প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৯]

* চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি

বিস্ময়

আশ্চর্য হাওয়ার হাত সবুজ তরুণ আচ্ছাদন
নির্নিমেষ অন্বেষণে কী সার্থক ! এতটুকু ধূসরের
সামান্য, সামান্যতম স্মৃতির ব্যাকুল উপস্থিতি
কী নিষ্ঠায় মুছে দেয়—আশ্চর্য হাওয়ার হাত !
ক্ষীণ এক কান্নার মতন
সব তবে ধুয়ে যায় ? সব ধুয়ে
হৃদয়ের বিনিময়ে একমুঠি বসন্তের গান !
একমুঠি বসন্তের গান !
ভাবো দেখি, অবাক অবাক
অন্তরের প্রিয়তমা তাকে সঁপে কে অন্তরতম !

এর চেয়ে কি বিস্ময় জানি ! দেখো দেখো
উতরোল আনন্দের গানে, শব্দিত উচ্ছ্বাসে
তরঙ্গিত হেসে-ওঠা। অথচ অথচ
ক্ষীণ এক কান্নার মতন
সব-ই ধীরে ধুয়ে যায় ! সব ধুয়ে ? সব কিছু ধুয়ে
একমুঠি বসন্তের গান
তারপর
হৃদয়ের বিনিময়ে একমুঠি বসন্তের গান।

স্বত্তা

তা আমি নেবো বা কেন আমার যা নয় ?
দেখো দেখি আকাশের সুগম্ভীর মেঘের বিথার
খানখান হ'য়ে গেলো একমুঠি হাওয়ার ইচ্ছায়।
তা আমি নেবো বা কেন আমার যা নয় ?

এই আলো, এতো আলো ঘাসে পথে পাতায়-পাতায়
বৈশাখের নির্জন নীলিমা— সহসা এ-রঙের প্রণয়
উচ্ছ্বসিত হেসে ওঠে। লাল কৃষ্ণচূড়া
উদ্ধত অভীপ্সা তার দিগন্তের শান্ততায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়।
তা বলে আমিও এই নির্বোধের উৎসবের অন্যতম হবো
গান গেয়ে গান বলে ? অথবা কিছু না বলে
সুরে-সুরে চেতনা হারাবো ?
আমি তো দেখেছি ঢের বিকেলের আশ্চর্য বর্ণালি
চিরন্তন সন্ধ্যা এসে মুছে দিয়ে যায়।
আমি তো দেখেছি ঢের তরঙ্গিত নীল হাততালি
স্তব্ধতার অশ্রুজলে হারায় হারায়।
আমি তো জেনেছি বেলা ক্ষয়ে যায় ছায়ায় ছায়ায়।

আমি তা নেবো বা কেন আমার যা নয় ?
রাত্রির নির্জনে নেমে অন্ধকারে মেঘেদের বনে
হাজার কান্নার স্বর শুনিনি কি ? বৈশাখের বিষণ্ণ দুপুরে
পথে-পথে বাতাসের বিলাপের ধ্বনি ?
আমার তো জানা নেই কেন বা এ-আকাশের সুর
এই আলো এতো আলো ঘাসে-ঘাসে পাতায়-পাতায়
অকৃপণে ঢেলে দেয়। বৈশাখের নির্জন নীলিমা
উচ্ছ্বসিত নীল রিনিঝিনি সুরে-সুরে গেয়ে ওঠে। লাল কৃষ্ণচূড়া
দিগন্তের শান্ততায় উদ্ধত অভীপ্সা তার কেন-ই বা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় !
আমার তো জানা নেই সহসা এ-রঙের প্রণয়
কেন এতো কথা কয় !
আমাকে তা দেওয়া কেন আমার যা নয় ?

সূর্যাবর্ত

বন্ধ্যা জীবনের বৃক্ষ অন্তত সৌরভে একবারো
বিকশিত হয়েছিলো। হোক তা মুহূর্তের জন্য তবু
সেই ক্ষণিকের স্বর চিরন্তন। বেশি কিছু আরো
সম্ভব ছিলো না এই কথা জানতুম আজ তাই
যেটুকু পেয়েছি তার বিনিময়ে প্রণতি জানাই।

জেনেছি নিশ্চিত এই কথা একদিন উচ্চারিত
হবেই এ-কণ্ঠ হতে। এই যে এখন তুমি স্থির
জলের মতন ম্লান চোখ তুলে অপরূপ স্মিত
হাসির বিদ্যুৎ হানলে—জানি অবক্ষয়ে অবসান
হবে সব—হবে-ই তো। থাকবে শুধু স্মৃতির অম্লান।

এটুকু থাকবেই। ভাবো, এর মূল্য এমন কী কম?
যে বন্ধ্যা বৃক্ষের স্বপ্ন সুনিশ্চিত সম্ভাবনাহীন
সেখানে পুষ্পের লীলা, বিচিত্রিত বর্ণ অনুপম।
তার মূল্যায়নে প্রয়োজন অন্য অমর্ত্য বিকল্প।
হোক সামান্যের তবু অপ্রতিম আমার সে স্বল্প।

স্মৃতির সৌজন্য সেই একফোঁটা কস্তূরীর মতো
অমেয় হৃদয়ে থাকবে। জীবনের তিক্ত রাজপথে
উদ্ধত সুতীক্ষ্ণ অত্যাচার তা তো একান্ত সঙ্গত
তা চিরকালের-ই। তবু তার মাঝে অস্পষ্ট অধরা
কী সে গন্ধ? কার স্বর? কী অমৃত সর্বক্লান্তিহরা!

এটুকু পেয়েছি দীর্ঘ পথ পর্যটনের ক্ষমতা।
যতদূর যেতে হবে। তাই বর্তমানে বসে ভাবি
এই তো আশ্চর্য মুখ নিরুপম চোখে অজস্রতা
অকৃপণ অভিব্যক্ত—সব শিশিরের শুভ্রতায়
ঝরে যাবে, থাকবে শুধু কিছু আধো আলো ও ছায়ায়।

সন্দেহ অতীত এতো। উচ্চতর আশাও রাখি না।
শুধু ওইটুকু আধো আলো ও ছায়ার প্রতিশ্রুতি
সেখানে বিশ্বাস রাখি। দুঃখ তাই কখনো করি না।
যা হবার নয় তা তো হবেই না। সব ম্লানতায়
ঝরে যায়! যাবে-ই তা। তবু কিছু দিলে তো আমায়।

তার জন্য ধন্যবাদ। জানি তুমি বুঝবে না কখনো
কী দিয়েছ আমাকে যে কী সান্ত্বনা! মুহূর্তের মৃদু
দৃষ্টির বিভঙ্গে আমি পবিত্র হলাম। আর কোনো
একনিষ্ঠ অন্বেষায় যা পাইনি, পাবো না সঠিক
তা পেলাম। তুমি দিলে। কী বিস্ময় এ নয় অলীক।

জেনেছি তো এক ইচ্ছা সুদূর আকাশে অবস্থিত।
আমাদের জীবনকে নিয়ে খেলা করে প্রয়োজনে।
সেই প্রয়োজন তার একান্তই। তবু আমরা ক্রীত-
দাসের ভূমিকা মানি—সেই ইচ্ছা এনেছে এখানে
আমাকে তোমার কাছে। ফিরে যেতে হবে কে না জানে

তাই তো যাবার লগ্ন হয় যদি তা হোক। আনত
বলার কিছুই নেই। থাকবে বা কেমন ক'রে, শোনো
অন্তহীন যে প্রার্থনা নঞর্থক উত্তরে আহত
বারবার, সে পেয়েছে তৃপ্তির অনুপ আস্বাদন।
ব্যর্থতার ম্লান ভ'রে পুষ্পিত আলোর বিচ্ছুরণ।

তাই তো দু-চোখ ভরা সমীহার সমাপ্তি সুদূর।
আগমন ছিলো প্রত্যাগমনের পূর্ব-আয়োজন।
তাই প্রাণভরে চাই রহস্যের নয়নে মেদুর—
যতটুকু পাওয়া যায় যতটুকু মহার্ঘ পাথেয়
যতটুকু স্বর্ণরেণু মূল্য নয় সহজনির্ণেয়।

বর্তমানে ভাবনা তাই তোমার দু-চোখে চোখ রেখে
সুস্থির মেঘের মতো। প্রতিবাদহীন কণ্ঠ চুপ।
তোমার জীবন নেবে অন্য পরিচ্ছেদে বাঁক। মেখে
অন্য রঙ নীলিমার। তবু যে সামান্যটুকু দিলে
অসামান্য সেই দান অন্তর ভরেছে নীলে-নীলে।

করুণ কাকলি

আমি যে দেখেছি তার বেদনাকে
আমি যে জেনেছি তার হতাশাকে
শুনেছি যে করুণ কাকলি।
অন্যজন যায় পথ চলি
নিরুদ্বেগ, আমি এই বাঁকে
শুধু এসে খানিক দাঁড়াই।
আমি যে দেখেছি তার বেদনাকে
আমি যে জেনেছি তার হতাশাকে।

অমেয় নির্জন মুখ স্তব্ধতার তুলি দিয়ে আঁকে
যে অনুপ চিত্র তার প্রশান্তির শুভ্র সান্দ্র ডাকে
সায়াহ্নের সৌম্যতার ছাই।
করুণ কাকলি শোনো বিচিত্রিত গোধূলির মেঘে
করুণ কাকলি শোনো উতরোল হাওয়ার আবেগে
আমি তাই খানিক দাঁড়াই।
আমি যে দেখেছি তার বেদনাকে
আমি যে জেনেছি তার হতাশাকে।

সহানুভূতির কিছু নয় সান্ত্বনার কিছু নয়
আন্তরিকতার সাথে আমি তার করি না অন্বয়
মুহূর্ত পরেই চলে যাই।
দিই না কিছুই তাকে যেহেতু সামর্থ্য নেই, ম্লান
ঝরা বকুলের মতো অস্পষ্ট সুদূর এক ঘ্রাণ
থেকে-থেকে চেতনায় তাই
বারবার মনে হয় করুণ কাকলি ওঠে রণি
পথের দু-পাশে, বলো, কী দিয়েছ তাকে তুমি ? বলো, হৃদয়ের কোন ধ্বনি ?
তুমি যে দেখেছ তার বেদনাকে
তুমি যে জেনেছ তার হতাশাকে।

মরমী

এখনো জানিনি তাকে। অন্ধকারে ফুলের মতন
কেবল সৌরভ তার দুঃখ আনে। ম্লান স্বরে বলি
জানবো না তোমাকে কখনো। রিক্ত পথের নির্জন
একবার কথা ব'লে, একবার উঠে ঝলমলি
আবার সন্ধ্যার রঙে ক্লান্ত হবে। শিশির ঝরেছে
পথে, হেঁটে বাড়ি যাবো, মনে হবে কী যে হারিয়েছে।

কী-যে বাকি থেকে গেছে, সারাদিন ব্যস্ততার মাঝে
থেকে-থেকে কী-যে ঝরা শেফালির সৌগন্ধের মতো
উঁকি দেয়। উদ্ভাসিত হৃদয়ের গোধূলি সলাজে
অম্লান কুয়াশা-কণ্ঠে বলে, থামে, ব্যথায় আনত
সমস্ত চেতনা যেন দুপুরের নিস্পন্দ দিঘির
ছায়াময় অনিকেত— অন্তরাল রুদ্ধ অশ্রুনীর।

এখনো জানিনি তাকে। অন্তহীন রহস্যের ভার
অন্ধকারে ফুলের মতন তীব্র অসহ্য ইশারা।
কাছে আছে। কাছে নেই। বেদনার নিঃস্ব হাহাকার
জানবো না তোমাকে কখনো। মুছবে না এ-পাহারা।
আশ্চর্য তবুও ফের সামান্য পথিক আমি যাবো
সেই পথে— বেদনা অর্ঘ্যের মতো নিস্তব্ধ সাজাবো!

যাত্রী-চেতনা

নিতে পারবে না। দূর আকাশে নির্জন মেঘ স্থির
ছায়ার প্রণয়ী ভাষা মাঠ পার হয়, শব্দ শোনো।
বিরল স্বরের সুধা। নিতে কিছু পারবে না কখনো
অসীম স্বাতন্ত্র্যে কাঁপে অভিমানী স্তব্ধ একতীর।

শ্যামসমারোহে মগ্ন দুপুরের উদাসীন সিঁড়ি
বেয়ে দ্রুত চলে যায়— সহসা বিদ্যুৎ আভা আনে
শহরের পথে-পথে। তারা সব একান্ত উজানে
নিজের-ই স্রোতের সমতায়। শুধু মুহূর্ত শরীরী

চৈতন্য বিস্তৃত মাঠে তার কাছে প্রত্যাশী চিত্তের
প্রার্থনা নিরর্থ। দিন অবসানে বাড়ি-ফেরা মন
অর্থহীন শূন্য বোধে একবার তন্ময় উন্মন।
তারপর অন্ধকার মেনে-নেওয়া শান্তি অতৃপ্তের।

তাকাও দু-চোখ মেলে সহজ শিশুর আকৃতিতে
যদি তাকে পাওয়া যায়, যদি প্রেম, প্রীত অনুরাগ
হৃদয় উৎসর্জনে যদি অন্যমনে। বাসন্তিক ফাগ
বাউল হাওয়ায় লক্ষ আলো জ্ব'লে ওঠে আচম্বিতে।

অথচ কোথাও এক সমধর্মী সত্তার মিলন
অন্তরালে মহান উৎসব ব্রতে শুভ্র গীতিময়।
কখনো বিচ্ছেদ নেই—প্রাণে-প্রাণে নিবিড় অন্বয়।
স্বচ্ছ অনুভব আনে ক্ষণিকের দীপ্ত সংবেদন।

হৃদয়ী বিশ্বাসে লীন। ভেদাভেদ নির্মিত বঞ্চনা।
পাখার স্পন্দন মূর্ত বিপুল দূরত্ব একাকার
ক'রে পেতে চায়, ভাঙে নিয়মের হীন স্বেচ্ছাচার।
যাকে ভালোবাসো তার উপেক্ষার মতো সে যন্ত্রণা।

সে থাকে নিজের গানে মাধুরীর অপরবিভাসে।
ঝড় ওঠে বৃষ্টি নামে অভিসারী উষ্ণ প্রসাধন
সলজ্জ শোভায় আসে ফুলদল। গৈরিক আসন
ধ্যানমগ্ন উদাসীন দিগন্তের থেকে তুচ্ছ ঘাসে

নিতে পারবে না। শুধু সহসা বিস্মিত চেয়ে দেখো
পথিক দৃষ্টির তৃষ্ণা যতদূর যায় অবিরল
অপার উধাও নীল স্বাধিকারে দীপ্ত সমুজ্জ্বল।
পাবে না। কেবল যাত্রী-চেতনায় যে সামান্য আঁকো।

স্বপ্ন নিয়ে

স্বপ্ন নিয়ে সারাদুপুর করি খেলা।
এই এখনি মেঘ ছিলো এই এখনি ছায়া দিলো
এই এখনি দূরের মাঠে শ্রাবণঘন নামে বেলা।

যারা আছে কাছের লোক দূরের লোক যারা আছে
তারা সবাই অনেক ভালো, আমি আমার স্বপ্ন নিয়ে
মেঘের বেলা গহন মোহে হৃদয়ময় অবহেলা।

হঠাৎ হওয়া একটি ক্ষণ একটি শিখা জ্বালায় ধূপ—
নিবিড় নীল কী ইশারায় আকাশও যায় বনও যায়
এই তো হই স্বপ্ন নিয়ে, স্বপ্ন আর কী অপরূপ !

তার-ই সঙ্গে মনে-মনে দ্বিধাজড়িম কথা বলা
তার-ই সঙ্গে ম্লান উদাস সুরভি নীল পথ-চলা
চকিতে ভরে খুশির হাওয়া চিরদিনের বিশাল চুপ

কখন যেন হলেম পার অসীম বীণা স্নায়ুকে ছোঁয়
দূরের তবু স্পর্শময় রূপও নয় গন্ধ নয়
সুদূর তার ভালোবাসার শান্তি নিয়ে যেন ঘুমোয়

যা কিছু হিম প্রাত্যহিকের যা কিছু পীত ব্যথায় হীন
যা কিছু ক্রূর আবশ্যিক সিঁড়ির নামা অতলতায়।
হাজার হাওয়া সুহৃদ, গাঢ় জানলা খোলে প্রীত রঙিন।

স্বপ্ন নিয়ে দুপুর যায় অলীক বীণা দূরের বীণা
যে-কথা বলে তারও গভীর অকূল ঢেউ ছুঁড়েছে তীর
কিছুটা তার অতিআপন আর যা কিছু তা জানি না।

শুধু গোপন আনন্দের পাখায় নামে উধাও স্রোত
শুধু ব্যাকুল চঞ্চলের সঞ্চারিত মুগ্ধ বোধ
হওয়ার থেকে অনেক দূরে একটি ছবি নিদ্রালীনা।

একটি ক্ষীণ আশ্বাসের আভাস ভাঙি নিষেধ সব।
তা যদি হয় সম্ভবের অনেক বেশি অতিরেকের
ভ্রান্তি মোছে বিশ্বাসের উদ্ভাসিত নীল নীরব।

যেখানে মৃত সব আড়াল সেখানে দেখো কী কলরব!
বিরলতার নিত্য সুর উপমা তার অসম্ভবে
কিছু হওয়ার, হওয়ার নয়, তবু চেতনা দীপ্ত রব।

রাঙা কাহিনী-ওড়া প্রহর দুপুর রাঙা স্বপ্নে যায়।
নিজের হাতে মেঘ সাজাই এই এখনি ছায়া নামাই
একটি আশা প্রতিশ্রুতি শ্রাবণ ভরে শ্যামলতায়।

আপনার সুর

তার কথা কারুকে বলিনি।
বলবো না কখনো। এই বিকেলের আলোর রাস্তায়
এক সাথে যারা হাঁটে, বন্ধু প্রিয়জন যারা যায়
তাদের আনন্দে মিশি, দুঃখে এক হই, তবু দূর
আমার মনের কথা কেউ জানবে না।

কোথায় উদাস বাজে অবিরল আপনার সুর
মাটির মিলনী-মন্ত্রে পথ অতিচেনা।
স্তব্ধতার নিরালোকে অনাসক্ত চেয়ে-চেয়ে দেখি
পথের বাঁকের ফুল, ধুলো ওড়ে নতুন হাওয়ার—
আমি তার কেউ নয় আনন্দের উধাও পাথার।
কেন চুপ ক'রে থাকি বন্ধুরা কখনো জেনেছে কি?

সম্পূর্ণ শিল্পকে দেয় আরো ছায়া, তারা ফুরাবে না
প্রতিটি ক্ষণের দান দিনে-দিনে পুষ্পিত মধুর।
কল্পনার নানাবর্ণ— নিবিষ্ট মুহূর্ত তপ্ত স্বর
আবার সম্মোহ আলো— পাশে কেউ নেই। কারা নেই?

কথা বলি কিছু শুনে না-শুনেও হয়তো বা, দূর
বিচ্ছিন্ন চেতনা মগ্ন অবিরল স্বর অন্যমনা—

বলিনি কারুকে তার কথা বলবো না।

সহজ

অন্য এক পরিচয় আছে।
জানবে না কোনোদিন বিকেলের মায়াবী আলোয়
রাজারকুমার হ'য়ে আমি পথ হাঁটি। কতো কাছে
পেয়েছি চিন্ময় স্বর, মনে-মনে ছড়ানো ভালোয়
গিয়েছি আলোর দেশে—সোনার গাছের হীরা-ফুল
এমন সহজ আসে নিভৃত চাওয়ায়।

ম্লানতা, বিবর্ণ দিনে যন্ত্রণায় ঝরেছে মুকুল
বিনম্র সৌরভ থাকে গোপন হাওয়ায়।
দেখেছো বিষণ্ন রুগ্ন ব্যর্থতার তমসার কালি—
গভীর আড়ালে আমি সমতায় এক শান্ত স্রোত
অলোকসভার থেকে এনেছি বরণপুষ্পডালি
তোমাকে পাওয়ার ভাষা এমন সহজ।

কখন হারিয়ে যায় পরিচিত পথের দুপুর,
নিজের মনের রঙে মগ্ন দেবদূত চ'লে যাই।
তাকাইনি কোনোদিকে, কাছের ঠিকানা বহুদূর।
সংকোচে লজ্জায় আমি একা থাকি, কথা যে বলি না
তা নয় গর্বিত ইচ্ছা—চিরদিন আছে এক ভুল।

স্বপ্নের মন্দির ভাঙে পাছে এই ভয়।
মুহূর্তে চিহ্নিত বৃত্তে নামালাম ছায়া অনুকূল—

জানাইনি, কোনোদিন জানবে না অন্য পরিচয়

হাওয়ার পাখায়

হাওয়ার পাখায় ইচ্ছাকে দিই ভাসিয়ে।
পারে সে পারুক হোক অপরূপ
যা হবার নয় তা নিয়ে।

মুগ্ধ আলোর দিনশেষে তুমি একা-একা জ্বলো।
সে যাক যেখানে তার খুশি, পারে নিজে সব হোক
সব জানা সব বিলিয়ে।

তুমি সব জেনে অন্ধকারের— বন্ধ দুয়ার।
হারিয়েছো তাও যা ছিলো একদা সুচির সুধার।
যুক্তিবাদীর যে সত্য তাতে আশ্রয় নেই
এপারে অথবা ওপারে।

তাকে দাও তার স্বাধীনতা। যদি প্রীতফুলহারে
সমতীত দিন আবার রঙিন
বাঞ্ছিত উপহারে।

সকলে যা মানে হোক তা ভ্রান্ত আপাতমধুর
থাকে না সেখানে অন্তত দ্বিধা। পার হয় দূর
কথা বলে— তুমি হেসো না করুণা ক'রো না।

যা হবার নয় তাও যদি হয় অলীক স্বপ্নে
তাতে কার ক্ষতি? মায়াবী মাধুরী মূর্ত লগ্নে
এনে যদি দেয় আসুক সে। তুমি বিবেচনা দিয়ে ভ'রো না

হৃদয়। চেতনা-হৃদয় দ্বন্দ্ব! যন্ত্রণা হিম।
অভিজ্ঞতার যে সত্য তার নিয়ম অসীম।
কোনো ক্ষমা নেই, অকরুণ তার স্পষ্ট উক্তি
ইঙ্গিতে রাখে নীরবে।

ভাবনাবিহীন পারে উড়ে যাক অবিরোধী কলরবে
এই অবেলায় হাওয়ার পাখায়
মনোময় উৎসবে।

চেতনাই এক অভিশাপ তাকে মেনে-নেওয়া হার।
দিগন্তে চলে তৃপ্ত আলোর খেয়া পারাপার
সরল স্রোতের—নেই অভিযোগ ব্যাকুলতা অভিমান।

একমুহূর্তে উধাও নিষেধ কঠিন শপথ।
সন্দেহাতীত সাধারণ্যের মত্ত মহৎ
ভালোবেসে ডাকে। শ্যামসমারোহে বিকশিত আহ্বান।

তার-ই ডাকে সাড়া দিই। বিকেলের হাওয়ার পাথায়
ইচ্ছাকে দিই ভাসিয়ে সে যাক
চিরবিস্মৃত একটি আলোয়, নিপুণ শিল্পছায়ায়।

আলোকিত সমন্বয়

সকালবেলার আলো-আকাশ নতুন দেশের বাড়ি
শান্ত ছবি এঁকেছিলো।
দেখেছিলে মাঠে-মাঠে সংহতির কুয়াশা যেন রহস্যের প্রথম ছবি।
যেন একটি উন্মোচন হাজার সবুজ পাতায় কিংবা শুভ্রতায় তার-ই
প্রতিশ্রুতি। বড়ো-বড়ো টিলা-পাহাড় পরিস্রুত আত্মীয়তায়।
দেখেছিলে সাহসিকা পরিণয়ের উজ্জ্বলতা, প্রেমিক অভিবাদন।

মুহূর্তের পরিচয়ে জেনেছিলে অবিরোধী নিবিড় সমর্থন।
কালো-কালো গাছের ম্লান শাখায়-শাখায় করুণ প্রতিবাদ
এবং সেই বাগান-ঘেরা দেয়াল সব-ই সঞ্চারিত অসীম শ্রদ্ধায়।
যেন নদীর ওই পারের আলো-ছায়ার আবছা মৃত সুদূর সংবাদ।
যেন গভীর অন্ধকার। দেখেছিলে স্পষ্টতায় ব্যাপ্ত আকাশ পুবদিকের
তরঙ্গিত সমারোহে সহজতার, আকর্ষণী সান্দ্র বিস্ময়।

নিবিড় পরিচয়ের হীরা প্রবাহিত উষ্ণ মনোময়।
মাঝে-মাঝে সমন্বিত জ্ব'লে ওঠে। বিকেলবেলায়
একটি কিংবা হাজার ফুল কথা বলে। সবাই অন্যমনে
আঁকবে সেই দ্রুত হাওয়ার থরজলের রাত্রি। হার্দ্য প্রবণতা
একটি মাটির সমগ্রতায় একটি আকাশ সুস্থ রেখেছিলো।
অসুস্থতা মাত্র মলিন বিবেচনার ভ্রান্ত উচ্চারণে।

যেন কিশোর আনন্দের রৌদ্রময় সবুজ ঘাসের পাখি
এবং সেই জারুলগাছ মাটির ঘরের সহজ বন্ধুতায়।
তার-ই নিবিড় ছায়া প্রখর উজ্জ্বলতা, একটি স্থির সংবেদনী আঁখি
জ্বেলে রাখে—যখন মলিন বিশ্বাসের কাছে
দেখায় গভীর নিমগ্নতা আত্মলীন সপ্রতিভ যায়।
বুকের মধ্যে শুনতে পাও আন্তরিক ধ্বনি—
হাজার ঝরাপাতার বুকে পায়ের চিহ্ন মর্মরিত আছে।

সময়

পৃথিবীতে কতো নামের পথ আছে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোকিত পথের পাশে আমবনের ভিতরে সেই পথ
রেখেছি মনে-মনে। ঘণ্টা বাজে সমারোহে উদ্ভাসিত মন্দিরের
মায়ের মুখ স্নিগ্ধ, শাঁখ-বাজার শব্দ নিবিড় কাছে।

মা তো আজো মেঘের রেখায় গাছের শব্দে স্পষ্ট জীবিত—
দ্বিতীয়বার মাকে তুমি পেয়েছিলে। এক-ই স্নেহ, এক-ই আন্তরিক
চোখের কোমল যেন নদীর প্রবাহিত সরলতা, স্বাভাবিকতা।
হলুদ আলোর সিঁড়ির শান্ত প্রতিশ্রুতি মগ্ন উন্মোচিত।

একটি নাম নাকি হাজার নামের উষ্ণ অমল সজলতা।
গুলমোহর ফুলের ছায়া কেঁপে ওঠে, পুরোনো অশথগাছের পাতা
হাওয়ার প্রতিবাদে বাজে। এবং সেই নদীর ধু-ধু মাঠের
উৎসবের সঞ্চারিত অঙ্গরাগ,— সন্ধ্যাবেলায় কান্না এক তীব্র, জানি না তা
পূর্ণিমার কৃষ্ণচূড়ার সমধর্মী বন্ধুতায় কিনা।

বারোটি পথ জানি আমি অন্য পথের নাম-ও জানি না।
তিন রকম ফুল আমার আত্মীয়তা, নিজের বাগানের।
লাল রঙের গোলাপ কিন্তু রডোডেনড্রন রক্তসংহতি
দেখেছিলুম ছবিতে। যেন হেমন্তের বিকেলবেলার দূরের
পাহাড় তার ওপার সেকি তরঙ্গিত জ্যোৎস্না, নাকি শ্যামল বাড়ি।

ভোর হওয়ার আগে হঠাৎ ভীষণ আলো, আকাশ নির্দেশ
শিউলিগাছের পাশে সখী পথের প্রতিশ্রুতি সহজ ছিলো।
বাউল তাকে সমর্থন কখনো করি না। ঈশ্বরের আদেশ
অন্য নিমগ্নতায়। আমি বারোটি পথ ঘুরে
বিকেলবেলায় তোমার বাড়ি আসি।

দ্বিতীয়বার মায়ের মুখ রান্নাঘরের হলুদ আলোয়, দিঘি।
জানলা খুললে সঞ্চারিত হাজার-হাজার পথের বিশ্রাম,
আমবনের ভিতরে সেই পথের একা এবং উজ্জ্বলতা—
গভীর বাজে আমায়, মায়ের নাম।
চির জীবন, রাত্রি-দিন, বয়স স্থির একটি সমগ্রতা।

॥ ২ ॥

দুইটি দিনের মাঝখানের সেতু
কিছু না শুধু ধুলো-ওড়া চৈত্রমাসের, বিকেলবেলার
কৃষ্ণচূড়া কখনো বা।

ভালোবেসেছিলুম সময় প্রতিটি স্থির পরিচ্ছন্ন শিখা।
প্রেমিক ; তুমি অবিশ্বাসী হাওয়ার মতো দ্রুত
তরুণী এক গাছের স্পর্শ ভুলে আবার
নতুন আগুন চাও।

জন্ম এক নতুন বোধ— বিস্ময়ের রহস্যের মাঠে
আমি নীরব। তুমি আমায় অবজ্ঞা ক'রো না
কিংবা নতুন শিশুর প্রতি করুণা
আমার তাও চাওয়ার নয়, জেনো।

আবার আমি রঙিন সেই কাচের হৃদয়তা
কাছে পেলাম। প্রতিটি দিন রঙিন সমন্বয়।
তুমি যেন সমুদ্রের তীরের স্পষ্ট ছবি
অভিনব কিন্তু স্বচ্ছ ধারার প্রতিশ্রুতি।

কিছু-ই মনে পড়ে না। কিন্তু তুমি স্পষ্ট তুমি
দুপুরবেলার বকুলগাছের নিচে
এসেছিলে। ভালোবাসো আমাকে সেই
পুরোনো কারুকলার নীল প্রবাহিত অভিমানের ভাষায়।

উন্মোচিত আকাশে এক বিস্ময়ের মেঘ
নতুন জন্ম কিন্তু আমি নবীন আগন্তুক
নই তোমার দ্বারে।

ওই তো সহজ মাধবী আর পরিচিত গন্ধরাজগাছের
ছায়া। আমি তোমার ঘরে যাবো।
দেখবো তুমি জানলা খুলে সেইরকম দাঁড়িয়ে আছো
আমি নতুন অপূর্বের তুমি একটি শিখা।
আমরা অনেক দূরে যাবো।

॥ ৩ ॥

প্রতিবাদের মধ্যে আমি স্থির।
বন্ধু, তুমি কাকে অমন তিরস্কার করো।
সকালবেলায় একটি ফুল দেখেছিলুম, একটি শ্যামল তীর
তোমার মুখের রেখা অমল নিবিড় প্রতিরূপ।

একটি মাত্র স্বর আছে পৃথিবীতে, একটি মাত্র স্বর
আহত অনাহত ধ্বনি আকাশ ভ'রে ব্যাপ্ত সঞ্চারণ
তাকে আমি আমার বুকের ভিতর
শুনেছি।

শব্দ যখন ভাষা তখন একটি মাত্র ছবি।
শব্দ নয় ভাষা। ধ্বনি—সংহত সঙ্গীত
একটি অবগুণ্ঠনের ভোরবেলার আকাশ দিগন্তের
অন্তরালের প্রখর আবির্ভাব।

পরিচয়ের আগের বিস্ময়। পূর্বরাগ
রোমাঞ্চিত উন্মোচন।
পূর্বরাগ সারা জীবন, প্রথম পরিচয়
আজো অসীম জ্যোৎস্নাময় প্রান্তর।

আমি মাঠের উপর একা। অন্যমন যাবো
তোমার দেশে হয়তো।
বন্ধু, তোমার চোখের আলো কখনো জানিনি
তুমি আমার অনন্ত সময়।

স্বাগত জানালা

আমি তোমার পাগল বন্ধু আকাশ
অন্ধকারে।
আমায় তুমি প্রতিশ্রুত আলোর মালা এনে দেবে
যারা আনে ভালোবাসার মাটির ভাষা উপহারে
আমি তাদের চাইনি। শুধু স্নেহের সম্মান
মমতাময় আচরণে।
সেই করুণ শুভ্র অপরাধ
তোমার কাছে ক্ষমা পাবে।

অনুস্যূত আবেগ তার মৌল অবসাদ
জানি আমি। কিন্তু তারা অভ্যাসের শ্যামল অনুরাগে
আজো আমায় ডাকে। আমি নিয়ম তারই অনুবর্তিতায়
আহত এক অরণ্যের স্রোতস্বিনী, মুখর প্রার্থনা
তোমার কথা মনে রেখে।
তুমি আমায় সঞ্চারিত অসীম রাত্রিবেলায়
প্রবাহিত কণ্ঠ দেবে বলেছিলে।

সতত সেই আহ্বানের অমিত উচ্চারণ
তীব্রতায়, আমার ঘর প্রণয়ী ঘর উদ্ভাসিত প্রণাম।

চিরন্তন প্রস্তুতির দীর্ঘায়ত মূর্ত প্রতিচ্ছবি
তুমি, তোমার শিখায় আমি পাবো আমার আকাঙ্ক্ষিত নাম।
আন্তরিক উপচারে আমি তোমার সমধর্মী স্বর
কবে হবো! আমি তোমার মিলনী সংরাগে!
গভীরতর অন্তরালে অসীমতা, নিহিত শুভক্ষণ
সম্মিলিত তোমার দিনে আমার অভিভাবে।

সেদিন ব্যবধানের ভাষা না রাখে যেন দ্বিধা
আমি তোমার চিরদিনের বন্ধু, মনে রেখো।
দোলাচলে যতো অধীর ততো আমার ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত।
আমার অন্য সংশোধিত দ্বিতীয় পরিচয়
তোমার কাছে আছে জানি।
যদিও স্থির প্রান্তরের একা
আজো দেখি বিচ্ছিন্নের বিষণ্ণতায় দু-চোখ তোলে—
দাবি করে বিশাল তার জয়;
স্বাগত সেই জানলা সব অন্ধকারে সমন্বিত
পদ্ম হ'য়ে জ্বলে ওঠে— তোমার মালা গেঁথেছে নীল রেখা।

বিজিত নায়কের খেদ

দেয়াল থেকে তোমার সেই ছবি
কে নিয়ে গিয়েছে?
সবসময় আমি তো ঘরে ছিলাম।
প্রতিজ্ঞার উজ্জ্বলতা অন্তরালে এখন ম্লান মুখ
হারিয়ে গেল প্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠিত নাম।

হাজার আলোর পথের বাঁকে দাঁড়াই।
যদি আমার অশ্রুজল মত্ততার গৌরবের পাপের বেদীমূলে
ভাসায় তবে ক্ষমা পাবো ? প্রস্তাবিত আকাশ— ভাবি তাই।
ভরাদুপুর তমসালীন রুক্ষ এলোচুলে
ভীষণ ঝড় দু-চোখ বাঁধে অন্ধতার হীন দুর্বলতায়
আমায় তারা বহুরূপী সাজায়। তারা অসীম কৌতুকে
তোমার মৃতদেহ নিয়ে কোথায় যায় ?
যেন নিবিড় বৃষ্টি পড়ে বটগাছের প্রবীণ নিশ্চুপে।

চিরদিনের সাধনা তার অমিত পুরস্কার
বিজয়ী দস্যুতায় ভাঙে আমার ঈশ্বরের মন্দির।
আমিও যেন চলেছি এক জনস্রোতে মোহিত একাকার—
আবিষ্টতা অন্যতম সর্ত ছিলো আত্মসমর্পণের।
মন্দিরের ভিতর গিয়ে সহসা এক প্রণতি নিবিড়
দু-চোখ জলে ভ'রে এলো—
তোমার আসন শূন্যতার ক্রন্দনের তীব্রতায় সমুদ্রের ভয়ের।

আতঙ্কিত ফিরে আসি, কোথায় আমার মাটি ?
ঘরে ফিরে যাবো আমার সজল ঘরে ?
তোমার ছবি, দিগন্তের বিশালতা, তোমার ছবি ঘরেও পাবো না তো
স্বপ্ন তারা ভেঙেছে পরিপাটি।
এবং স্মৃতি বিদ্যুতের উন্মাদনায় আহত শুধু একটি উপস্থিতি
যেন ছায়ার মধ্যে অবলীন।
যেন তারা কেঁদে ওঠে পিছন থেকে অভিমানে দুঃখময় স্বরে
যেন তারা দাবি করে ভালোবাসার সঞ্চারিত প্রতিশ্রুত ঋণ।
কিন্তু শীতল মুখের রেখা আমি তোমার শ্যামল মাটির ঘরে
ভুলে যাবো, ভুলে যেতে হবে আমায়,
মেনে নিয়ে পরাজয়ের বাস্তবতার রীতি।

সমগ্রতা

দেখেছিলুম আকাশ ভরা মেঘের দিন, একটি উজ্জ্বলতা
শরৎকালের আলোর সমধর্মী।
এবং সেই প্রাচীন অশথগাছেও সেদিন হাজার-হাজার
সবুজ পাতা জ্বেলেছিলো ছন্দোময় নিবিড় সমগ্রতা।
রাঙা ধূলোর নীল হাওয়ার অসীম উপহার
প্রান্তরের বিশালতায় সম্মিলিত প্রতিশ্রুত শুভ্রতায়।

অন্ধকার সিঁড়ির থেকে নেমে এসে সদর দরজায়
কিশোর প্রতিবাদ। তুমি কাকে রেখে ঘরের বাইরে যাচ্ছো?
সমস্তদিন ভালোবাসার অভিন্নতায়, এখন ভালোবাসা
তাকে তুমি আন্তরিক দূরে রাখো। ওদিকে পথে-পথে
সঞ্চারিত জ্যোৎস্নালোক, প্রবাহিত আকাশ, দীর্ঘ ভাষা
প্রস্তাবিত সমারোহে সমর্পিত সমন্বয়ী ব্রতে।

বিবিধ রঙ, বিচিত্রিত রেখা কিন্তু স্বাভাবিকের।
প্রেমিকাকে নিয়ে তুমি শালবনের গভীর একাগ্রতায়
বিবেচিত স্রোতের সহজতার। সংহতির অরূব আনন্দের
ধ্বনি যেন উন্মোচিত নীল শিখায় হৃদয়ময় যায়॥
এলোমেলো পাতার ছায়া তোমার প্রিয়ার মুখের উপর
চন্দনের মতন মাত্র। তুমি অমল অসংশয়ী যাও।

অন্ধকার পথের মধ্যে আলোকিত একটি কিশোর ঘর
এবং সেই গোলাপ-ভরা ফুলদানির সৌরভের স্মৃতির
রেখাগুলো স্পষ্ট মুছে ফেলো। প্লাবিত সেই পরিশুদ্ধ মন্দিরের
কাছে এলে পুরোহিতের প্রখর তিরস্কার।
দেখবে সেই নিমগ্নতা, স্বগত চোখ, যেন বিশাল ভয়ের
মতন এক হাওয়ায় তোমায় নিয়ে যাবে
যেখানে হীন অবরুদ্ধ অনাশ্রয়ী আর্ত অন্ধকার।

সোনার ঘণ্টা

মাঠের মধ্যে মস্ত বড়ো দরজা, রাজপ্রাসাদ।
কালো বেণী?
নাকি সুদূর শীতল স্থির সাপ।
ঈশান কোণে মেঘ, কিন্তু ঝড় এখনো আসেনি।
প্রহরীটা ম'রে গিয়ে কী-যে সর্বনাশ!

তুমি বেঁচে আছো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।
ঘাসের উপর তলোয়ারের মতন ছায়া
এবং তোমার ভালোবাসার চোখ।
এবং ধূসর প্রাচীরটির অন্তরালের আনত আবছায়া
নিবিড় ক'রে জ্বেলেছে সেই সমন্বয়ী আলোক।
অশথগাছ হাজার-হাজার প্রদীপ হ'য়ে জ্বলছে।

কারা আমার উপর তাদের ঘৃণার দৃষ্টি রাখলো?
অক্ষমতা!
দেখো-দেখো ঈশান মেঘ সারা আকাশ ঢাকলো।
ধুলো উড়ছে। দূরাশ্রিতা, তুমি তোমার নিজের মমতা
অন্ধকার মন্দিরের নিরুদ্দেশ স্বর্ণ সমারোহে
উজ্জ্বলতা ক'রে রাখো। মাঝে-মাঝে
একটি সোনার ঘণ্টা তবু বাজাও কোন মোহে!

ফিরে-যাওয়ার পথ

হঠাৎ ঝড়ে পুরোনো বন্ধুটির ছবি
ভেঙে গেলো। বন্ধুটির মুখ
হঠাৎ ঝড়ে আমি আবার দেখতে পেলুম।
একটি দিনের আকাশ যেন সমুদ্রের সংহতির জ্যোৎস্না।

সমুদ্র তো অচঞ্চল রেখার স্থির রুদ্ধ অসীমতা
আলো যেন অনাশ্রয়ী ঘুম।
সমুদ্র তো একদা তার তরঙ্গের রক্তিমতা, কথা
তীব্রতায় আশ্বিনের আলোকিত আন্তরিক প্রহর।

সন্ধ্যাবেলায় নদীর একা, প্রবাহিত পাতার মর্মর
আলো-জ্বলা ঘরের স্তব্ধ উপস্থিতি।
বন্ধু, আমার মনে আছে একটি উন্মোচন, একটি
দাবি এবং সমর্থন এবং অতিথি

যেন বৃষ্টি থেমে-যাওয়া নিবিড় অশথগাছের উপর আকাশ
নীল রঙের মেঘ, ছায়া-রঙের।
চ'লে-যাওয়া ; হঠাৎ ঝড় নাকি করুণ অপলাপী রুগ্ন আশ্বাস
অঘ্রানের সন্ধ্যাবেলার শহর।

এবং উঁচু বাড়ির উপর একটি তারা, তিনটি তারা
আবছা আর ট্রামের লাল আলো।
বিকেলবেলার মেঘের রঙ হারিয়ে যায়, রেখা থাকে।
নীরব সাদা বেদনা নয় বিরহ তার মতন শুভ্র ভালো।

॥ ২ ॥

তুমি ভালো আছো। আমি এখন নতুন বাড়ির
বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। পশ্চিমের আকাশ
সমারোহে মৃত্যু তাকে সমর্থন করে।

পরিশ্রান্ত পাখি বিকেলবেলার অবকাশ
সাদা অনুভবের হাওয়ায়।
কী ক'রে যে তুমি এমন ভালো আছো!
সহজ মেঘ স্বার্থপর অন্যমন অসহায়ের খেয়ায়।

যে-ছবি আজ অন্ধকার সিঁড়ির তলায় তাকে
দিনে-দিনে এঁকেছিলুম।

মধ্যরাতে দশ-বারোটি প্রবাহিত কাকের চীৎকার
পরিস্ফুট করে শীতল উচ্চারিত সম্মোহিত ঘুম।

কী ক'রে যে আমি এখন নতুন বাড়ির
ফাঁকা ঘরে বিস্ময়ের রহস্যের মতন।
কথা বলি ; প্রতিধ্বনি চাই আমার প্রতিধ্বনি চাই।
বিকেলবেলার মতন স্থির।

উৎসবের সমর্পিত উপকরণ, নিয়মী প্রণতি।
পশ্চিমের আকাশে মেঘ ফিরে-যাওয়ার পথ।
হেমন্তের পরিস্রুত অন্যমন, দুপুর, গোরুর গাড়ির
নতুন বাড়ির বারান্দায় বৃষ্টি-থামা মৃত্যু, শাশ্বতী।

॥ ৩ ॥

ভিড়ের থেকে স'রে এসে বকুলগাছের নিচে
আমি প্রথম অনন্য একক।
তুমি দূরের বাঁকে শীতল মিলিয়ে গেলে।
ভিড়ের মধ্যে তোমার-ই মতো আরো অনেক মুখ
ঠাণ্ডা আর যাবে না উড়ে উধাও পাখা মেলে।

স্রোতের মতো বিধুর। আমি তোমার নাক-চোখের মৃদু রেখা
কিছুই মনে রাখি না। এক অবিচ্ছিন্ন গতি।
সহজ হাওয়ায় চারটি-পাঁচটি বকুল মাথার উপর
নির্জনতা, তখন ভীষণ একা।
হঠাৎ-দেখা আকাশ, ব্যথা, উন্মোচিত প্রহর।

এবং সুদূর নদীর দুপুর ছোটো-ছোটো তরঙ্গের নীরব
চৈত্রমাসের ধুলো-ওড়া সমাপিত অনুবর্তিতায়
মৃত্যু ; যেন ভোরবেলার গোলাপ
বিস্ময়ের, সঞ্চারিত অভিভাবে, মূর্ত নিমগ্নতায়

একটি স্থির হিরণ্ময় তারের নীল মিলনী উত্তাপ
এনে দেবে। বকুলতলা বাসরঘরের দৃপ্ত অসীমতা।

এবং এক অজগরের পরিশ্রান্ত ক্রুদ্ধ ব্যর্থতা
পথের ফাটা রেখায় বোবা বাড়ির ফাটা রেখায়।
হবো না রক্ত তেপান্তর। স্পষ্ট ক'রে বলো
আলোকিত পথের মধ্যে একটি অন্ধকার, এক উজ্জ্বলতা।
বকুলতলায় অনন্তকাল মিলনলগ্ন
আবার নীল মিলনলগ্ন
রচনা তার অদৃশ্য কোন হাজার-হাজার শিশুর শৃঙ্খলা।

শিল্প-কল্পনা

অন্ধকারের নিবিড় পটভূমিকায়
তোমার মুখ এঁকেছি।
তুমি সহজ স্তব্ধতায় জ্বলো।
এখানে নেই অপর চাওয়া—বিনীত নির্জন
কিন্তু আমার স্বপ্ন তারা কোথায় ছলোছলো।

সকালবেলা প্রথম চোখ মেলে
তোমার কথা যখন মনে পড়বে আমি তখন
তোমার মুখে আঁকবো আবার আলোয়-ভরা আকাশে রেখা জ্বেলে।
কিন্তু আলো অন্য রঙ, তোমার রঙ, তোমার আয়োজন
ছড়িয়ে দেয় বিশাল আলোয়
তোমার মুখ হারিয়ে যায় ম্লান শীতল রেখার অবশেষ।

শীতলতা অসহ এক রুগ্নতায় আনে
হিংস্র তার দাবি। আমি আকাশ থেকে মুখ
ফিরিয়ে আনি।
স্বচ্ছতার কাচে তুমি অসামর্থ্যে হবে নিরুদ্দেশ !
আমার নিজের অযোগ্যতা কিংবা প্রত্যাশার
আকৃতি তার প্রয়োজনে এনেছে প্রতিরূপ।
কিন্তু সেই চিরদিনের প্লাবিত অমলিন
প্রতিশ্রুতি মনে আছে।
সে যদি তার খোলে অগম দ্বার
সকালবেলায় আমি তোমায় আঁকবো একদিন।

কিশোর কবি

ভালোবাসো অনেকবারের দেখা ছবি।
কতো বছর হ'য়ে গেলো
পুরোনো ছবি ভালোবাসো কিশোর কবি।
সাতরঙের জানলা হাজার আকাশ
আবার কাছে এলো যেন
বৃষ্টি-পড়া দিনের নিবিড় শ্যামল মমতায়।

কিন্তু স্রোত চেয়েছিলে তুমি।
ভালোলাগা তবু অন্য দ্বিতীয় যন্ত্রণায়
অপর ক্লান্ত দু-চোখ মেলো।
অন্তরালের প্রেমিকজন গোপন রাখে নিহিত পটভূমি
ভেবেছিলে সেখানে তুমি স্বভাবী পরিবর্তনের।
পুরোনো রঙ কেন আবার ভালোবাসলে, কবি ?

সময় দেখো সরল ডানায় উড়ে
কাছে যারা ছিলো তাদের শান্ত ইতিকথায়
রেখেছে। আজ একলা অচেনা দেশ।
তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত নিয়মে, তারা অপর মালা গলায়।
তুমি একা চেনা-ছবির ভালোবাসায় দূরে
কাকে রাখো! যেন রাখো। কালো মেঘের একাগ্র নির্দেশ
অসীম তিরস্কারে। তুমি যুবক হবে কবে কিশোর কবি!

একা

মাগো, আমার খেলার পুতুল অনেকদিন হারিয়ে গেছে
সমস্ত ঘর এখন একলার।
উঠোন ভ'রে হাওয়া আসে ভালোবাসবে ব'লে
ওদের মুখ। কিন্তু আমি কী করে আর পাতবো সংসার!
এলোমেলো রাঙা-শাড়ি ছড়িয়ে আছে ঘরের মলিন কোণে
কাকে ঘিরে আনবে আমার আকাশ-ভরা দিন?
সকল আয়োজন-ই আমি ভাসিয়ে দেবো ধুলোর ম্লান কোলে
একলা তারা করুণ অর্থহীন।

হেমন্ত

পথে নেমে দেখেছিলে দূরে-দূরে ছড়ানো নীল গাছ
ফুল ঝরছে ঘুঘুর ডাকের মতো।
নির্জনতা কখনো নয় সংহতির আতত উচ্ছ্বাস।
এবং বড়ো আকাশ যেন প্রতিশ্রুতি, উন্মোচিত যেন অন্ধকার
বনের ভিতর সহসা ঘন বিরলতায় উষ্ণ পরিণত।

স্মৃতি তা নয়। উজ্জ্বলতা আজো প্রখর সুচির ব্যবহার।
পাহাড় তার উপরে তবু কেন
উটের মতো গ্রীবা বাড়াও দেখো দিঘি বিনীত সমাহার।
মস্ত নীল বাড়িটি তার দরজা, তার পর্দা তাকে চেনো।
দেখো শ্যামল মেঘলা দিন প্রান্তরের নিমগ্নতা দ্রুত
প্রবাহিত, কিশোর রাজকুমার তার চোখের তীব্র বিকেলবেলার ছবি।

পথের মধ্যে দিনে-দিনে পথের আলো মুগ্ধ পরিস্রুত।
বালির ভিতর নয়নতারা, কখনো বা রক্তকরবী।
এবং এক শান্তি যেন গতির রঙ্গে প্রেমিক অভিভাবে
এবং হলুদ ভালোবাসার সিঁদুর যেন রাঙামাটির ধুলো।
প্রকৃতি তো একটি স্বভাব তুমি আজো অন্তরালের শুভ্র স্বভাবে।

আবার সেই ধবলগিরি মহেশ্বর-পার্বতীর ম্লান
অসম্মানে। প্রতিষ্ঠিত পাথর স্থির অস্মিতার রুদ্ধ অগৌরব।
রুপালি স্রোত যন্ত্রণায়, নাকি নিবিড় অনাশ্রয়ী পাথার সম্মান
পাতা মেলো, পাতা জাগাও গাছে-গাছে তুমুল কলরব।
মাটির গভীর প্রতিষ্ঠিত নিন্দিত নিয়মে
দেখো শীতের সকালবেলা কুয়াশা যেন একটি সৌরভ।

শিল্পীর আক্ষেপ

১. প্রতিষঙ্গ

ভিড়ের মধ্যে আকাশে চোখ তুলে
তোমায় দেখলাম।
তুমি নিজের আলোয় একা স্থির
অপরিচিত প্রিয়জনের ভাষা, অন্ধকার।
আমার দিন কোথায় সুনিবিড়!

বাড়ি ফিরে টেবিলে দীপ জালবো।
একটি গোপন চিরকিশোর অনিদ্রিত ফুলে
আমার ঈপ্সিতার মুখ তাকে কি আমি জানবো ?
তুমি কেমন সহজ নিজকূলে।
তোমার জলে তারা আসে নিজেই পাল তোলে।
আমার জল তাদের সমরাগে
না-যদি হয় তারা আমায় ভোলে।

মাঝে-মাঝে আসে যারা বিশাল নির্ভয়
তাদের চাই ; ডাকি, ভীষণ আগন্তুক হাওয়া
তারা আমায় অন্য করে। সম্মানিত জয়।
মুহূর্তের কারুকাজে আমি অপর ঈপ্সিতার পাশে—
সেখানে নেই চাওয়া।
কিংবা দাবি প্রত্যাশার অপর সমরাগে
নিজেকে পেতে চায় না এক শিথিল বিশ্বাসে।

ভিড়ের মধ্যে। তুমিও তো হাজার সমাগমে
বিবিধ ফুল তোমার অনুগামী।
আগন্তুক সুহৃদ হাওয়া একক উচ্ছ্বাসে
অন্য ঈপ্সিতাকে আনে ব্যথিত নিরালায়।.
সম্মানিত জয়।
কিন্তু সহসা কেন থামি ?
ঘরের ফুলে যদি সাজাই উষ্ণ দরোজায়
আমাকে ভালোবেসে কি কেউ হবে আমার প্রেমিক, সহগামী।

২. হিরণ্ময় দুয়ার

এক-ই আলোয় যদি তোমায় দেখি
এক-ই ভাষায় যদি তোমায় বলি
তাহলে আমার ভীষণ যন্ত্রণা।
কিন্তু তুমি সুন্দর তা মানি।

বিশাল অনুভূতি সব-ই অভিব্যক্ত হবার প্রার্থনায়
অগ্নিময় হয়ে ওঠে ;
তুমি আমার বিশাল অনুভূতি
তোমার জন্যে আমি নতুন ভাষার প্রত্যাশী।

প্রস্তাবিত পথের বাঁকে আমি আবার আসি
তোমারই নীল মৌল মহিমায়।
কিন্তু ভালোবাসার দাবি একি প্রতিশ্রুতি
শিল্পী তার আপাতগৌরবের কাছে চায় !
নতুন অভিভাবে দেখো আমার গান ওঠে না উচ্ছ্বাসি'
এখনো তার পরিশ্রমী সাধনা, আয়োজন।
তোমার দিকে চেয়ে আমি যন্ত্রণায় আমার মুখ নামাই
দু-পার ভাঙে বিশাল অনুভূতি।

সঞ্চারিত ভালোবাসা দীপ্ত স্পন্দিত
তোমার মুখর আলো আমার ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি।
অসহ সেই সংবেদন অলঙ্ঘ্য তা জেনে
ফিরে দাঁড়াই, যাই না তোমার পথে—
ফিরে আসার হীন অপমানের বোঝা রিক্ত নিন্দিত !
তোমার ভালোবাসা আমি গ্রহণ করার অসামর্থ্যে
গ্রহণ করি অন্য ম্লান ব্যাখ্যা এনে।
কিন্তু আবার বিশাল অনুভূতি।

অন্ধকারে আকাঙ্ক্ষিত সিঁড়ির সন্ধান
হিরণ্ময় দুয়ার খোলো, চাবি।
কিন্তু আমি ব্যবহৃত ছন্দে জেনো তোমার সম্মান
চাইনি। আরো অনাশ্রয়ী অন্ধকারে জ্বলি।
প্রত্যাশার দু-বাহু বাঁকা আকাশ করে দাবি
যোগ্যতায়, সপ্রতিষ্ঠ মাটির পরিচয়ে :
হিরণ্ময় দুয়ার, তোমার দুয়ার খুঁজে পাবো
নতুন অভিভাবে যখন আমার গান উঠবে উচ্ছলি'।

শ্রাবণ

ভিড়ের মধ্যে যাবো না। তুমি যাও
আমি তোমায় দেখি।
হাজার রঙের ভিড়ে তোমার পটভূমির রঙ
অন্যমন, তুমি কোথায় হারাও ?
ভালোবাসার অন্বেষণে গিয়েছো দূর বিবিধ বাঁকা পথে।
পরিশ্রমে রাঙা ও-মুখ—
আমি তোমায় দেখি।

কিন্তু ভালোবাসার বিশাল প্রয়োজনের দাবি
তাকে মানি। তাই তোমার দরজা খুলে দিলুম
নিজের হাতে।
অন্য ভালোবাসার আলোয় লুকিয়ে রাখি চাবি।
তোমার জন্যে। তবু কখন তীব্র যন্ত্রণা
স্বাতন্ত্র্যের সিংহাসনে যখন নামে অন্ধকারের শ্রাবণ
স্পষ্ট হয় নিহিত বঞ্চনা।

বাসনা এক প্রবণতা। এবং হৃদয়ের
মৌল স্রোত অপর দিকে যায়।
ভালোবাসা !
কিন্তু তোমার প্রথম দিনের আলো তোমার সুরের উন্মীলন
এখন তারা অন্ধকার গুহার তারা হীরার জ্যোৎস্নায়।
বৃষ্টি-থামা বিকেলবেলার সুদূর উচ্চারণ
হঠাৎ যদি পথের বাঁকে থামো প্রেমিক ফাগুন দিনের হাওয়ায়
একটি স্বরও পাবে না তার।
উপলব্ধ ভালোবাসার অর্ঘ্য সে কোন বিদেশী অনুভূত ?
ফিরে আসার দিনে তুমি আমায় দেবে কী ?
চরিত্র কি জলের মতো পাত্রনির্ভর ?

হীরার গুহার স্বদূরিমা তবু তোমার পাশাপাশি
আমি তোমায় দেখি

অন্ধ পাখি

আনন্দ চাই জীবনে, কই আলো ?
আলো যদি না থাকে তবে জীবন
রুগ্নতায় অন্য স্থির আলো নেভায়,
মাঝে-মাঝে
রুগ্নতাই আলো হয়ে আমার ভালোবাসাকে চায়।

যন্ত্রণায় আকাশ আমি তোমার কাছে বলি
আনন্দ দাও আমায়, গান দাও।
কিন্তু নিরপেক্ষ ছবি সমমর্মী শিল্পী তাকে চায়
না হলে তা কেবল রঙ রেখা এবং অন্যতম আকার।
প্রান্তরের উপর গিয়ে জীবন হবে উধাও
শহরে নয়—প্রতিক্রিয়া ক্রিয়ার ব্যবহার।

পরিবেশের আবহাওয়ার নির্দেশিত মন।
অন্যদেশে অপর ইঙ্গিতের মহিমায়
ভালো এবং যা ভালো নয় সকল-ই এক উদার সম্মিলন
হ'তে পারে।
আনন্দ চাই দীপ্ত পটভূমি।
শরৎকালের পাখি কিংবা বসন্তের অশোক তার
অপচয়ের হাওয়ায়
স্বাধিকারে সফল পথের উজ্জ্বলতা নিজেই উচ্চারণ।

শীতের রুগ্ন ভোরে তারা অবজ্ঞাত
যখন জরাতৃষিত বনভূমি
তখন পাতা ঝরে কিংবা অন্ধ পাখি কুয়াশাকেই
বন্দনা জানায়।

শরৎকাল

পুরোনো প্রেমিকা আমি তাকে দূরে রেখে
এখানে এসেছি। তার হাত পুড়ে গেছে
মুখ পুড়ে গেছে।
সারাদিন পথের ধারের জানলা
পুকুরপাড়ের জানলা
খোলা রাখি। ভালোবাসবো নতুন মেয়েকে।

ফিরে চ'লে আসার দিন একবার বারান্দায়
একবার ঘরের ভিতরে।
করুণ মিনতি তার মনে আছে। আমিও করুণ
দুঃখিত শীতের তাপে রুগ্ন যন্ত্রণায়
যেন ঘর-ভরা প্রতিধ্বনি। আমি তার দিকে
একবার চেয়েছিলুম। তারপর দ্রুত
পালিয়ে এসেছি এই নতুন বাড়িতে।

এখনো আবছা মনে পড়ে। কুৎসিত আঙুলগুলো
চোখের তারার সর্বনাশ।
আমাদের পূর্বরাগ তাও মনে পড়ে।
দিনে-দিনে রচিত ভালোবাসা

আজ তার ধুলো
মুঠি ভ'রে এনেছি। আমি নতুন মেয়েকে
সেই ধুলো দেবো, দেবো প্রথম বিশ্বাস।

সম্পূর্ণ শরৎকাল মেঘ-পাখি-শিউলিগাছ
আলো যেন উত্তরদিকের স্পষ্ট দিঘি।
ওরা স্থির সমর্থন করে, বলে, তুমি পুরোনো প্রেমিকা
তাকে কেন হত্যা করোনিকো। মমতা আমার
তোমাকে করুণা করি। কিংবা তুমি বুঝি
চিরদিন শিখা
নতুন মেয়েটির মুখে আলো দেবে ভালোবাসবার।

বর্ষশেষ

অনেকদিন যেন একলা আছি
এখানে। হঠাৎ মনে হলো যখন হাওয়ার সময়
হলুদ পাতা জানলা দিয়ে উড়ে উদাস ঘরে এলো।
কোথায় যেন ভীষণ ঝড় হচ্ছে আমি শুনছি শব্দময়
উপস্থিতি তোমার। তুমি আমার বাড়ি, শ্যাওলা-পড়া উঠোন
শিশু বটের বন্ধুতায়।

ভীষণ ঝড় নাকি প্রখর বৃষ্টি নির্জন।
প্রণত এক কান্না যেন আঁচলে মুখ ঢাকলো আমি স্পষ্ট দেখলুম
বিশাল তার-ই সাগরিকা ভাষা ওড়ায় ধুলো
চৈত্রমাসে অভিমানী পাতা-ঝরার পথে-পথে
গুলমোরের আঁচলে তার হলুদ!

ভালোবাসার মহিমা আহা আকাশ-ভরা প্রেমিক কথাগুলো
স্রোতের জলে কোথায় তাদের রেখে এলে ?
সুদূর দ্বীপ এবং ম্লান এবং বিকেলবেলার।

নিবিড় সেই জানলা সব মনে আছে ? রাত্রি রূপকথার !
অনেক বড়ো দুইটি মুখ,
ম্লান শরীর, মাটির দেয়াল কাঁপছে দীর্ঘ চাওয়ায়
কিন্তু আমি কেবল যেন স্বপ্নে পাই ছায়া শরীর প্রণয়ী সিংহাসন
সায়াহ্নের ত্রিকূট তার চূড়ার ব্যাপ্ত কথা
আমি জানি কিন্তু আবার জানি না যে, যদি তাকে ভুলি অন্যমন
চৈত্রমাস লুটিয়ে পড়ে ময়দানের দগ্ধ ঘূর্ণিহাওয়ায়।

বুদ্ধগয়ার পথে

যাবার আগে প্রথম ভাবি কোথায় যাবো ?
বিজন পথের অপর দিকে নদী
শরৎকালের দুপুরবেলায় আত্মমগ্ন বালির প্রদীপ জ্বালে।
কিন্তু তার আলো কোথায় স্থির হবে ? দেখাবে নিরবধি
শান্তিস্রোত— শান্তি কখন ভোরবেলার আকাশ বিকশিত।

প্রবাহিত তরঙ্গের সমান্তরাল ইচ্ছা সম্মোহিত
কেবল ধারাবাহিকতা। যদি হঠাৎ ধানের খেতের পাশের
প্লাবিত ওই ছবি দেখি শব্দহীন সূর্যালোকে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা
চিরদিনের স্রোতের নীল ভালোবাসার তৃপ্ত বিশ্বাসে
ব'লে দেবে ? কোন ভাষায় অন্তরালের উন্মুখর সহজ ক্ষমতা।

বুঝি গভীর বটগাছের ছায়ার সবুজ অবক্লান্ত দিঘি
সেখানে তার শান্ত চোখ জলে আমি তার-ই উধাও ডাকে
চলেছি। আমি একটি অবগুণ্ঠনের প্রণয়ী সুশাসনে
দূরে রেখে আকাশ-ভরা বারান্দায়। অপর উদাস স্নেহের ঘরে
সুচির উত্তাপে
মালতীফুল সহস্র দীপ— দীর্ঘ পাহাড় নির্জনতা তার-ই বিশাল
উষ্ণ উচ্চারণে।

যেন মাতাল ঝঞ্ঝা আর উন্মুখর বৃষ্টি শেষ হওয়ার
প্রান্তরের সমাহিত উন্মোচন— তার-ই অন্বেষণে আমার বেলা গেল।
বিকেলবেলায় নিমীলিত প্রসন্নতা চারিদিকে স্বচ্ছ বারতাব।
সহজ অন্তরালের আলো যেখানে উন্মোচিত
সেখানে আমি কোন নিবিড় পুরস্কারে
সেখানে তুমি শুভ্র কোন সম্মিলিত একটি চোখ মেলো।

প্রবাসী

বিবিধ সব ভাবনা তাকে নিয়ে
আমি ক্রমেই প্রবীণ। দূর নগরে বাসা-বাড়ি
পেয়েছি এক।
আরো অনেক ভাবনা দেখা হলেই তাদের বলি
এসো-এসো। ক্লান্তি কিন্তু ক্লান্তি এক নেশা।
সম্মোহিত আগুন তার নিবিড় প্রেমে অন্যমন জ্বলি।

যখন মেঘ হেমন্তের একা
বিকেলবেলায় মাটির দাওয়ার মতো নিবিড় সুর
জলের ভাষায় ডাকে আমায় আমার নামে, ছোটোবেলার নামে
আমার ঘর, আমার দেশ। পরিশ্রমী দূর
পার হ'লে পাবো তাকে কিশোর প্রণামে।

যতোই দূরে যাই আমার অস্তিত্বের আলো
প্রথম পরিচয়ের হীরা দাবি করে প্রতিশ্রুত বুক।
বিবিধ শব্দ ভাবনা যেন সময়, যেন নিয়ম তাদের ডাকি
বিরাট এক প্রাসাদ তার খিলান অপরূপ ;
আপন এক মায়ের ঘর আছে জেনে
তাদের জন্যে কারুকাজের দরজা খুলে দিয়েছিলুম।

একক সিংহাসন

বাড়িটা নেই, এমনকি সেই অশত্থগাছ।
যখন তোমার কাছে যাবো
তুমি এসে বসবে সেই লালরঙের বারান্দায়
নাকি ঘরের ভিতর তোমায় পাবো।

তোমার কাছে ফিরে যেতে ভীষণ ভয় করে।
আমের বউল ছিলো সেদিন ফাগুন মাসে ;
ভালোবাসতে পারবো সবুজ ফলের উজ্জ্বলতা ?
চৈত্রমাস আসে।

একটি ছবি একটি মন বুকে রেখে
অদর্শনেও সমুদ্রের মতো।
দুঃখ আর বেদনা আর আনন্দও
জলেছিলো নিবিড় সতত।

ছবি অপর হয় এবং মনও।
ঘরের ভিতর গোপন সম্ভাবনা ;

বাইরে লাল বারান্দার নির্জনতায়
চিরন্তনী বিরহী চাঁদ, কোনো
ভাষা তো নেই
আকাশ রাখে একজনের একটি সিংহাসন

বিজয়ী সোপান

একটি মাত্র মাটিতে হবে একরকম গাছ।
অন্যরকম মাটি
সেখানে কেন তোমার নিবিড় মালতীলতার
আলিঙ্গন চাও?
মাটি-আকাশ ধারাবাহিক নিয়ম তারা সুশীল পরিপাটি
স্বপ্ন তাকে শাসন করে।
স্বপ্ন যদি চৈত্রমাসের দ্রুত হাওয়ার তীব্রতায় উধাও
সমস্ত দিন খাঁ-খাঁ মাঠে আগুন প্রখর ব্যর্থতার
হলুদ পাতার দুঃখময় বিজিত মর্মরে।
পুরোনো ভালোবাসাকে চাও সর্বত্রই একটি ঐকতানে।
কিন্তু স্থির নির্দেশের বিনত বিশ্বাস
মেনে নিয়েও যদি তুমি দ্বিতীয় সম্মানে
পরিস্রুত হাত রাখতে মাটিতে এই বিশাল সকালবেলার
জীবন হতো অপর নীল সঞ্চারিত একটি প্রেমিক গাছ।

আর্তি

সম্বন্ধ ঘরের পাশে আমবাগান, শোনো
তুমি অমন চার লক্ষ সমুদ্র জ্বালিয়ো না।
সাত লক্ষ সমুদ্রের অবিনীত বিবেকী বিদ্রোহ
ঘরের আসবাব সব অহরহ খানখান করে। আমার সান্ত্বনা
তোমার-ই মাটির বুকে ছিলো। দীর্ঘ সমারোহ
ছায়ার দরিদ্র ভীরু সংসারে রেখেছ। সেইখানে শিশুর মতন
সকলের মমতা কাড়ে অবিমিশ্র হাসির যৌতুকে
আজো সে সম্পন্ন শিউলি। শিউলির মালার নির্জন
বইয়ের আলমারি তার ওপারের দেয়ালের বুকে
সঠিক রেখেছিলুম। তুমি ভুল বুঝে
প্রতিবাদী তরঙ্গের চীৎকারে চীৎকারে সেই নিবিড় সংসার
এবং সে শিশুটিকে অকারণ অপমান করো।
আমার ঘরও ভাঙে, ভাঙে তার সরল আব্দার।

সঙ্গত নিরালা

মরচে-পড়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে বুনোতুলসীর ঝোপঝাড়
বাড়ির পিছনে। আর রক্তজবা, দু-একটি লাল ফুল।
হেমন্তের ঘাসে-ঘাসে সচ্ছল শিশির। মেঘ নেই, সংহত আকাশ
যেন সেই বিকেলবেলা জানালায় ছড়িয়ে-দেওয়া চুল।
যখন-ই ভেঙেছে ঘুম অন্ধকারে অভিমানী অবকাশ
বিনত মাটির ঘর আলো জ্বালে একা—
তার অসম্মান কেন গরিব শিউলি ওই শুয়ে।

আজও সে সম্পন্ন ডাকে শালিক-চড়ুই। গৃহস্থ সম্ভার
সংগ্রহ করেছে আরো দু-একটি নীল ফুল, সাদা ফুলও আছে।
মুহূর্ত নিবেছে ধূপ স্বাগত সৌরভ। রক্তিম মমতা
নাকি তুমি রজনীগন্ধার আলো তার মূর্ত সমাহিত কাছে।
বৈশাখী সন্ধ্যায় সেই তেপান্তর ক'রে-নেওয়া মাঠ— মনে আছে কথা ?
ভালোবাসবার ধ্বনি আজো চারিদিকে। আন্তরিক তাকে মগ্ন শোনো।

প্রতিটি শিশির যেন প্রতিবাদ যেন মুখরতা যেন হেমন্ত আকাশ
কুয়াশা কুয়াশা স্থির রাত্রে দেখা বটগাছটার মতো।
নাকি সে তোমারই হীন প্রতিরূপ। পুরোনো পাথর আছে
সিঁদুরের টিপ আছে এমনকি একটি শুকনো মালা।
আর চারিদিক ধু-ধু বিষণ্ণ বালির অন্তগত
হাওয়া যেন উপহাস, আবর্তিত অভিশাপ, সঙ্গত নিরালা।

অমূর্ত বিস্ময়

জ্যোৎস্না এলে কুঁড়িগুলো মেলে দিয়েছিলে, ছায়া দুলে উঠেছিলো
স্পষ্ট মনে আছে।
আর সেই কিশোর অশথগাছ আর হাওয়া দিলো।
আর সেই প্রান্তরের অরব উৎসব, সমুদ্রের অতলান্ত দাবি
মরমীয় প্রস্তুতির হার্দ্য উচ্চারণে আন্তরিক কাছে।
এই সব— বিনম্র নদীর তীরে সম্পন্ন ঘরের ঋণ
তোমাদের কাছে। এনেছিলো নিমগ্ন বিকেলবেলা।

বিস্তৃত মমতা, আমি আজ যাবো পাহাড়তলীর
নিরুদ্দেশ গ্রামের ভিতরে।
নদীর তীরের কথা মনে আছে, স্পন্দিত বালির
ধু-ধু আলো, খেজুরগাছের ছায়া, শব্দিত আকাশ।

আর মেঘ, মেঘের গতির আরো বড়ো মূর্ত স্বরে।
কুঁড়িগুলো উজ্জ্বলতা, গাছের শরীর দূর অন্ধকার মাঠের ওপারে
ছায়ালীন। কোথায় নন্দিত হবে অধরা বিস্মৃতি!
খড়ের চালের ঠাণ্ডা সিন্দুকের ওপারের অভিমানী মাটি!

পাহাড়তলীর নীল গ্রামের ভিতরে সকালবেলার
মতো উজ্জ্বলতা ঘর।
শালবন, তরঙ্গিত সারাদিন হাওয়া, সাহজিক উপহার
পাখি, পাখিদের গান উন্মোচিত দিগন্ত ফাল্গুন।
ভালোবাসি কাঠবিড়ালীর খর যাওয়া, সমর্পিত বিনত হরিণ
আর কী সবুজ ঘাস প্রবাহিত অলস আগুন।
আরো আছে, নিমগ্ন পাহাড়তলী তোমাদের কাছে—
সারাদিন জানালায় থাকি।

হাওয়া কী গভীর দ্রুত পাতা নিয়ে যায় পাহাড়ের অনন্ত ওপার।
সোনার খাঁচার দরজা স্বতঃস্ফূর্ত খোলে।
ভালোবাসা চিরদিন প্রতিশ্রুত তন্ময় সত্তার
আমি জানি। দুই চোখ মেলে হাঁটি ছন্দিত নির্ভয়ে,
কান্না ও হাসির বাঁধা ছিঁড়ে। আর সেই
প্রথম দিনের বাড়ি, জামগাছ নেই, জামের পাতার
আতপ্ত নিবিড় এক সঞ্চারিত রক্তের অমূর্ত বিস্ময়ে।

নদী

এ-বাড়িটা ছেড়ে আমি নতুন বাড়িতে চলে যাবো। ভোরবেলা
চুপি-চুপি অরব আলোর দেশে নাকি পাতার মর্মরে!
জানলা দুটো হা-হা করা খোলা, স্থির চৈত্র, অমূর্ত ধুলোর

দুপুরবেলার স্পষ্ট মৃত্যু তার ক্লান্ত রুগ্ন ঝড়ে
উড়িয়ে আনলো পাতা ছেঁড়া বই।
ওদিকে দালানে আরো কাকের কণ্ঠের তীব্র বিস্তৃত অঘোর
ঘুমের বিদ্যুৎ কিংবা অশথগাছের নিচে সেই দিঘি।

অরব আলোর দেশ হাওয়ার সংহতি ধ্বনি সম্পূর্ণ পৃথিবী
উন্মোচিত আবির্ভাবে বিস্ময়ের নিবিষ্ট স্বাক্ষর।
নৌকো, যেন খাল থেকে, বটগাছটার ছায়া পার হয়ে নদী
নৌকো যেন স্রোতের সুস্থতা— আলোকিত স্বর
বিস্মরণে লাল মৃত্যু, আসন্নসম্ভব নির্জনতা।

বটগাছটার ছায়া বাদামী হাতের ছাপে
চুনকাম না-করা দেয়ালে।
তীব্র স্থির বারোটি বছর এক অত্যাচার সম্মিলিত কাঁপে
মুখ-ফেরানোর শাস্ত, চুলের বিকেল আর
সঞ্চারিত অরব আলোর দেশ— নীরবতা অস্বীকৃতি
মূর্ত সমারোহে দ্যুতি, নিবিষ্ট সকালে
চুপি-চুপি শব্দ না-ক'রেই আমি খুলবো ম্লান খিড়কির দুয়ার।

তেপান্তর

পথের দু-পাশে ফুল দেখেছিলে, রাত্রি অন্ধকার দেখেছিলে
সবুজ পাতার প্রতিবাদে উন্মোচিত জ্যোৎস্না তেপান্তর
আর অনিবার্য নদী অনাশ্রয়ী নীলে।
বিকৃতি কখনো নয়, পরিণত উপস্থিতি নির্মিত প্রহর।
স্থির গাছ : জলের ভিতরে নারী ছন্দোময় নন্দিত প্রমায়।

এক স্বাভাবিক আর রক্তিম প্রেরণা তবু বিকেলবেলায়
বড়ো বাড়িটার ছাদে কেন ?
মেঘের রেখায় ছবি দেখো : অবিকল সেই মুখ, অভিমানী পিঠের বঙ্কিমা
যেন সে প্রত্যক্ষ এক প্রতিবাদ দুর্বল তরঙ্গ শিখা যেন।
ঘরে ফিরে চারদেয়ালের ছবি রাজারকুমার।

এবং স্পন্দিত জানলা একবার খোলা আর আন্তরিক রুদ্ধ বারবার।
অব্যক্ত গুহার থেকে হীরার অদৃশ্য স্বদুরিমা
মূক সম্মিলনে যেন সাতসমুদ্রের দ্রুত ময়ূরপঙ্খির আবির্ভাব।
বুঝিবা অরণ্য তার পাতা ঝরাবার শব্দ, পাতা কাঁপাবার শব্দ,
হাওয়ার কিশোর শব্দ আলো-অন্ধকারে দিঘি, ভোরবেলা।
অরববিস্মৃতি নয় শান্ত রূপান্তর নীল অন্তরাল উজ্জ্বল স্বভাব।

একটি তন্ময় আর মাটির উঠোন আর বকুল ছড়ানো
স্পন্দিত সুদূর কিন্তু সে কি ভয় পায় সেই বড়ো চোখ প্রেমিকা নির্জন !
কোথায় বৃষ্টির মতো শব্দ হয় ? দ্বিতীয় ভুবন আর বিস্তৃত হারানো
সারাদিন সমগ্র সময় কাঁপে আলোকিত সান্দ্র উন্মোচন।
তোমাকে মিশিয়েছি নীল পাহাড়ের প্লাবিত সন্ধ্যায়
সম্মানিত ; বলো, দেখো, নীল সমন্বিত আর
রাত্রি তেপান্তর দূর রহস্য বালির বিকিরণ।

উন্মোচিত জ্যোৎস্নায়

মাঝে-মাঝে এক সঙ্গে ঝলমল করে। খয়েরী রঙের বাড়ি
জানলার বেলোয়ারী কাচ, খাঁচার পাখিটা।
বৃষ্টি থেমে গেছে অল্প আগে। নতুন বন্ধুর মুখ তা-ও
যেন সেই কৃষ্ণগাছ তার তলায় বিবাদ করবে ব'লে এলো

ফুল নিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকো তো স্থির ফুটপাথে, কোন দিকে যাও ?
না-চাইতেই জ্ব'লে ওঠে যে-আকাশ তাকে মগ্ন জ্বেলো।

যেন সে বধির এক প্রিয়া। যতো তিরস্কার করো
কিছু সে বলে না। আর সবসময় পাশাপাশি থাকে।
অন্য প্রেমিকার সঙ্গে ভালোবাসার কথা বলো, ঘরে
অন্য প্রেমিকাকে আনো— কিছু সে বলে না। জানে আঁকে
ভালোবাসা একবার একটি মাত্র ছবি। অন্য সব ছবি
হৃদয়ের রঙ তো পায় না। হৃদয়ের রঙ
একবার ব্যবহৃত হ'তে পারে। একবার সরল প্রহরে।

কিন্তু কী স্পষ্ট দেখো দাঁড়িয়ে আছে দোতলার বারান্দায়
ঘুর্ণিফলগাছটার পাশে, একটুও ময়লা হয়নি শাড়ি।
দরজা তো খোলাই আছে কিন্তু তুমি বিবর্ণ লজ্জায়
নাকি সে উজ্জ্বল ঝড় প্রতিদ্বন্দ্বী তীক্ষ্ণ তরবারি
তুলেছিলো— সেই কথা স্মরণে রেখেছো।
বেশিক্ষণ বসতে তো বলবে না তুমি এক মুহূর্ত যাও
আকাশ জ্বালিয়ো অনায়াসে প্রণয়ের চূড়ায়-চূড়ায়।
মুহূর্ত পরেই সে তো বটগাছটার সঙ্গলীনা।

বকুলতলা

গাছ-ফুল-পাখি-মেঘ তোমাদের ঘরে
আমাকে বসতে দেবে ?
একদিন ছিলুম আমি তোমাদের ঘরে।
ভালো ক'রে দেখবো বলে বেরিয়ে এসেছিলুম

তোমাদের ঘর আর ঘরের কী রঙ
যার মধ্যে থাকতে পারে অতখানি বিস্তৃতবিশ্রাম!
উত্তরে গিয়েছি আর পুবদিকে দক্ষিণে এবং
পশ্চিম দিকেও এক-ই বড়ো-বড়ো উপদেশ কেবল।
সময় শিখেছে এক পদ্ধতিকে, পদ্ধতির ব্যবহার
নদীর জলের মতো হয়নি অমল।
চৈতালী হাওয়ার রঙ্গে ঘুরেছে ঘুরেছে আর অন্ধ চীৎকার।
বকুলতলায় এসে পুরোনো গন্ধের মতো দাবি,
আতত হৃদয় এক অখণ্ড নীরব
বুকের আসন নাকি মেলে দেয় স্নেহের সম্ভার?

বিদেশী মাঠ

মাঠে-ভরা জ্যোৎস্নায় ঘুমিয়ে রয়েছো নাকি ঘুমোনো নিবিড় এক ভান?
যদি জোরে ডেকে উঠি, যদি ঝরাপাতাগুলো দু-পায়ে মাড়াই
কান্নার করুণ ধ্বনি কাঁপে তবে জেগে উঠবে, সুন্দরী পাষাণ!
আমি তো চলেই যাবো তারপর ওই রূপ দেখবে কোন জন?
কৃপণের ব্যবহারে সুললিত ঢেকে রাখো রহস্যের দুই বুক— নন্দিত সম্মান।

ফিরে যেতে-যেতে ভাবি সে কোন প্রেমিক যার দৃষ্টির উত্তাপে তুমি
হ'তে পারো সহসা উন্মন?

হাওয়ার জানলা

যখন সকাল হবে ফুলের বাগানে আমি যাবো
ফুল তুলবো না কোনো, দেখবো শুধু ফুলের বাহার।

খুব শান্ত হয়ে হাঁটবো ঘাসের উপরে একা
গভীর নীরবে স্থির ছবি দেখতে পাবো।
নদীতে অজস্র জল চারিদিক অন্ধকার
স্পষ্ট ছবি আঁকবার ইচ্ছায় সর্পিল ভাষা শেখা।
ওদিকে হাওয়ার জানলা অভিমানী। ফিরে গিয়ে নিবিড় হারাবো

বর্ষার সন্ধ্যার নীল প্রবাহিত পাখির সংসার।

নীল বাড়িটার পারে

নীল বাড়িটার পারে কারা থাকে, এখনো জানিনি।
আকাশ ওখানে দেখো লুটিয়ে পড়েছে।
আকাশের দেশে আমি কখনো যাইনি
জানলায়-জানলায় শুধু রাত্রিদিন উন্মুখর হাওয়া
অসীম প্রদীপ নীল স্বাগত জ্বেলেছে।
আনত বিকেলবেলা কোনখানে নন্দিত মিশেছে
সুদূর আলোর দেশে!' গহিন নদীর পারে একা
কবে যে ছিলুম আমি ফিরে যেতে কখনো পারিনি

সেই পাখি

বাড়ি ফিরবার আগে রোজ পথ ভুল হয়ে যায়।
কখন সহজ আমি অন্যমন পুরোনো বাগানে
গিয়ে বসি। চারিদিকে স্পষ্টতার মতো মমতায়
কৃষ্ণচূড়া জ্ব'লে ওঠে। দেখি সেই পাখি

সবুজ ঘাসের বুকে সচ্ছল আনন্দ। সেই পাখি
আজ থেকে একুশ বছর আগে আমার জানলায়
উড়ে এসে বসেছিলো, উড়ে দূরে চলে গিয়েছিলো।
এখনো মৌলিক ভোরে শিশিরের শান্তি মাখে গায়

অন্যায় নির্জন

চীৎকার ভীষণ নয়, অরব আঁধার
সারাদিন।
মাঝরাতে বটগাছটার নিচে ঘুম ভেঙে যায়।
অভ্যস্ত বিষাদে আর তোমাদের ঋণ
এক অপার্থিব কথা অথচ জোনাকি যেন নিস্প্রাণ হাওয়ায়

নন্দিত বিস্তৃতি স্থির বিকেলবেলার পুবদিকের আকাশ।
ভোর হবে তার আগে আমি
গ্রামসীমাটুকু পার হবো ; প্রান্তরের মুগ্ধ অবকাশ
দোপাটি ফুলের গাছ, কৃষ্ণকলি, কিছু মনে নেই।
এবং তোমরা যারা কেঁদে ওঠো, চীৎকার নয়—
না-হওয়ার বোধ ঘরে-ঘরে, সাহজিক হাঁটা
স্রোতের মতন অবিকল। কোনখানে অরক্ত বিস্ময় ?
স্পষ্ট ছবি ভেঙে যায়, ছবি এক মাটির দেয়াল রুগ্ন ফাটা।

তোমাদের সমারোহ বিসর্জন পশ্চিম আকাশ
আমি তার থেকে দূরে।
প্রান্তরের শেষে ওই তাল ও খেজুরগাছ স্পন্দিত আশ্বাস,
ওর পারে দিঘি আছে, নীল ফুল, সঞ্চারিত আলো,
আমার পথের জ্যোৎস্না তবু কেন অন্যায় নির্জন !

তোমরা এক স্থবির পাহাড় আর সপ্রতিভ দাবি, প্রবাহিত কালো।
ভালোবাসা, মনে রেখো, আমার বুকের মধ্যে আজো সমর্থন।

স্বতঃস্ফূর্ত অন্যমন, পরিণতি কাজের বিচার।
মেঘের ছায়ায় শান্ত হেঁটে-যাওয়া বালির বিশ্রামে
সুন্দর, পোড়াও কেন লাল মোম-জ্বালা ঘরে, এ শুধু তোমার
অকারণ প্রতিশোধ। আমি কিন্তু কখনো করিনি প্রেম তার হীন অসম্মান,
সকলের নাম জানি, একদিন ডাক দেবো সকলের নামে
নীরব ভাষায়। আমার গ্রামের ঠিক মাঝখানে আশ্চর্য সকালে
প্রান্তরের ওপারের ফুল নিয়ে যেদিন দাঁড়াবো,
স্থির কেন্দ্রে শুভ্র এক প্রতিটি হৃদয়ে শান্তি আরো সৌন্দর্যের গান।

আলিঙ্গন

শালগাছ্ ঋজু নেচে ওঠে খর হাওয়ায়
প্রকাণ্ড স্থির আকাশ।
প্রিয়তমা, দেখো কেউ আমাদের অন্বেষণে
আসে না। সুশীল পাতা উড়ে যায়।
অথচ পালিয়ে এসেছি।

প্রিয়তমা, দেখো কেউ আমাদের বরণডালার
অভ্যর্থনা আনেনি।
প্রকাণ্ড স্থির আকাশ।
যদি বলি চলো স্নান ক'রে আসি, এখন জোয়ার
সুশীতল জল। বারণ করবে।

সহজ রাত্রি সমাগত ধুলো রূঢ় স্তব্ধতা—
মা বাবা ছিলেন, আসবে না কেউ।
প্রকাণ্ড স্থির আকাশ।
ওই যে দূরের ঘর ওইখানে প্রবীণা মমতা
কেউ নেই। যদি অন্তত শাঁখ বাজাতেন!
বিস্মৃত বাড়ি ঘর-দোর ম্লান দূরের কুটির—
আমরা দু-জন শালগাছটার অন্ধকারের
মৃত্যুতে দৃঢ় অন্ধ স্থবির আলিঙ্গন।

অশথগাছ

বাগানে যাবার পথে বড়ো এক অশথগাছের
অন্ধকার।
ভালোবাসা, বাগানে রয়েছো বসে জানি, লাল শাড়ি পরে আছো জানি।
পথ ভুল করবো না, দুই হাত সম্পূর্ণ সত্তার
আজো দেবো। দু-জনে তুলবো ফুল সাজাবো সম্ভ্রান্ত ফুলদানি।
উজ্জ্বল বিকেলবেলা স্বাভাবিক, সন্ধ্যা হলে আরো স্বাভাবিক
আমাদের দু-জনের আলোকিত সম্পন্ন বিছানা।
হয়তো বৃষ্টির সান্দ্র, হয়তো হাওয়ার দ্রুত, রাত্রিবেলা
অদূর অশথগাছ থরতায় নিমগ্ন অলীক।

জানলা খুললেই স্পষ্ট সমস্ত জীবন যেন সমস্ত সময়
তন্ময়তা, বিমূর্ত একেলা।
রক্তিম সহজপাতা দুলে ওঠে, আকাশের আত্মীয়তা, সুস্থ সমন্বয়
নিচের গভীর তীব্র অন্ধকার! ভালোবাসা তোমার মুখের
বাঁ দিকের চুল কেন নেমে এলো চোখের উপর।

এই তো রাত্রির শুরু কেন ঘুম আসে আমাদের
কেন পর্দা কেঁপে ওঠে অনাশ্রয়ী মগ্ন উন্মুখর।

অথচ বিকেলবেলা আলো ছিলো, বাগানে গোলাপফুল ছিলো
তুমি তো পাতার অনাবিল।
পাখির সার্থক শ্রম চোখের তারায়। আমি কি বাইরে যাবো—
উঁচু-নিচু মাটির বিস্তৃতি আর সন্নিহিত মৌলিক নিখিল।
ছাদের উপরে তুমি উঠে যাবে? আমি স্তব্ধ নিঃসীম হারাবো—
অন্তরাল প্রথম প্রভায়।
একটি প্রান্তর আর অপর প্রান্তর, দুঃখলীন দিগন্ত স্বাধীন
বিবিক্ত বিচ্ছিন্ন চেতনায়।

তুমি কি মুখর হেসে ওঠো সহসা বিকীর্ণ ফুলদানি
দুইটি গোলাপ যেন দুই হাত।
প্লাবিত শরৎকাল আলিঙ্গনে, আনন্দিত ঘন রৌদ্র আনি।
কে ভাবে অশথগাছ কোনখানে! কখন সকাল হবে
আমরা দু-জনে যাবো শিউলি কুড়োতে, বিকশিত অর্পিত প্রভাত
আমাদের। কতো স্বাভাবিক, আরো স্বাভাবিক উচ্ছলিত মত্ত কলরবে
দু-জনের ছুটে যাওয়া নদীর বালিতে, সেই বালির পাহাড়
উপরে উঠলে দেখা যাবে গ্রাম, গ্রামের ভিতর
একরাশ বুনোতুলসী, লঙ্কাজবা— কেন অন্ধকার!

ফণিমনসার ফুল

অশুভ ফুলের জন্ম আবার হয়েছে। দেখো নীল স্পর্ধিত সুন্দর
অত্যন্ত বিকেলবেলা আমি স্থির
বাগানে প্রগাঢ়। যেন সম্মোহন যেন সাহজিক নন্দিত প্রখর।

উজ্জ্বলতা— আঁখির কটাক্ষ বড়ো আকাশের কৌতুকী নিবিড়—
সার্থকতা দুই চোখ মেলে দেখি।

অপরাজিতার ভীরু সবুজ পাতায় সর্বনাশ কাঁপছে কি?
এই স্বাভাবিক, ফণিমনসার ফুল আবার এসেছে—
একাধিক অভিজ্ঞতা। মৃত্যুর অমোঘ পীত হিজলের সংহত আঁধার,
কাক,— মূঢ় শব্দস্তূপ অন্তিম নিঃশব্দে রৌদ্র মেশে।
দোতলায় আমার প্রেমিকা গাঢ় অভ্যর্থনা, নতুন শাড়ির সমাহার।

আমার প্রেমিকা তাকে উপহার দেবো ফুল, ফণিমনসার ফুল।
রক্তের নিভৃতে বিষ হিংস্র ক্রূর সঞ্চারিত হবে,
বিকট দানবী রূঢ় হেসে উঠে খুলে দেবে বন্য রক্ত চুল।
সব-ই পূর্বপরিচিত। মোহিনী বিস্ময়! একি, পাপড়িতে রেখেছি যেই হাত
সহসা অরক্ত কেন! প্রথম অরক্ত কেন? অশ্রু কেন? প্রতিবাদ
বৈশাখী নীরবে!

রৌদ্র

মেয়েটির হার্দ্য উচ্চারণ কোনোদিন উত্তর পায়নি।
'বলো কী ভাবছো তুমি?' যন্ত্রণা বেদনা নির্বুদ্ধিতা।
কিন্তু চুম্বন কতো অনায়াস দিয়েছিলে। 'যখন সকাল হবে
ফিরে আসবো।' কতো সহজেই বলেছিলে। সজল বিনীতা
চোখে রৌদ্র এনেছিলো, বেলফুল ফুটেছিলো, মুগ্ধ কলরবে
পাতা ন'ড়ে উঠেছিলো। পথের বাঁকের কাছে
শ্রদ্ধেয় তোমাকে গতি অভ্যর্থনা মালা দিয়েছিলো।

গাঢ় রঙ শাড়ি কেন বিস্মরণ? স্বাভাবিক অমিত বিশ্বাসে
আমি শুভ্র সমারোহ দেখো, ঘরে নীল আলো জ্বালা দেখো।

সবুজ পাতাকে ডাকো তোমার বাহুতে, অনিন্দিত সম্পূর্ণ ফাল্গুনী—
মুখে ধু-ধু চৈত্রকে জেলো না।
সোনার গহনা কই, কই সেই ভুরুর বঙ্কিম রেখা আঁকো ?
আস্থির বিকেলবেলা নম্রতা বিশ্রামহীন পাপড়ি ঝরার শব্দ শুনি।
অনর্থক পরিশ্রম, ভ্রান্ত ধুলো, রুগ্ন আলোচনা।

অশ্রুজলরেখা রাত্রি নদী নীল পাহাড় স্মরণপূর্ণ বাণী।
চুম্বন নেয়নি—রৌদ্র পলাশ মন্দার কৃষ্ণচূড়া
স্তব্ধ চুল তীব্রতায়, ফিরে-তাকানোর আলো, নিঃস্ব কানাকানি—
এতো বড়ো পরাজয় !
মহিমা, নিস্তব্ধ এক স্পর্ধিত বাগান রক্ত দুপুরবেলার
সর্বত্র গোলাপ, রূঢ় স্থলপদ্ম, প্রতিবাদ মূক দ্যুতিময়—
বিরুদ্ধ শিরীষগাছ অবহিত সম্মুখে আমার।

বাড়ির পিছনে

বাড়ির পিছনে বড়ো গাছ। বাড়ির পিছন দিকে কোনো জানলা নেই।
সারাদিন বাড়ির পিছনে বড়ো গাছ।
বারান্দার গরম রোদ্দুর তুমি শীতকালে মগ্ন আসবেই
টবের প্রসন্ন ফুল তোমাদের ভালোবাসা আকাশের প্রতিষ্ঠ বিশ্বাস
এই সব নিয়ে আমি আছি।

মাঝে-মাঝে ঝড়ের উত্তাপে তীক্ষ্ণ, রূঢ় হিংসা এতো কাছাকাছি
বঙ্কিম ভুরুর রক্ত ঠোঁটের বিদ্যুৎ।
আমি অন্যমন থাকি, দেয়ালে সম্পন্ন ছবি অবিরল শুভ্র হাতে আঁকা।
একদিন দুইটি ফলের প্রত্যাশায় বাড়ির পিছনে—অবজ্ঞাত বিশুষ্ক হলুদ
দিয়েছিলে। হাজার ফলের গাছ ঘরের ভিতর নির্নিমেষ আন্তরিক শাখা

নির্মূল করবো না। তুমি থাকো, স্বার্থপর কুটিল ভ্রূকুটি
দীর্ঘ ব্যাপ্ত আবরণে।
কামুক আঁধার চাও অবনত প্রার্থীর ভূমিকা? অবিরল ছুটি—
সোনালী আলোয় আমি সব পাখি ঘরের ভিতর
এনেছি। কাকলী নীরব অন্ধকারে করুণ প্রণতি, কার ছায়া
দীন অন্ধ দুটি ফল— জরতী আশ্লেষ একি প্রস্তাব নির্জনে!

বটগাছ

একতলার সিঁড়ির নিচের অন্ধকার, আমি পাশ দিয়ে চলে যাবো
তুমি প্রতিশ্রুতি মনে রেখো, তুমি উজ্জ্বল হয়ো না।
আমি আজ মগ্ন উজ্জ্বলতা, ঘরের দেয়াল ভ'রে আমি
রেখেছি নতুন ছবি। ছবির ধ্যানের মগ্ন সংহত প্রার্থনা
বৃষ্টির রাত্রির মতো, চৈত্রের মাঠের মতো শিখা।*
চৈত্রের পাতার কান্না ঝরাপাতা মরাপাতা তাকে তুমি আবার এনো না।
কী ভীষণ ভয় করে। পুরোনো ছবিটা জানি সহজ নিয়মে
তোমার শীতল কোণে কাঠকয়লার সঙ্গে আছে।
আর সেই ছেঁড়া বই প্রেমের কবিতা যদি সহসা বিদ্যুৎ
একটি হলুদ পাতা যদি জ্বলে ওঠে যদি সমুদ্রের প্রখর সন্তাষে
অতর্কিত খানখান হয়ে যায় অবিচল, সময়ের দূত
দুই হাতে মুখ ঢেকে অন্ধকার— তোমার উজ্জ্বলে
আরো অন্ধকার। দ্রুত নিবে যাবে শিখা
এবং পুরোনো ছবি ভাঙা ফ্রেমে কঙ্কালের মতো রূঢ়
প্রেতের বিদীর্ণ কণ্ঠে বটগাছ, অন্ধ কোলাহলে।

পরিণয়

আগেকার মতো অতো দৌড়ে হেঁটো না। এখন তো আর
জামা-পরা বালিকা নও। এখন শাড়িতে
পা আটকে যেতে পারে। তোমাকে দেখবার
জন্যে যে দিঘল স্রোত পাড়ে আছড়ে পড়ে তাকে দেখতে দাও। দেখো
চারিদিকে বড়ো-বড়ো চোখ সব তোমাকে দেখতে চায়।
তুমি অতো দ্রুত গেলে হবে না তো।

আমিও সমস্ত ধেনু প্রথম দিনের মার কাছে
ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি সোনার মুকুট পরে এবার এসেছি।
এসো আমরা দুইজনে পাশাপাশি মগ্ন অবকাশে
আবছা নদীর তীরে কথা বলি।

সেদিন তো নদীর ভাষা বুঝতে পারোনি। কিংবা সেদিন
একবারো নদীর দিকে ফিরেও চাওনি।
অবশ্য নদীর ভাষা সেইদিন এমন প্রেমিক
ছিলো না। চারিদিকে কী রকম আলো দেখো
আম কুড়োবার গন্ধ একেবারে নয়। বৈশাখী ঝড়ের
মধ্যে যেন ফুলে-ওঠা সংহতির অশথ কি আম জাম গাছ।

অনিকেত

এই যে সম্পন্ন ফুল কোনখানে কুঁড়ি ছিলো, কোনখানে গাছ ?
সারাদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে যেন।
ঈশ্বর, তোমার মতো একা, অন্যমন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
বিকশিত হয়ে আছি। অথচ প্রণত হাওয়া কোন লাল বারান্দার সাদা !
তুমিও কি এ-রকম ভেবেছো কখনো ?

আমার শরীর ভ'রে ছায়া নামে। আমি বেশ বড়ো ঘরে আছি।
ওই তো দেবদূত জানি কাল ভোরবেলা শান্ত উঠে
আবার একটি ফুল পাবো, সে আমাকে দেবে, আমি তাকে ভালোবাসি।
কবে যে আমরা পরিচিত! কোন পার্কের ধারে, বড়ো রাস্তার দ্রুত বাঁকে
মনে-ই পড়ে না। তবু খর আলো নাকি নীল ঘাস? ভাবি, যাবো একছুটে?

কিছু কি সম্ভব হয় সহসা? আমার চিন্তা কাঁপে।
ঈশ্বর তোমার মতো আমিও নন্দিত, উদ্ভাসিত একটি দিঘির।
বিমূর্ত সৌরভী ফুল, গন্ধ আলো একান্ত সংলাপে
আমার প্রিয়ার মতো। এই সব সার্থকতা, সম্পূর্ণতা, তবু কেন কেন
অভিমানী বেলাশেষ, মেঘের আনম্র আলো, অনিকেত মলিন নদীর।

স্বর্গ কোনদিকে ভাবি

স্বর্গ কোনদিকে ভাবি। ঈশ্বর আছেন ওই বাজারের পাশের ডুমুর
গাছটার নিচে। সকলেই হাত পেতে পয়সা নেয়।
আমিও নিয়েছিলুম যেন অন্ধ এক। অকম্পিত বিষাদের সুর।
ভাবি প্রশ্ন করি দূর পথের বন্ধুকে, ভয় আনে অনাত্মীয় মুখের আড়াল
অথচ নিশ্চয় জানি যে-কোনো একটি লোক মুহূর্তেই সব বলে দেয়।

সারাদিন ঘরের আকাশে সাদা মেঘ ওড়ে। কী ক'রে যে যাবো
একটি লোকের কাছে। শান্ত স্পষ্ট শোনা
মাঠের উপরে ভ্রান্ত ধুলো ওড়ে, বিগত জন্মের যেন, কোথায় হারাবো?
একটি মুদ্রাও আমি ব্যয় করিনি তো, সঞ্চিত সম্পদ রাত্রি কঠিন কামনা
কোন বিনিময়ে আলো? সংবেদনী তীব্র অন্তরাল।

এক মুহূর্তেই হয়। কেন যে হবে না দেখো নিবিড় সকাল
আমাকে স্বর্গের দেশে নিয়ে যেতে পারে। ফুল-ফল নিমগ্ন প্রহর
প্রার্থনা অথবা দুই হাত ধরা ভালোবাসা। আমি
ম্লান জ্যোৎস্না বিবর্ণ নীরব দেখি, শঙ্কিত অন্তর
ঘরের দেয়ালে রুগ্ন মোমবাতি জ্বলে, মোমবাতি জ্বলে, আলো
ভয়ার্ত বাদামী।

ভয়

মা জানো, খেলার মাঠে ছবির খাতাটা আমি
হারিয়ে ফেলেছি। চারিদিকে কতো খুঁজলাম
বকুলগাছটার নিচে অশথগাছটার নিচে। তারপর
ওরা সব চলে গেলো, অন্ধকার হয়ে এলো, আমি
ফিরে আসবার পথে কান্না এক কী ভীষণ ভয়!
মা জানো, এখনি যেতে ইচ্ছে হয় দুরন্ত বাহিরে—
আমি যে একটি গাছ এঁকেছিলুম, একটি আকাশ
মাঠে বড়ো-বড়ো গাছ— আকাশের নিচে
আমার ছবিটা মা যে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠবে।

অন্তরালে

হয়তো সেই শুকসারী ছাদের উপরে এসেছিলো।
সেই মুহূর্তেই যদি দরজা খুলতে তবে
তারা বলে দিতো ঠিক পুব না উত্তরে যেতে হবে।
ছাদের কার্নিশে দুইজনে
তোমার অপেক্ষা ক'রে ক্লান্ত খুব দুঃখ পেয়েছিলো

অন্যদিকে বিশাল নির্জনে
তখন-ই দস্যুর চোখ রাজকুমারীর সে-প্রাসাদ
দাউ দাউ আগুনে পুড়িয়েছিলো।

হয়তো পুড়িয়েছিলো রাজকুমারীর সে-প্রাসাদ

ফিরে গিয়ে

মার কাছে ফিয়ে গিয়ে তাকে সব কাহিনী শোনাবো—
কী হয়েছে সারা পথে, কোন দেবদূত এসেছিলো
আর কী দানব মস্ত— যবে ফিরে যাবো।
আলগা রোদ্দুর থেকে বিকেলের রথ
সমস্ত মেঘের রঙ চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো।
অন্য রঙ তারা পেয়েছে কি ?
চুরি হ'তে পারা সে যে কী ভীষণ লাভ কেউ বুঝেছে কি ?

তবু আরো যারা ছিলো তারা খুব ভালো।
আমাকে নিয়েছে ডেকে, নিয়েছি তাদের-ই সঙ্গ, এই সব কথা
রোজ মনে-মনে ভাবি, দেখা হলে বলবো, কতো আলো !

সকলেই খুব ভালো কিন্তু যারা আরো বেশি রঙিন সুন্দর
কোনোদিন দেখিনি যে তাদের সে ঘর।

বাড়ি

এখন বৃষ্টির পরে নির্মেঘ দুপুর, এখন পাখির উড়ে-যাওয়া,
কতো সহজের পাতা জলে ওঠে হীরকখণ্ডের অনুরূপ।

সম্পূর্ণ সংবাদ— দেখো আকাশের অফুরান, প্রান্তরের বিজন উজ্জ্বল,
প্রজাপতি, কালো ভ্রমরের ফুল, একাগ্র অমল নীল ধূপ :
গোপনে উঠেছে ফলে এই ফল ?

একদিন নিশ্চয়ই একটি বাড়ি ছিলো, খুব রৌদ্র ছিলো
নাকি উন্মুখর বৃষ্টি তামসী প্রখর।
জানলার দুইটি কপাট যেন প্রতিবাদ, কিশোর জিজ্ঞাসা—
স্রোতস্বিনী, আমার প্রেমিকা তুমি, মিলনের অবসর
এই ঘাটে ? দেখো নৌকো ভাসিয়েছে শুভকামনায় কারা—
জ্যোৎস্না, আশা।
স্পষ্ট মনে আছে ঘরে পরদা ভাসিয়ে হাওয়া দিলো।

আমি যদি জানলা বন্ধ করি তুমি তো আমার পাশাপাশি
পাহাড়ের পাশে দূর অরণ্যের সমান্তরাল।
স্বাভাবিক ভালোবাসা, দেখো আমি আছি
কিন্তু এই পাতা এই পাখি এই নির্মেঘ দুপুর
এই ফল ঘাসের উপরে— আমি কিছুতেই প্রস্ফুটিত লাল
আলমারির ভিতরে রাখবো না।

নাকি অভিশাপ ? আমি তোমার শরীর ভালোবাসি, তোমার প্রেমের
মহিমা জানিনি। কতোবার স্বতঃস্ফূর্ত দুই হাত অর্পিত আকাশ,
রোদ-বৃষ্টি, দালানের নিবিড় সকাল, আরো প্রসন্ন মেঘের
নিমীলতা— প্রেমিক সংরাগে তারা শাশ্বত চিত্রের অবকাশ
প্রবাহিত জালে। স্রোতস্বিনী, দেখো ওরা ছাদের কার্নিশ ধ'রে ঝুঁকে
শুভ্র স্থির নিজের বাড়িকে কিন্তু করেনি করেনি অবিশ্বাস।

রাত্রির পাহাড়

প্রপিতামহের নীল গানের খাতাটা আমি
সারাদিন পড়ি। হলুদ দেরাজ খুলে কিংবা না খুলেও
মনে-মনে। যখনই স্পন্দিত মগ্ন পথের বিশ্রামে এসে থামি।
আর স্পষ্ট কাঁপে এক সম্পূর্ণ বিকেল দূর অন্যমন প্রান্তর স্থিরতা
প্রপিতামহের গান, ভালোবাসবার গান, আকাশের রেখা
আর ক্লান্ত রিক্ত মুখ অন্তরাল মূক নির্নিমেষ
আর এক প্রেমিকার না-থাকার নিস্পন্দ দুপুর।
সমস্ত পথের ছবি, জানালার ছবি, প্রশান্ত অমোঘ
নিয়মে স্বচ্ছন্দ দ্রুত, প্রপিতামহের গান বাজে
নন্দিত আমার দিনে সাহজিক স্রোত সমাহার।
নদী শান্ত জ্যোতির্ময় এক গোলাপের নত আতপ্ত সলাজে
সময়, গোধলিনীল সঞ্চারিত, অনিকেত রাত্রির পাহাড়।

অভিসার

আমি বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করবো একা-একা
পাত্রী ওই গাছ.ওই পাখি ওই নারী।
বিস্তৃত দুপুরবেলা সানাই বেজেছে। মালা স্পন্দিত অদেখা।
জলের সহজ, দেখো, সব গাছ পাখি সব নারী
আমার প্রেমিকা আর অচেনা বাড়িটা তার ভিতরের প্রতিটি বেদনা।

যখন-ই ঝরেছে ফুল মুখ তুলে তাকিয়েছি, কখনো মানবো না
সে আমার জন্যে নয়। যে ছবি এঁকেছি
প্রথম মিলনলগ্ন মনে রেখে, প্রেমিকাকে আবশ্যিক দূর দেশান্তরে
ভুলে গিয়ে— আজ তো আকাশে তাকে স্পষ্ট ক'রে টাঙিয়ে রেখেছি।
আনন্দ আমার যেন মাঘের শিরীষ কেঁপে ওঠে সংহতির
শব্দিত নির্ঝরে।

আমাকে সবাই ভালোবাসে, আমি তো তা জানি, নন্দিত উৎসব
হাওয়ায়-হাওয়ায় সান্দ্র শিখা নীল সমস্ত সময়
লাল বেনারসী আর চন্দনরঞ্জিত মুখে লজ্জিত নীরব।
আমি মনে-মনে ভাবি, আমি স্পষ্ট জানি এক রাত্রি অভিসার
আমার-ই বাসরশয্যা লক্ষ করে, স্বপ্ন এক সমুদ্র নির্ভয়।

সচ্ছল সোপান

ওই যে পাখিটা উড়ে গেলো ওকে আমি পাখি বলে চিনি।
ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেছে
কতদিন পরে। নিমগ্ন সবুজ গাছ, পাতা নড়ে, এমন জানিনি।
ভালোবাসা, তুমি কি নিজেই মুখ ঢেকে রেখেছিলে, নাকি আজ
সময় এসেছে
তোমার দু-হাত হাতে তুলে নেবো।

চুল না-আঁচড়িয়ে আমি একছুটে যাবো, তোমার দুই পা ভ'রে দেবো
সঞ্চিত আনন্দে। আনন্দ আমার এতদিন।
কোন অন্ধকারে শান্ত শিশির ঝরার মতো মগ্ন বিকশিত :
তীব্র সমারোহ দেখো, প্রান্তর আকাশ দেখো, মেঘের রঙিন।
যেন প্রতিশ্রুত যেন অর্পিত হৃদয় সাহজিক দ্রুত উন্মোচিত।

তুমি নিজে ছুটে আসো, আমার আশ্চর্য— তুমি আগে কাছে এলে।
আমরা দু-জন পাশাপাশি দুইটি হাতের ঐকতান—
সমস্ত আকাশ মূর্ত স্বরের প্লাবিত, কোন হিরণ্ময় শিখা জ্বেলে
নিবিড় জলের দীপ্তি জলের মতন ক'রে রাখো।
শিউলি ঝরেছে আমি স্পষ্ট দেখি, লাল ধুলো, ফড়িং
সবুজ রঙ, স্থলপদ্ম : সচ্ছল সোপান।

রোমাঞ্চিত নদী

সমান মাপের গাছ কোনোদিন দেখিনি। অথচ
কতো গাছ দেখলুম।
প্রজাপতি, আমি ঘৃণা করি তোমাদের। সুস্থতার প্রয়োজনে
কুৎসিত রুগ্ন মাটি দু-হাতে মেখেছি। অরক্ত কুঙ্কুম।
ভাঙা ডালে কী ক'রে যে বসো!

মানবো না কিছুতে আমি কম পরিশ্রম করি। এই তো দুপুর
ওই তো বাদামগাছ, তার ছায়া, তবু
কিছুতেই বসবো না। কোথায় নিবিড় স্বর্গ তাকে স্থির খুঁজি
রাজার প্রাসাদ খুঁজি, স্বর্ণসিংহাসন খুঁজি, আত্মীয় সুদূর।
আমি খুব আনন্দিত পাহাড়ের যন্ত্রণায়, রাত্রির সংঘর্ষ স্তব্ধ বুঝি।

কী ক'রে বিবর্ণ ডালে একটি ফুলের ঘৃণ্য কৃপণতা মানো?
ভালোবাসো শীতের বাগান!
কল্পিত বসন্ত চোখে রাত্রিদিন, নিহত উদ্যম যতো নিপুণ সাজানো
আমার বিশ্বাস। বেদনা অপরিসীম জ্ব'লে ওঠে, আস্বাদ প্রবহমান
জ্ব'লে ওঠে রোমাঞ্চিত নদী
বিচ্ছিন্ন দুঃখের তবু বিস্তৃত গতির— এটুকুই আমার সম্মান।

হীরা

বাড়ি ছিলো দূরে। হেঁটে যেতে সারাদিন
পার হয়ে যেতো।
মাঠের পাশের পথ কাশবন ছড়ানো, রঙিন
মেঘের স্পন্দিত কারুকাজ। আরো পাখি ছিলো নীলসোনালী ডানার,
হাওয়া এলে সমস্ত মাঠটা নদী তেপান্তরে স্পষ্ট ব'হে যেতো।

দশটি ফুলের ইচ্ছা, প্রজাপতি দুরন্ত স্বাধীন—
এইসব ছবি দেখতাম।

বাগান পার না হতে,— শোনো শোনো দুপুরবেলায়
যখন হঠাৎ মেঘ ক'রে এলো
পথের পাশের বটগাছ যেন সেই ছোটোবেলাকার ছবি
নিঝুমপুরীর বাড়ি অসীম জ্যোৎস্নায়।
আরো ছবি ছিলো নদী মেলে দিয়েছিলো চুল কীর্ণ এলোমেলো।
সহসা কী আশ্চর্য, জানো, নতুন বাড়ির
দরজা খুলে দুইটি প্রণত চোখ কাছে ডাকলো, মনে আছে সবই।

সমস্ত গোধূলিবেলা এক-ই কথা। পথের বিস্ময়
তোমার দু-চোখে গাঢ় মধুর জ্বেলেছি।
'কী করলে যখন সেই ধুলোর ভীষণ, সক্ষম গাছের
অনাশ্রয়ীপ্রতিবাদ?' বাড়ি ফিরে জানলা খোলার আগে সহসা নীরব—
চারটি দেয়াল ব্যাপ্ত নিজস্ব আলোয়, চারদেয়ালের মূর্ত হীরা
হাতে নিয়ে তোমার বাড়িতে আমি, হীরা জ্বলে আহত গৌরব—
তোমার দু-হাতে দিতে অসহায় নির্বোধ ভুলেছি।

অন্ধকার উৎসব

একটি প্রদীপ এসে অন্য একটি প্রদীপের শিখা
জ্বালিয়ে দিলো। অন্ধকার মাঠের উপরে তারপর
সমস্ত আকাশভরা তারা, সমস্ত বাগানভরা ফুল
সমস্ত নদীর ব্যাপ্তি সম্মিলনে উপক্রমণিকা
সাজালো সমগ্র ছন্দে। অত্যন্ত বিশাল তবু অরক্তিম দৃষ্টির ওপার
একটি প্রস্তাবে মাত্র জ্বলে উঠলো সঞ্চারিত ঘনিষ্ঠ মর্মরে।

যেন সে নিবিড় চেনা নদী তার শান্ত দুই কূল
কিংবা সেই পাখি আর আকাশের মগ্ন পারাবার।
অন্ধকার মাঠে-মাঠে সারারাত্রি সুদূর উৎসব
পরিচিত উন্মোচনে সংহত আনন্দ নীল আত্মীয়তার

সারাদিন

ঈশ্বরের ঘর ওই দূরে আলো-জ্বালা।
অন্ধকার মাঠের ওপারে, অন্ধকার মাঠ পার হলে
সমৃদ্ধ ঘরের ছন্দ একান্ত নিরালা।
ঈশ্বরের আলো নয় কিন্তু লাল ঝুমকোলতা দোলে
এবং সকালবেলা সারাদিন স্পর্ধিত শপথ।
দেখবে একটি পাখি দুপুরের নোংরা উঠোন
হঠাৎ চমকে দেবে আলোকিত শান্ত উন্মোচনে।
ঈশ্বর বলেন কথা মাঝে-মাঝে, স্পন্দিত নির্জন
দুপুর বিকেল কিংবা সন্ধ্যায় এক-ই আকাশ
শিয়রে দাঁড়ায় যেন দোলনায় কেঁপে-ওঠা ছায়া।

রূপকাহিনী

রূপকাহিনীর গল্প মা তুমি কখনো শেষ ক'রো না।
ব'লো না সময় হলো ঘুমিয়ে পড়বার।
আমি আরো দূরে যাবো তেপান্তর পার হয়ে গহিন জ্যোৎস্নায়
সাদা শাড়ি-পরা মেয়ে যেখানে লুটিয়ে আছে মরুময় প্রান্তরের বুকে
দুঃখ-বেদনায়। আমি একটুও ভয় করবো না।

দু-পাশের বাঁশবনে যতো বৃষ্টি হোক যতো দস্যু লাল চোখ
পুরোনো গল্পকে যেন বিকেলবেলার সেই নদীর মতন মনে হয়,
যেন এক রহস্যের রাত্রির আকাশ কিংবা অন্ধকার মাঠের আলোক
যেন তাকে কোনোদিনই জানবো না। শুধু সাত সমুদ্রের
বিশাল বিস্ময়।
ময়ূরপঙ্খির নায়ে আমি সেই তরঙ্গের একাকী নাবিক
চিরদিন আরও দূরে চলে যাবো। আমি ঘুমিয়ে পড়বো না।

পথ

আকাশ আঁধার আর ওই দিকে
তুমি একটি পথ মেলে ধরো।
পথের শুরুতে দেবো লিখে
'প্রবেশ নিষেধ' যেন কেউ
ওই শান্তি নষ্ট না করে।

অবশ্য একলা আমি যাবো
শান্ত ও প্রণত জোড়করে।
অবিচারে ওরা মূর্তি ভাঙে,
মূর্তি গড়ে কিন্তু সে প্রস্তাবও
ভালো না-লাগায় অন্ধ ঝড়ে সব ভাঙে

শিল্পীর আঙুল

ঈশ্বর অথবা তার প্রেমিকার কথা ভাবছিলো। সারাদিন।
কিন্তু কেন একা ব'সে থাকে ?
যেতে পারে ফুলের বাগানে, যেতে পারে প্রেমিকার বাড়ি।

ঘর খুব অন্ধকার হলো, এক স্থবিরতা পীত বিবর্ণ সংলাপে
অথচ কী উজ্জ্বলতা মুখের রঙিন।

হেমন্তের নির্জন মহিমা সাদা কখনো মানিনি। কুঁড়ির স্পন্দন
রোজ ভোরবেলা দেখি।
রোজ আমি নদীর স্রোতের সমতায় প্রবাহিত মগ্ন অন্যমন
একটি ছবিকে দিতে শাশ্বত স্বরূপ। তবে কি বিকেলবেলা
আমি বাড়ি ফিরে যাবো ? নিমগ্ন ধ্যানের মন্ত্র চিরদিন আনতে
পারবে কি ?

অশ্রুত গানের চেয়ে সুরের তরঙ্গ বেশি ভালো ? আমি ভাবি।
মিলনী সংরাগ নাকি অস্বীকৃত রুক্ষ এলোচুল।
সন্ধ্যায় একটি পাখি গাছে নেই, অন্ধকার সপ্রতিভ চাবি !
অথচ কী সমারোহ দীর্ঘ ছায়াপথ দেখো আর্দ্রা জ্যেষ্ঠা
বার্ধক্য তবুও স্থির অস্তিত্বের ঘোষণায়। মৃত্যু অবরুদ্ধ আমি
হবো নাকি শিল্পীর আঙুল।

রাজপুত্র

বিপক্ষে ঈশ্বর তবু কিছুতেই হার মানবো না।
বিস্তৃত সাম্রাজ্য দেখো লাল ফুল, পাখি
পাখি দ্রুত ওড়ে, ফুল নড়ে ওঠে, প্রবাহিত স্বাভাবিক শোনা
হাওয়ার গতির নীল, সবুজ মাঠের দীপ্ত ওপারে নিমগ্ন ঘর আনন্দিত রাখী
সবকিছু জয় ক'রে নেবো।

সারাদিন নিবিড় তন্ময় এক, আলোকিত প্রতিশ্রুতি দেবো।
কী ক'রে ফুলের জন্ম দিতে হয় যদিও জানি না
এই বিচ্ছিন্নের ভোরে একটি স্থিরতা তবু উজ্জ্বলতা গতির নির্ভয়।

নদী টলে-ওঠা আলো পাতা কেঁপে-ওঠা স্বর স্বতঃস্ফূর্ত বীণা
পাবো একচ্ছত্র অধিকারে। শুভ্র আবির্ভাবে জানি নিশ্চিত বিজয়।

একটি পাখির ডানা তার কারুকাজ সেই দুরূহ শিল্পের
রহস্য আকাশ, তবু মেঘে বেলা ঘন হলে স্পষ্ট উচ্চারণ।
কিছুতেই হার মানবো না। দেখো ধরিত্রী প্রণত আলো অলৌকিক
আঁধারের

প্লাবিত সঙ্গীত যেন মন্ত্র, যেন রাজপুত্র শান্ত বিজয়ীর
কিশোর চোখের তাপ : রক্তের অমিত জলে স্বাভাবিক অনায়াস
মূর্ত সম্ভাষণ।

অস্বীকার

দেখবো গোলাপফুল ফুটে আছে, পরিচিত বাগানের ঘর
কিন্তু কোনো মালী নেই। বিকেলবেলায় ছিলো, পোষা
তিনটে বেড়াল ঘোরেফেরে, নেভানো উনুন, বারান্দার দড়ির উপর
ভিজে কাপড়ের নিস্পৃহতা। অরক্ত বেদনা
চিরদিন কোন অস্বীকার জ্বালো বিস্তৃত ডালায়? বকুল-বেলার অভিমান

আর প্রলোভন নেই যেন আকর্ষণ মনে হতো
একদিন! আজ স্বাভাবিক বাড়ি-ফেরা, সন্ধ্যায় সপ্রাণ
সিঁড়ির বিষাদে শুধু ছায়া নড়ে, কোথায় প্রান্তর ভ'রে ছায়া নড়ে
অন্তরালে বিশাল আঁধারে কোন ভ্রমরের মলিন আনত!
বেদনা, নিভৃতে চাও অস্বীকার? অবচ্ছিন্ন ঘরে?

যেন স্তব্ধ দুপুরবেলার শীত জানালার পাশের উঠোনে
আকন্দ ফুটেছে, ভীরু শালিকের দরিদ্র প্রয়াস।

সারাদিন সম্পূর্ণ সংসার স্থির কর্মরত, বিকেলবেলায় অকারণে
মেঘ হলো। বেদনা, এনেছো হীরা, অশ্রুজল, আর একবার যাবো?
দেখবো গোলাপফুল ফুটে আছে, মালতীলতার অনায়াস।

হলুদ পাখি

দেখেছি হলুদ পাখি আশ্চর্য গলার রঙ। শোনো শোনো
গাঢ় রোদে বাবলার গাছে
দুইটি ডালের ফাঁকে বসেছিলো— নিপুণ বানানো যেন কোনো
ছবির মতন। নিশ্চিত গৌরবে ঠোঁট তুলে
বলে দিলো আমি একা, সম্পূর্ণ বিরাম, অলীক নিশ্বাসে
জেগে উঠি, তোমাকে জাগাতে পারি সুদূর জ্যোৎস্নার এলোচুলে।

ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি, তুমি এসো প্রস্তুত হাওয়ার
দরজা খুলে দাও দ্রুত উঠে যাও তিনতলার ছাদে।
আমিও নিবিড় এক অনুগামী হবো— সংহত আবেগী অকৌশল
সিঁড়ির বাঁকের কাছে সমর্পণে বিদ্যুতের সপ্রাণ সত্তার
রচনা করবে। হলুদ পাখির কণ্ঠ নিঃস্ব অবিরল
বটের পাতার মৌনে সমন্বিত— প্রকৃতি নিস্পৃহ অবসাদে।

সারাদিন স্বপ্নের নিভৃতে গাঢ় জাগরণে বাবলার গাছ
দুটি চোখ সম্ভ্রান্ত নির্দেশ।
তোমার বাড়ির দরজা কেন তুমি বন্ধ ক'রে রাখো? দরজা যদি খোলো
হলুদ পাখির চোখ তোমার নয়নে কেন? প্রীত অনুচ্ছ্বাস
কাছে ডাকে— জ্যোৎস্নার দিঘির কণ্ঠ অকম্পিত নিলীন আবেশ।
আমাকে জাগাও কেন বসন্তের বিশুদ্ধ নিয়মে? স্থির সমারোহে
চোখ তোলো।

জাগ্রত জ্যোৎস্নায়

ঘরের ভিতরে কোনো জ্যোৎস্না নেই। বাইরে জাগ্রত জ্যোৎস্নায়
স্থলপদ্ম ফুটেছে ঘোষিত দীপ্তি, বাগানের গন্ধরাজ গাছ
বেলফুল শ্বেতকরবীর ছায়া অরচিত বিপুল ইচ্ছায়
উদ্ভাসিত নিহিত বিশ্রামে জাগে, স্বতঃস্ফূর্ত লীন অবকাশ।
ঘরের ভিতরে কোনো জ্যোৎস্না নেই। অন্ধকার অনন্য স্বাধীন
কোনো ছবি নেই, সাদা দেয়ালের বিরুদ্ধ প্রয়াস।
অকলুষ একাগ্র নয়নে মাত্র স্থলপদ্ম, বিবর্তিত শুভ্র অমলিন
তেপান্তর সাতসমুদ্রের একা রচিত সম্পূর্ণ কারুকাজ।
ঘরের ভিতরে কোনো জ্যোৎস্না নেই। একদিন ঘরের ভিতরে
আলো জ্বলেছিলো, ওরা এসেছিলো, স্থবির নির্বোধ কোলাহল
অবিচ্ছিন্ন উদ্ধত বাগানে আর নিয়মনিরুদ্ধ প্রীতস্বরে
গন্ধরাজ কেবল নিপুণ বিন্যাসের, বেলফুল বিনত শুভ্রতা।
ঘরের ভিতরে কোনো জ্যোৎস্না নেই। বিচ্ছিন্ন আঁধারে
সমস্ত বাগান নম্র মিশে যায় সুদূর সমুদ্রে অবিরল।

প্রাসাদ

বড়ো-বড়ো থামের সামর্থ্য রৌদ্র রাজপথ প্রশস্ত বিশ্বাস
সম্পন্ন ভিড়ের তীব্র রক্ত যেন উন্মুক্ত সোপান।
হয়তো আশ্চর্য তবু শোনো শারদীয় মন্ত্র, তোমার অমল অবকাশ
প্রার্থনার বিকৃত অসুস্থ ভাষা রুগ্ন মাটি কুৎসিত উঠোনে
হলুদ ফুলের পরিশ্রম— ছাইগাদা— বিক্ষত অধীর।
তবু স্বর, বিক্ষিপ্ত সংহত ধোঁয়া, তবু স্বর অসহ্য গোপনে।

মাটিকে মিশাই জলে ফুল আনি নতুন বীজের
অবারিত হাওয়া তবু প্রত্যক্ষ নিবিড় সেই প্রতিষ্ঠ প্রাসাদ
আর খর শহরের। প্রিয়তমা, অভিমান ক'রো না প্রাণের
স্রোতস্বিনী জানো। নিরন্তর যন্ত্রণা বিষাদ
আমিও কি পর্দা-ওড়া জানালার বিছানার মমতা আশ্রয়
সম্পূর্ণ বিস্মৃত! বুনো ফুল বিবর্ণ পাতার অর্ঘ্য নাও।

সিঁড়িটা সার্থক যায় পরিচিত দালানে নির্ভয়
রীতির প্রগতি, আমি সম্মানিত মাথা নত করি—
দালানের প্রপিতামহের ছবি বড়ো ঘর মুহূর্তে উধাও।
একটি আকাশ এক নীলিমার রহস্য অরব বিভাবরী
তাকে আমি শুধু চিনি, আমাকে সে নন্দিত রঙের কারুকাজে
ছন্দিত সাজায় এক সম্পূর্ণতা।

পাশাপাশি সার্থক প্রেমের লগ্ন প্রেম এক স্বতঃস্ফূর্ত উষা—
স্মৃতির উজ্জ্বল সান্দ্র। উঁচু-নীচু মাটির বিকৃতি হাওয়া ভীষণ আওয়াজে,
বিবিধ ফুলের রঙ নিরক্ত বিদেশ, দেখো মাঠ শেষ হলো
আর এক দেশের আরো প্রসারিত অমাবস্যা নিঃস্ব বেশভূষা,
দরিদ্র হাতের ভ্রান্তি। প্রিয়তমা,
দীপ্ত প্রাসাদের দ্বার নিবিড় বিশ্বাসে, মনে আজো রক্ত জলোজলো।

শিকড়

স্তূপীকৃত ইট-পাথরের অবহেলা। পরিশ্রান্ত কাণ্ডের উপর
শ্যাওলা জমেছে। আর রক্ত মাটি বিদীর্ণ ঘোষণা।

বলিষ্ঠ শিকড় যেন প্রতিজ্ঞার দীপ্ত। ম্লান সমস্ত প্রহর
একাগ্র ভাবনা— কোন হীরা-জ্বলা অন্ধকারে কীর্ণ সমারোহে
শিকড় নেমেছে? গ্রামে-গ্রামে এখন শরৎকাল
রৌদ্রের সম্পূর্ণ নদী মূর্ত অঙ্গীকারে যায় ব'হে।

কোনোদিকে আলোড়ন নেই। শান্ত হাওয়া হলো, সবুজ পাতার অন্তরালে
পরিপূর্ণ ফলের প্রশান্ত স্বাভাবিক।
অন্ধকারে রক্তিম উৎসবে মূর্ত বিদ্যুতি বৈশাখ, প্রতিষ্ঠ প্রবালে
একটি তন্ময় ধ্যান নির্নিমেষ। খড়ের চালের নম্রতার
স্বর্ণিল ধূসরে কোন অবসাদ, যেন অবসাদ যেন সপ্রাণ অলীক
যেন প্রতিবিম্ব সব উজ্জ্বলতা হেমন্ত আঁধার।

সপ্রতিভ একটি অস্তিত্ব গাঢ় জাগরণ, দ্যুতিময় সবুজ স্ফুরিত
ডালপালা স্পর্ধিত একক।
প্রতিটি শাখার হীরা আকাশের প্রান্তে উপনীত
কেবল দুইটি পাতা বিবর্ণ হলুদ মাটির ভীষণ অস্বীকারে
কাকে খোঁজে? উৎসবমুখর গ্রাম শূন্যতায় রিক্ত অপলক
কাকে খোঁজে? ভাবনা নিমগ্ন, মাটি তাপিত ইঙ্গিত জ্বলে
লুপ্ত অধিকারে।

প্রকৃতি

চিরদিন আজ্ঞাবহ থেকে যাবো। বৈশাখ দুপুরে একা
তোমার গোপন চিঠি হাতে নিয়ে খররৌদ্রে যাবো
তোমার প্রেমিক তার বাড়ি। বলবো, বিকেলে হবে দেখা
বড়োরাস্তার পাশে তুমি তার অপেক্ষায়। সমস্ত দুপুরবেলা
পথে-পথে ওড়াবে নিস্পৃহ ধুলো, ক্লান্ত কাক ঘূর্ণিফলগাছে।

চিরদিন আজ্ঞাবহ থেকে যাবো। রিক্ত বাড়ি, পরিত্যক্ত ঘর
কোনো প্রতিধ্বনি নেই, ধ্বনি নেই, নিরক্ত নিশ্বাসে
কেবল একটি নিঃস্ব ভ্রমরের ইতিহাস অবলুপ্ত শিখা
জ্বালায় দূরের মাঠ, বৃষ্টির বিকেল, চৈত্র, লুণ্ঠিত মর্মর।
চিরদিন আজ্ঞাবহ থেকে যাবো। জ্যোৎস্নার শিরীষগাছ
সম্পূর্ণ সৌরভ শুভ্র আরতির সবুজ পাতার মহানিশা
কাঁপায় অপরিসীম হেমন্তের। নিরাসক্ত জাগ্রত প্রকৃতি
ঝরাবে দুইটি ফল মাটির আগ্রহে, স্বাভাবিক নির্মোহ নিষ্ঠায়
কোনো অভিমান নয়, অশ্রুজল, নিশ্চেতন প্রবাহিত রীতি
নতুন বৃক্ষের ধারাবাহিকতা উন্মীলন অপর জ্যোৎস্নায়।

ঘাসের আড়ালে

ফুলকে তো বলতে হয় না তুমি বেলফুল জুঁইফুল, অর্পিত সম্মান
দুই চোখে অনায়াস দিঘি।
তোমার বাড়িতে আর যাবো না কখনো। সারাদিন নিবিড় বাগান।
তোমার নামের ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারি না। একদিন নিশ্চিত প্রেমিক
তোমাকে ডেকেছি আর রুগ্ন সাদা হেমন্ত পৃথিবী।

জিহ্বার জড়তা এক অভিশাপ। ক্লান্ত অসুস্থতা শারীরিক
মানসিক দুর্বলতা আনে।
ভাষা ব্যবহারে ভুল হয়? সেইদিন ভালোবাসি
বলতে চেয়েছিলুম। তুমি তার কোন মানে
করেছিলে? নিখিল রাত্রির শুভ্র বাগানে সার্থক ফিরে আসি।

স্পষ্ট উচ্চারণে পাখি উড়ে গেলো সুস্থ সম্পন্ন চুম্বন
আকাশ আলোর রেখা কাঁপে।
অর্থের বিকৃতি কোন অশুদ্ধ প্রতিমা তোমার নয়ন
কলুষিত করেছিলো ! দুই চোখ প্রণত সকালবেলা, অমল প্রান্তরে
ঘাসের আড়ালে হীরা। বারান্দায় আসোনি কখনো সে গোপন
কিশোর উত্তাপে

প্রেম

হাওয়া এসে যখন উড়িয়েছিলো শাড়ির আঁচল, কানের পাশের চুল
তোমার প্রত্যক্ষ যেন সূর্য যেন মধ্যাহ্ন-আকাশ।
কেন তুমি অসহায় মাঘের বিকেল, সাদা যুক্তিহীন ভুল ?
তোমার ভুরুর বাঁকে ধ্বনি আনো, উন্মুক্ত রাগিণী
তন্ময় প্রস্তুত হোক বিরোধী বিদ্যুতে— আমাদের সুস্থ অবকাশ
আনন্দের দিকে যাবে, রাগিণী তোমাকে ভুলে, তুমি বাজাও কিঙ্কিণী।

স্বাগত সোপান। তুমি বিনত সংঘাতে এসো শুভ্র বেশভূষা
অনায়াস জ্বালো যেন খনির দুর্গম মাটি কুঠার হেনেছে
অতর্কিত ধাতুর রক্তিম গাঢ় উষা।
আমরা দিবস চাই স্থলপদ্ম গোলাপ করবী মূর্ত ব্যাপ্ত অরচনা
সরব বাগান। তরঙ্গের সাত সমুদ্রের গাঢ় অভাবিত শেষে
নীলিমা হাজার ঘর। তুমি অধীন আকাশ, চিরদিন নিশ্চিত প্রেরণা।

স্বতঃস্ফূর্ত আকাশের স্তব্ধ হও ঝড়-মেঘ-রৌদ্রের অন্বয়ে
বিচিত্রিত রেখার জানালা।

প্রাসাদের অক্ষম স্থবির, আমরা কপাট খুলে প্লাবিত প্রান্তর।
ভালোবাসা, দিনে-দিনে প্রাসাদ রচনা করো, গন্ধময় উষ্ণ নীল মালা—
আমরা বাইরে ছুটি প্রতিটি ফুলের পাশে সুদূর বিস্ময়ে :
ভালোবাসা, বিবিধ ফুলের তাপে মালা গাঁথো, মালার সংহতি হও,
গাঢ় স্তব্ধ একক সাগর।

পারিজাত

পোকাটাকে দুই পায়ে পিষে ছুঁড়ে দিলো বাইরে অন্ধকারে
আমার প্রেমিকা। আমি অবজ্ঞাত লাঞ্ছিত প্রেমিক
পরিত্যক্ত ঘরের বাইরে এসে দেখলাম শুভ্র ব্যবহারে
সমগ্র নিশীথ সান্দ্র অভিসার। মৃত্যুর স্পর্ধিত প্রতিবাদী
ভালোবাসা, তোমার চরণপ্রান্তে বর্ণময় রচিত অলীক
একটি আকাশ রেখেছিলুম সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠায়।
চারিদিকে খসা পালকের স্তূপ, গলা মাংস, করোটি ইত্যাদি
শীতল সংহত সর্বনাশ। তোমার সিঁড়ির শূন্যতায়
একাগ্র মাকড়সা নিঃস্ব স্বাভাবিক জাল বোনে। স্বাভাবিক
ধুলো, বাদামের খোসা, মৃত্যুর নিশ্চিত সত্যে স্থির।
ভালোবাসা, আমাদের দু-জনের নির্মিত বিকেল মনে পড়ে ?
এক মুহূর্তে পথের দু-ধারে এলো পারিজাত, অলৌকিক মিড়
কাঁপালো অপরিচিত নদী সন্ধ্যার নিবিড় শুভ্র পুষ্পিত মর্মরে।
তামসী সত্যকে ভুলে সজ্জিত আলোর অভিলাষী
এসেছিলো। অন্ধকারে মৃত্যুর নিশ্চিতি, স্তব্ধ স্থবির নিঃসঙ্গ একাকার
করোটি কঙ্কালকীর্ণ, স্বভাবী মানুষ ফিরে আসি।

বিশুদ্ধ অরণ্য

দুইপাশে সবুজ ঘাসের স্বাভাবিক। কোনো পদচিহ্ন নেই।
সারাদিন রৌদ্র প্রতিহত আলো রচিত নীলিমা।
মমতা, তোমার রক্তে জেগে উঠি। ভালোবাসি বলার আগেই
উভয়ত একটি বিশ্রামে কীর্ণ হীরা। চারিদিকে
প্রবাহিত বটগাছ শালগাছ অশথের সান্দ্র সুদূরিমা—
অমল নিঝুমপুরী মালার মতন হাতে আনো।

সম্পূর্ণ পাতার শিখা হার্দ্য কারুকাজে আনন্দিত স্বাগত বিছানো
দুইটি হরিণ নিমীলতা বড়ো চোখ নিস্পৃহ শ্রাবণ।
আর অবিরোধী সাপ কোমল মসৃণ অনায়াস— একটি ফুলের উষ্ণতায়
সাতটি ভ্রমর যেন চিরদিন নিলীন গুঞ্জন।
প্রতিটি সোপান গাঢ় পাথরের, ঘণ্টা বাজে অর্পিত চাওয়ায়—
দালানে এসেছি, বড়ো পালঙ্কের সোনার কাঠির উন্মোচন।

কাঠবেড়ালির দ্রুত শঙ্খচিল নির্নিমেষ ব্যাপ্ত অন্বেষণ
আকাশের মৌলিক শুভ্রতা।
মমতা, একাগ্র ঝর্ণা ভেঙে পড়ে সমুদ্রের প্রান্তরের স্থির
বালির প্রণতি নাকি গোপন গুহার বিবিধ বর্ণের সম্পূর্ণতা।
পাখির সমগ্র কাঁপে ঝাউবন নির্জনতা আদিম রাত্রির
দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে একটি গোলাপ।

চারিদিকে আলোর কম্পন জাগে মহুয়ার পলাশের বিতত প্রলাপ
মমতা, একটি দিন হয়ে ওঠে।
সোনার পালঙ্ক আর দুইজন, নিঝুম পুরীর দিঘি
সুদূর সম্মোহ। তেপান্তর নাকি নীল পক্ষিরাজ নিরুদ্দেশ ছোটে।
মেঘের সজল নম্র একটি তারায় লীন সমগ্র আকাশ—
রাশি-রাশি সুনীল ফলের অকৌশলে আমাদের বিশুদ্ধ পৃথিবী।

স্বাভাবিক

তিনটি পাখির দীর্ঘ উড়ে-যাওয়া কিছুতেই স্বাভাবিক নয় ?
রাত্রি হলো বাড়িতে ফিরেছি।
বিকেলবেলায় খুব ঝড় হয়েছিলো, তাপসী অশথগাছ তোমার নির্ভয়
তখন আমার রক্তে। আকাশের আবির্ভাবে সমবেত তন্ময় মেতেছি।
তুমিও কি অন্ধকার বাড়িতে এখন।

সবুজ পাতায় বড়ো শাখা-প্রশাখায় গাছ। সহজ নির্জন।
আমি মাত্র ঘরের মানুষ।
সব সৎ চেতনাই ব্যর্থ হবে মনোনিবেশের পরিশ্রমে
বাঁশির গভীরে, আমি জানি, কিন্তু কোন হীরা জলে উন্মোচিত
শুভ্র অকলুষ ?
আমরা অর্পিত, বাঁশি সমগ্র অস্তিত্ব, স্মৃতি জলে প্রখর সম্ভ্রমে।

জানলা খুলেছি তবু, গাঢ় সংবাদের স্তব্ধ, তারার বিশ্রাম
কোন রূপান্তরে ভীরু চার দেয়ালের মুক্তো চুনি ও পান্নার সমন্বয়।
ধ্যান, স্রোত, বরফের উপরের আলো। সকালবেলায়
তোমার ভিতরে যাবো। জানি জানি অনুরূপ উজ্জ্বল বিজয়
হৃদয়ে রেখেছো— বাঁশি সঞ্চারিত, হাজার প্রদীপ শিখা
মন্দিরের পরম ছায়ায়।

চতুর্দশপদী

মাটি তো প্রস্তুত শুধু পাখি নেই। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রাবণমাসের
নিলীন আগ্রহ, উষ্ণ উঠোনের প্রতীক্ষা প্রখর

ইচ্ছায় উজ্জ্বল রাখে নীল অভ্যর্থনা, সারাবেলা উচ্ছল ঘাসের
সমারোহ। গোলাপী ফুলের নম্র লজ্জানত অরব কামনা।
মাটি তো প্রস্তুত শুধু পাখি নেই। একদিন কীর্ণ অবসর
সহসা একটি ফল, অর্ধভুক্ত, নিশ্চিত প্রণয়ে
চ্যুত হবে শিথিল মুখের থেকে— ভালোবাসা, স্বর্ণিল প্রাণনা।
মাটি তো প্রস্তুত শুধু পাখি নেই। নির্নিমেষ আগ্রহী হাওয়ায়
তামসী ভ্রমর, স্বপ্ন প্রজাপতি— সম্পূর্ণ নিলয়ে
অদৃশ্য সানাই বাজে, শঙ্খধ্বনি, কলকণ্ঠ উন্মুখর হীরা।
বিশাল ছবির ধ্যান, মূর্ত উপস্থিতি, সপ্রাণ শূন্যতা
উচ্চারিত মুগ্ধ আবির্ভাবে। মাটি তো প্রস্তুত শুধু পাখি নেই।
রিক্ত উঠোনের হার্দ্য উপচার, সারাবেলা স্ফুরিত বারতা
বেজে ওঠে সুপ্ত অন্তরালে— ভ্রমর মৌমাছি ঘাস একদিন শুভ্র জানবেই

শাণিত বিষাদ

সিন্দুকে রয়েছে। আমি কাল ভোরবেলা উঠে
বাইরের ঘরে রাখবো।
সবাই দেখুক। দ্রুত আনন্দিত যাবো এক ছুটে
বড়ো রাস্তার রৌদ্রে— উৎসব সহজ কণ্ঠ, আমারও উজ্জ্বল জামা, আমি
চীৎকার ক'রে ডাকবো ফেরিওলা, রঙিন ছবির আলো দু-হাতে কিনবো।
সারাদিন অসহ্য রাত্রির অন্ধ কুটিল বাদামী।

কারা আসে? আমি স্পষ্ট অনুভব করি। যারা আসে ঘরের ভিতর
সন্দিগ্ধ হলুদ দৃষ্টি, চাপা ঠোঁটে কথা বলে, ঘৃণা
প্রতি পদক্ষেপে। অথচ কী ভালোবাসা কণ্ঠের উত্তাপ, প্রীতস্বর।

অসুস্থ শরীর— দেখো, চোখে জল আসে, কেন যে জানি না
ভালোবাসা শুনলেই চোখে জল আসে। কিন্তু ওরা কী-রকম চায়!
সিন্দুক ও-ঘরে আছে কিছুতেই কেউ তো জানবে না।

অন্ধকারে সিন্দুক খুলেছি যেই পাতা উড়ে এসেছে হাওয়ায়
কোথায় বকুল নাকি জুঁই— সুদূর সৌরভ নীল আন্তরিক চেনা।
হীরা ঝলমল করে, সোনার কাঁকন
গোপনে নিয়েছি তার হাত থেকে খুলে— অপহৃত নির্মম সম্পদ।
কতোদিন ঘরের ভিতর আমি, কতোদিন রূঢ় প্রতিবাদে
সকলকে ফিরিয়েছি। আকাশ একটু যেন দেখা যায়, মেঘের মাতন
স্বাগত প্রস্তুত ছবি অসীম শরৎকাল। অন্ধকার শাণিত বিষাদে।

শীত

সকলেরই নিশ্চয়ই কোথাও কোনো জন্মভূমি আছে। ভালোবাসা, তুমি
প্রথম কোথায় দৃষ্টি মেলেছিলে?
সন্ধ্যা হলো এইবার বাড়ি ফিরে যাবো। বিস্তৃত নিমগ্ন বনভূমি
আর বড়ো বটগাছ। স্পষ্ট মনে আছে
সেদিন বিকেলবেলা দুই হাতে বকুলফুলের মালা নিলে
স্বাগত হাতের উষ্ণ দু-হাতে নিলাম।

সমস্ত পথের ছবি তোমার মুখের। নিবিড়তা আতত প্রণাম
একটি সমগ্র ভোর সারা ইতিহাস।
ভালোবাসা, শান্ত বটগাছ দেখো নামিয়েছে নিমগ্ন অসংখ্য ঝুরি
মাটির নিভৃতে। কোনখানে সংযত উচ্ছ্বাস?

কোনোদিন তোমাকে বলিনি আমি ছোটবেলাকার সেই
ডাইনীবুড়ির গল্প, মাঠের শেষের ধু-ধু বটগাছ, সরব নিঝুমপুরী।

সুদূর মুদিত জ্যোৎস্না কোনোখানে পাতার রঙিন শব্দ নেই
অরব গোপন স্থির বিকশিত।
একটি পাতার সঙ্গে অপর পাতার আত্মীয়তা, সান্দ্র পরিচয়
মাটির গভীরে হীরা, মাটির গভীরে শিখা প্রবাহিত।
তোমার শাড়ির নীল অন্যমন অসহ মেঘের
মতো নিমীলতা। জল দুঃখ অশ্রুময়।

নিভৃত ধ্যানের তাপে প্রকাশিত— প্রস্ফুটিত বিশুদ্ধ কমল
অরণ্যের প্রতিটি গাছের শিরা মূর্ত আবির্ভাব।
ভালোবাসা, কোথায় একাকী বসো কোন ছাদে ঘনিষ্ঠ সজল
বৃষ্টি থেমে-যাওয়া আলো। চৈত্রের দুপুর
মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ গৌরবে আসে— অনাসক্ত ধুলো, হাওয়া বিস্তীর্ণ অভাব
তখন আসোনি তুমি একবারো— ভালোবাসা, আমাদের মিলনবেলার সন্ধ্যা
কেমন অস্পষ্ট মনে হয়, হেমন্ত কুয়াশা আলো বিবর্ণ সুদূর।

ভূত

আমার বাড়ির ছাদ খুব বড়ো। দোতলার ঘরে বসে আমি
সব সময় ভাবি ছাদে যাবো। অথচ নিশ্চিত
কোনোদিন যাবো না যে তাও জানি। অলৌকিক নিস্পন্দ বাদামী

সেই ছায়া জলের ট্যাঙ্কের পাশে ঠাণ্ডা সাদা পাথর পাহাড়
আমি দাঁড়ালেই স্তব্ধ অন্ধ উপনীত।

আমার বাড়ির ছাদে ভূত আছে। উলঙ্গ নির্মম শুষ্ক হাড়
বীভৎস বিকৃত চোখ। শিরদাঁড়া বেয়ে সাদা রক্ত ওঠে, বারান্দায় আসি
এ-ঘরে ও-ঘরে দ্রুত হলুদ নীরব দেখি, অসহায় আতঙ্কিত ছুটে
চায়ের আসরে যাই— উৎসব অথবা শুধু চীৎকার সমবেত হাসি—
তবু পরিত্রাণ নেই, নিরুদ্ধ কঠিন স্পষ্ট ছাদের সিঁড়িটা, সবসময় ভাবি
যাবো উঠে।

আমি তো সহজ কেন হবো না যে প্লাবিত সহজ।
যখন বিকেলবেলা শান্ত অবশেষ
সহসা বিক্ষুব্ধ এক প্রতিচ্ছবি গাঢ় অন্ধকার, ছোটোবেলা বিক্ষত নিবিড়।
দেখো বড়ো ছবি! আমি বাড়ি থেকে চলে যাবো, আমি দ্বিতীয় স্বদেশ
চিনে নেবো : প্রথম সবুজ শান্ত ভোরবেলাকার জল, জল সরে-যাওয়া
নম্র তীর।

সুশীল বৃক্ষ

ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে দুইজন পাখি উড়ে এলো। ঘরের ভিতর
তামসী নীরব আর অভ্যর্থনা নিস্পৃহ বধির।
জলে-ভেজা কুঞ্চিত পালক মুখ বিস্রস্ত বিবশ, রুদ্ধ স্বর
জানালো আকৃতি— শোনো শাণিত বিদ্যুৎ, ঝড় উলঙ্গ নির্মম,

রক্তিম সংগ্রাম এই ডানার সর্বস্ব প্রতিবাদে, প্রত্যক্ষ রুধির
ঝরিয়েছি, এখনো শরীরে তার ক্ষত আছে, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা আগুন।

নির্মোহ স্থবির স্তব্ধ দেয়ালের অরক্ত শীতল অকরুণ
যেন কোনোখানে কোনো ঝড় নেই
অশ্রু বিসর্জন নেই, যেন সিক্ত নদীর বালির একা, নিঃসীম মাটির
শিউলি-ঝরানো পরিশ্রম, পোড়োবাড়ি, ভাঙা দরজার সেই
অনাসক্ত সহজ মলিন একাকার। জড়োসড়ো গুণ্ঠিত শরীর
বড়ো আলনার পাশে ত্রস্ত চোখ, অনিকেত আগ্রহী সন্তার।

নিশ্চেতন আঁধারে সামান্য উড়ে মশারির দড়ির উপর
মশারি কাঁপলো, হাওয়া হলো নির্বিরোধ।
মমতা, কোথায় জ্বালো ভালোবাসা, একাগ্র নয়ন উন্মুখর
হৃদয় প্রসন্ন তাপে উৎসুক লতার নির্নিমেষ।
বাগানে গিয়েছি ফল পেয়েছি সহজ উপহার। কোনোদিন
প্রীত প্রশ্ন করেনি সুশীল বৃক্ষ— নিরাসক্ত বিস্তীর্ণ আবেশ।

বেড়াল

সাদা পাখিগুলো সব ম'রে গেছে। আমি ভোরবেলা উঠে
দেখলুম ছড়ানো পালক, নীল চোখ, সোনালী গলার
ইতস্তত। চারিদিকে জ্যোৎস্নার মতন হিম ফুল ওঠে ফুটে
আর উঁচু সবুজ পাতার মধ্যে দুটি স্থির ফল
বড়ো-বড়ো চোখ তুলে জাগরণ।

সাদা পাখিগুলো সব মরে যাবে, আমি কতদিন জানতুম।
আমি কোনো বিষাদ রাখি না মনে। আমি নির্নিমেষ
বাগানের পাশের গলির কথা ভাবি— অনির্ভর ঘুম
ধূসর পাতার মধ্যে, বিদীর্ণ মাটির মধ্যে। আমি চিরদিন
বাগানের পাশের গলির পথে মনে-মনে থাকি।

বিশুদ্ধ বসন্ত আর হবে না কখনো। আমি যতো আঁকি
দক্ষিণ বাতাস লাল মন্দারের শিখা।
আজকাল আর কোনো ছবিই আঁকি না। বাগানের পাশের গলির
পথে শুধু রাত্রির আঁধারে দেখি বেড়ালেরা ঘোরাফেরা করে—
তাদের হাতের থাবা অকম্পন, অনিবার্য নির্মম বধির।

বিবেচনা

প্রথমে ঝড়ের বিরোধিতা তারপর বৃষ্টির শাসন
কিন্তু কি উদার সৌম্য আকর্ষণে জানালার কাছে
এসেছিলে। সারাদিন উন্মত্ত নির্জন
চারিদিকে জলের প্লাবিত দূরে অন্ধকার অশথগাছের
উদ্ধত শাখার প্রতিবাদ। কোনো পথরেখা নেই, একা ঘরে হলুদ আলোয়
নিমগ্ন ; স্তব্ধতা প্রীত স্বাভাবিক ? সরল উচ্ছ্বাসে

দুইটি ফড়িং ঘরে এলো, কড়িকাঠে বিপন্ন চড়ুই।
সব যেন মুমূর্ষু চোখের একাগ্রতা অবরুদ্ধ প্রাচীন মন্দিরে
সোনার পিলসুজ তার নিঃস্ব দ্যুতি। বাগানের বকুল-পারুল-চাঁপা-জুঁই
মনে পড়ে ? বাগানের অনেক দূরের বাড়ি, জানলা-খোলা ঘর ?

একটি দৃষ্টির স্নিগ্ধ আজো নির্নিমেষ, প্রত্যাশিত চায় ফিরে-ফিরে।
এদিকে সন্ধ্যার তীব্র গতির বিদ্যুৎ, দ্রুত, সমারোহ সপ্রাণ শহর।

উঠোনের জমানো জলের বুকে আলো কেঁপে ওঠে, জলের ভিতরে
একটি সিঁড়ির সুস্থ অর্পিত প্রার্থনা।
বৃষ্টির মুখর ধ্বনি সান্দ্র নীরবতা, কেঁপে ওঠে আন্তরিক স্বরে।
জানলার তুইটি কপাট গাঢ় উচ্চারণ, কোনখানে সম্পন্ন বিশ্রাম
বিকেলের মাঠের ছায়ার শান্ত! তীব্র তীক্ষ্ণ মূর্ত বিবেচনা
ঝড়ের অন্ধতা তার বেশি ক্রুর, অচঞ্চল আতত প্রণাম

কোন প্রতিমার সামনে রাখো? ধুলো-ভরা ঘরের মেঝের কোণে
একটি বেড়াল, ছেঁড়া কাগজের এলোমেলো অরক্ত একাকী।
ঝড়ের সময় নিজে জানলা খুলে দিয়েছিলে, উষ্ণ সংগোপনে
ঈশান কোণের মেঘ দেখেছিলে— এখনো হাওয়ার
উন্মত্ত চীৎকার, পথ জনহীন, প্লাবিত আঁধার ভেঙে দিয়ে
কোনো পদধ্বনি নেই। বিবেচনা— সরব নীরব, রূঢ় অলজ্জ মন্দার।

বটগাছ

খেলার মাঠের ঠিক পুবদিকে একদিন দরজা খুলে যাবে,
কাশবন লজ্জিত দু-হাত মেলে
বলবে এসো-এসো। আমি এক দৌড়ে যাবো, বিকেল হবার আগে
লাল রঙ আলোর ভিতরে ঝলমল ক'রে উঠবে সেই বটগাছ—
লুকোনো তলোয়ার বের ক'রে নেবো একেবারে আলোই না জেলে।

সন্ধ্যাবেলা আজকাল রোজ ঝড় ওঠে, দরজায়-জানালায় শব্দ, একরাশ
পাতা এসে ঘর ভরে দেয়।
অসুখ করেছে বলে শুয়ে পড়ি। মা এসে মশারি ফেলে দেবার আগেই
দেখি সেই বটগাছ। দুধের মতন সাদা পক্ষিরাজ কাছে ডেকে নেয়
ভোর না হবার আগে তেপান্তর পার সে হবেই।

রান্নাঘরে বাসন ধোবার শব্দ, বড়ো-বড়ো পায়ের আওয়াজ
দালানের পাশ দিয়ে কারা চলে গেলো।
দুটি অন্ধকার মেঘ জানালার বাইরে নিঝুম— মনে হয় সেই বটগাছ।
গভীর কোটরে আছে সোনার মুকুট আমার হীরার জামা
একদিন অনায়াসে চলে যাবো। এইবার বুঝি বৃষ্টি এলো।

রাজকন্যা

তোমরা সব এসে দেখে যাও, আমার ছাদের
গোপন টবেতে আজ গোলাপ ফুটেছে।
সম্পূর্ণ আকাশ, মেঘ ভেসে যায়, ফাল্গুনমাসের
হাওয়া। তোমরা এসে দেখে যাও
দশটি পাপড়ি গাঢ় নির্নিমেষ একাগ্র জেগেছে।

আর কোনো লজ্জা নেই, যেন ভয় হতো তোমাদের
একদিন। আজ সব সংকোচ দারিদ্র্য মুছে গেছে।
কতদিন পালিয়ে এসেছি উৎসবের প্রাঙ্গণ থেকেই
যখনি দেখেছি বড়ো আলো, দুইটি হাতের উষ্ণ, সম্পন্ন ঘরের
রঙিন পর্দার কারুকাজ। সেই অন্ধকার আর নেই।

সিঁড়ির দরজা খোলা আছে। তোমরা এসে দেখে যাও।
কতদিন দরজাই খুলিনি একা ঘরে জানলাও খুলিনি
শুধু সেই গোলাপগাছের ছবি কিশোর উধাও
তেপান্তর, বালির বিস্তৃতি আরো সাতসমুদ্রের
নির্মীলতা। ছাদের কার্নিসে হেলান দিয়েছে দেখি আমি খুব চিনি
প্রণত মহিমা। সারাদিন সপ্রাণ স্বপ্নের মধ্যে মায়ার দেশের
রাজকন্যা, তাকে আমি কতো যে দেখেছি. এসো তোমরা দেখে যাও

জলধ্বনি

দুঃখ এই কোনোদিন দুঃখ পাওনি তুমি। ভালোবাসা,
একদিন খুব বড়ো দুঃখ জেনো।
দাঁড়িয়ো নির্মোহ একা অন্ধকারে, বাগানের সঘন কুয়াশা
তার মাঝে দুইটি ফুলের স্থির অনিকেত নিস্পৃহ বিষাদ—
এইসব ছবি তাকে চেনো।

সারাদিন বিকেলবেলার হাওয়া, পাতা ঝরে রিক্ত অবসাদ।
আমাদের রৌদ্র দিনগুলি
এখন মাঠের শেষে সাদা আলো, শব্দহীন নির্জন বিশ্রামে
জেগে ওঠে সুদূর গ্রামের নদী, অনুচ্ছ্বাস প্রণত অঙ্গুলি
ভাসায় ধূসর নৌকো নিরুদ্দেশ— তার ধ্বনি কোনোদিন শোনো?

ভালোবাসা, একদিন দুপুরবেলার গাঢ় জাগরণে দেখো
মাকড়সার জাল ফাটা দেয়ালের স্ফুরিত তমসা
জানালার পাশের নিভৃতে— দুই হাতে নত মুখ ঢেকো।
নৌকো চলেছে দূর নিরুদ্দেশে জলধ্বনি বিস্তীর্ণ বিরাম—
দু-হাতে জানলা খুলে বিদ্যুতি আকাশে দেখো আলুলিত শ্রাবণ সহসা।

শ্রাবণ

আর এক মুহূর্ত পরে উড়ে যাবে। চারিদিকে জ্যোৎস্নার মতন
আলো জমে আছে মূর্ত দুপুরের জাগ্রত দিঘির।
নিমগাছটার ডালে সমারোহ, হাজার রঙের উন্মীলন
এখন প্রস্তুতি যেন ভোর হবে, অন্ধকার সংহত সুদূর
পশ্চিম আকাশে, লুপ্ত কুয়াশায় নিরাসক্ত প্লাবিত মন্দির।
আর এক মুহূর্ত পরে উড়ে যাবে। নিমগাছটার ডাল
অন্ধকার খনির ভিতরে হীরা, শব্দহীন নির্মোহ নূপুর
সমগ্র দিগন্ত তার আঙিনায়, অনুপস্থিত নটী, তাপিত স্পন্দন
অন্তরালে গভীর গুণ্ঠনে শিখা, রক্ত মেঘ নিঃসীম উত্তাল।
আর এক মুহূর্ত পরে উড়ে যাবে। একটি পদ্মের উন্মোচনে
অলক্ষ্য ভ্রমর স্বপ্ন প্রজাপতি একাগ্র নিবিড় অবকাশ
জ্বালায় বালির ধু-ধু নির্নিমেষ, অন্তহীন সমুদ্র, নিশীথ
স্থলপদ্ম গন্ধরাজ গাছের সম্মোহ হাওয়া উন্মন প্রাণনে।
আর এক মুহূর্ত পরে উড়ে যাবে। অন্তর্লীন কীর্ণ সময়ের
একটি জোনাকি আর আদিগন্ত নিহত উচ্ছ্বাস
প্রাচীন নিরুদ্ধ ডালা সিন্দুকের, হেমন্তের আতত গোধূলি
শ্রাবণ আকাশ শুধু অবিরাম, অবিশ্রান্ত শ্রাবণ আকাশ।

বৃক্ষ

আমাদের খেলাগুলো ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে যায়। বৈশাখমাসের
আবর্তিত ধুলো ওড়ে, নিঃস্ব পাতা, রক্তিম আলোর
ভিতরে অমোঘ জাগে দুটি চোখ সংহত বিরাম। চারিদিকে খেজুরের
তুমুল বটের আরো অলোক নিস্তব্ধ ঘোষণায়

আবির্ভূত সর্পিল নিশ্চিত ঋজু স্তব্ধপথ। আমাদের খেলাগুলো
অর্থহীন ধুলোর রঙের মতো, পরিত্যক্ত প্রাচীন গ্রামের মতো
দেখায় দু-একটি খাঁচা, পোড়ো বাড়ি, পানাপুকুরের অসহায়।

কোনো অশ্রু নয় কোনো প্রতিবাদ। কেবল আনত
মাধবীলতার ডাল সহজ নিস্পৃহ দুই হাতে
অপসৃত হয় আর সকল দিগন্ত ভ'রে মেঘহীনতায়
সমর্পণ নিরুদ্ধ জ্যোৎস্নার মতো। অম্লান প্রভাতে
আমাদের প্রীতিময় পুষ্পগুলি, মধ্যাহ্নের স্ফূর্ত বাঁশিগুলি
যেন দূর অবগুণ্ঠিত ছায়া— সেই স্তব্ধ পথ
অমোঘ দুইটি চোখ দেখায় নিঃসীম গুহা অন্ধকার অভ্রান্ত অঙ্গুলি।

যেন মৌন বৃষ্টির নিঃসীম আর নিশীথিনী জাগ্রত ঊর্মিল
যেন দীর্ঘ প্রাসাদের শেষের তিমির ঘর সংহত নির্জন
কিছু নেই এমনকি পুরোনো চিঠির টুকরো, ছেঁড়া খাতা— স্ফুরিত নিখিল
কেবল একটি ধ্যান একটি নিঃশেষ। আমাদের খেলাগুলি
প্রীতিময় পুষ্পগুলি ধূসর নৌকোর ম্লান অনিঃশেষ, শুধু
অন্ধকার দেয়ালে-দেয়ালে বৃক্ষ, কেবল একটি বৃক্ষ, শান্ত উন্মোচন
দেখায় নিস্তব্ধ ফল একক সম্পূর্ণ আর লুণ্ঠিত বৈশাখী নিঃস্ব ধু-ধু।

সুপ্তি

ভোরবেলা যখন পাখিরা উড়ে এসেছিলো সমস্ত বাগান
কলরব। লাল জবা এমনকি স্মিত গন্ধরাজ পাপড়ি মেলে
বলে দিলো এই আমি— এই জবা, এই গন্ধরাজ, এই সপ্রমাণ
লাল শ্বেত। বিকেলবেলায় সমস্ত বাগান রিক্ত নীরবতা।

এখনো তো রয়েছে রক্তিম জবা, শুভ্র গন্ধরাজ ! চারিদিকে প্রীত বর্ণ জ্বেলে
বলতে পারতো এই আমি, এই গন্ধরাজ, এই জবা।
চারিদিকে কেবল নিস্পৃহ দূর, ম্লান নিঃস্ব আত্ম-অপসৃতি।

কোনো প্রতিবাদ নেই, অভিযোগ নেই, ছায়ালীন স্বাভাবিক স্থিতি
যেন প্রত্যাশার ছিলো বাগানের। কিংবা কোনো প্রত্যাশাই নয়
এইসব, এই ঘুম, এই অস্বীকার, এই নির্বিরোধ অন্ধকারে
স্বরলুপ্তি, এমনকি বিশেষ ঘোষণা।
যদি হাওয়া আসে তবে পুনরায় নিপুণ জাগ্রত আত্মময়
উচ্চারণে পাপড়ি মেলবে জানি রক্তজবা, অভিজাত শুভ্র ব্যবহারে
গন্ধরাজ দাঁড়াবে উন্নত। এখন স্থবির নিশ্চেতন
সমস্ত অস্তিত্ব মান্য অনুমোদনের— দাবি নেই, নেই সংবর্ধনা।

বাগানের রক্তের ভিতরে এক সুপ্তি আছে, নিয়ত বিষণ্ণ অন্যমন
ফিরে যেতে চায় এক কেন্দ্রে এক দ্যুতিহীনতায়।
সব সময় সবুজ পাতার অন্তরালে নদীর পাড়ের ধু-ধু বালি
থাকে, মাঘনিশীথের সমাহিতি।
রূপান্তরহীনতায় সহজাত প্রবণতা। কেবল অমল অভিপ্রায়
নিয়ে আসে উজ্জ্বল ভোরের বেলা নীল পাখি। অনিবার্য উষ্ণ প্রীত রীতি
এক মুহূর্তে জবাকে জবার মতো করে, গন্ধরাজ শুভ্র গন্ধরাজ
হয়ে যায়। কিন্তু সেই সুপ্তি সেই মৃত্যু জ্বলে স্থবির বিমর্ষ
নগ্ন নিশ্চিত প্রথায়।

পরিচয়

ফুলের বাগানে গিয়ে সব ফুল চেনা। অথচ কোথাও
নতুন একটি ফুল আছে জানি।

পথের পাশের জবা, ছাদের টবের জুঁই যেখানেই যাও
একই পরিচিত উজ্জ্বলতা। কিন্তু কোনখানে নিশ্চিত শপথ
প্রমাণিত করে মগ্ন বিশুদ্ধ বনানী ?

যেখানেই ছায়া এসে পড়ে সেখানেই নিঃসীম উধাও
একটি দিঘিকে দেখি। সেইরকম দিঘি
দেখিনি অনেকদিন। কতোদিন আগে
মনে হয় দেখেছি একটি দিঘি, অকলুষ নির্মল পৃথিবী
দেখেছি অনেকদিন আগে। এইসব ভাবনায়
বাগানের ফুলগুলি ম্লান হয় ? নিরপেক্ষ দৃষ্টির অভাবে
একটি ছবিই দ্যুতি, আর সব ছবি ম্লানতায় !

পরিচয় দু-রকম আছে। একরকম পরিচয়
আন্তরিক, আমাদের চেতনার সঙ্গে বিজড়িত।
অন্য সব পরিচয় কেবল দৈনিক ব্যবহার, প্রয়োজন, কখনো বা
শীতল অভ্যাস। ফুলের বাগান শুধু অভ্যাসের ? একাগ্র তন্ময়
দৃষ্টির অপর তাপে পথের পাশের ফুল নবীনতা, হবে উদ্ভাসিত ?
এই সব চিন্তা বড়ো প্রশ্ন আনে। একদিন নোংরা গলির বুনো গাছ
সহসা বিস্ময়ে দীপ্তি। বলেছিলো নিঃসীম মাঠের
সুদূর প্রান্তের শেষ, জাগ্রত পাহাড়, প্রবাহিত সম্পূর্ণ আকাশ।

দুইটি দিগন্ত

আলো নেবাতেই ঘর অন্ধকার হয়ে গেলো।
দেখলুম একেবারে অন্য আলো :
স্বতন্ত্র একটি দিঘি, একটি বিশিষ্ট রাত্রি এলো
দুই চোখে। আনন্দ কিন্তু আমি আগে আশ্চর্যের

কথা ভাবি— কোথায় লুকোনো ছিলো এই দিঘি, অপ্রতিম কালো
এই নির্নিমেষ রাত্রি! চারদেয়ালের
আড়ালে গোপন ছিলো কতদিন? অনন্য দিঘির
ভিতরে অসীম পদ্ম জেগে ওঠে, অনন্য রাত্রির
ভিতরে অসীম ধ্বনি। কিন্তু কোন অভিমান
আনত নয়ন আর অশ্রুজল স্তব্ধ তিরস্কার।

অন্তরালে কোথায় মিলন ছিলে প্রতীক্ষায়? শান্ত উপচার
প্রস্তুত দু-হাতে নিয়ে? আলো-জ্বালা ঘরে
চারদেয়ালের কোনোদিকে আমি তোমাকে দেখিনি।
কখন যে আলো নেবাবার লগ্ন আসে! সমস্ত জীবন ভ'রে
কতো আলো নেবাবার লগ্নই এলো না! যে-পথে কোকিল ছিলো
কৃষ্ণচূড়া জ্বলেছিলো সেই পথে স্বাভাবিক চিনি
পরিচিত কণ্ঠস্বর, মাদুর বিছিয়ে দিলে জ্বলে ওঠে আলো।
কতদিন আলো নেবাবার কথা মনেই পড়েনি। কতদিন
নিশ্চিত আড়ালে ছিলো তোমার সুন্দর! কোন আলো জ্বলে
আঁধার নিবিয়ে— ম্লান করে শুভ্র কিশোর দুরাশা।

একদিন সব আলো নিশ্চিত নেবাবো। সব ভালোবাসা
মুছে দিয়ে অনন্য আঁধার আমি তোমার দিঘির
শ্বেতপদ্ম নিঃসীম দু-হাতে নেবো, তোমার রাত্রির
ধ্বনির ভিতরে দেখবো চিরদিন, স্বতন্ত্র ছবির
অবগাঢ়। মনে-মনে এইসব কথা
যবে আলোচনা করি যবে অত্যন্ত সুস্থির
সব আলো নেবাবার সংকল্প গ্রহণ করি, কোন অরক্তিম
সহসা দরিদ্র ম্লান চোখ তোলে, চারিদিকে
পরিচিত কণ্ঠস্বর, মাদুর বিছানো আলো, প্রণত দু-হাত
দেখায় অপর ছবি একেবারে ভিন্ন রঙ, আলো নেবাবার আগে
সহসা বিষণ্ন শুনি অভিমান, দূর অলক্ষ্য প্রপাত।

কিন্তু, ভালোবাসা

বিচ্ছিন্ন কিছুই নয়। দৃশ্য জগতের
সব ছবি অপর ছবির অনুষঙ্গ আনে। এমনকি যে মানুষ
অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ব'লে মনে হয় তারও সন্তাপের
ভিতরে নিশ্চিত কোনো চিত্র আছে, হয়তো বা মহিলার
হয়তো বা পুরুষের মুখ। কিংবা কোনো পুরুষ বা মহিলাই নয়
অন্য কোনো ইতিহাস। সব চিত্র সব মানুষেরই ভাবনার
ভিতরে নিমগ্ন এক ইতিহাস থাকে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো চিত্র নেই। অভিজ্ঞতা নিস্পৃহ উত্তাপে
মানুষের পরিচয় নির্ধারিত করে। একটি ছবিকে
গ্রহণ করার প্রয়োজনে অপর ছবির
আবশ্যক হয়। একটি মানুষ শুধু কাহিনীর, কাহিনীকে
অকপট বাধিত নিয়মে বলে। কিন্তু কোথায় ম্লানতা
সব চিত্র, সব মানুষেরই উপস্থিতি
মনে হয় দীর্ঘ ইতিহাস ভারে অবনত, অক্ষম মৌনতা।

মৌলিক মানুষ নেই কোনোখানে। দৃশ্য জগতের
কোনো ছবি আনে না নিমগ্ন দ্যুতি অকলুষ দীপ্ত স্বাধিকার।
সারাদিন স্মৃতিচারণের গ্লানি, সারাদিন শান্ত বিষাদের
ভিতরে কেবল ম্লান ইচ্ছা জ্বলে। দুপুরবেলার
পাখিটা বেদনা, এক বিচ্ছিন্নতা চায়। তামসী চীৎকারে
মানুষ যন্ত্রণা এক স্মৃতিমুক্তি চায়। কিন্তু ভালোবাসা
সক্ষম দাবির আনে ইতিহাস প্রতিশ্রুত স্থির অধিকারে।

বিচ্ছিন্ন আঁধার

ফুলের নিকটে গিয়ে দ্বিধা করি। এক অক্ষমতা
ফুলের ভিতরে স্পষ্ট হয়। পাখির নিকটে গিয়ে
আনন্দ দেখি না কোনো। এই অভিজ্ঞতা
নিস্পৃহ ক্লান্তির মতো ফিরে আসে। আমি কোনোদিন
অভিভূত নয় কোনো ফুল দেখে, পাখি দেখে। অথচ আমার
সারাদিন মনে পড়ে পাখিগুলি, বাগানের ফুলগুলি সচ্ছল রঙিন
সারাদিন অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হয়।

যদি ভাবি সকালবেলায় উঠে পরিচিত বাগানের
ভিতরে আবার যাবো, নির্মম নিষেধ
দেখায় বিষণ্ণ দ্যুতি, পরিশ্রম। আমাদের সকল নির্মল আনন্দের
ভিতরে কোথায় ম্লান পরিশ্রম থাকে? আমি সারাদিন
জানলা বন্ধ ক'রে ঘরে থাকি। যদিও আমার
দু-চোখে প্রদীপ্ত জ্বলে নির্মেঘ আকাশ, স্বচ্ছ উচ্ছল রঙিন
পাখির গতির দীপ্তি আমি মগ্ন অনুভব করি।

স্পষ্টতায় সব-কিছু ম্লান হয়। কিন্তু অস্পষ্টতা
কোনোদিন গ্রহণীয় নয় বলে মনে হয়। অন্ধকার বনের ভিতর
বিরুদ্ধ ঘোষণা এক প্রতিবাদ। আমি ভাবি স্বচ্ছ অপূর্বতা
বাগানের, আমি দেখি উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন, সম্পূর্ণ প্রকৃতি
নিমগ্ন প্রকাশ। কিন্তু কোনখানে দ্বিধা নিশ্চিত প্রখর!
সারাদিন ঘরের ভিতরে শুধু ছায়া জ্বলে, জাগ্রত বিষাদ
দেখায় পাহাড়, নীল সমুদ্রের অবারিত ক্ষমাহীন স্মৃতি।

চিরদিন বিচ্ছিন্ন আঁধার এক অথচ নিমগ্ন ভালোবাসা।
জানলা বন্ধ করি নিজ হাতে, দরজা বন্ধ করি।
মমতা তুমিও জাগো একা-একা, আমাদের বিশুদ্ধ নির্জন
অন্ধকারে দুইটি বৃক্ষের মতো জেগে থাকে। তোমারও প্রত্যাশা

চারিদিকে বিশাল দরজা সব বন্ধ করে। অন্তরাল সুদূর বিজন
সেইখানে তোমার স্মৃতির তাপে আমার নির্মাণ। আমার স্মৃতির তাপে
অনুভব করি তুমি সম্পূর্ণ সুন্দর, গোপনে নিঃসীম উন্মীলন।

অসম্ভব সরোবর

উচ্চারণ সাধ্য নয় সব কিছু। সাধারণ ভাবনায়
অবশ্য যে-কোনো শব্দ উচ্চারণ করা যায়। যেমন ঈশ্বর
যেমন আকাশ কিংবা ভালোবাসা এইসব শব্দগুলি
কত সহজের উচ্চারণ। কিন্তু রাত্রির একায়
কোন আবির্ভাব আসে অনিবার্য। কোন অসম্ভব সরোবর
চারিদিকে স্ফুরিত বিশ্রামে জাগে— পরিচিত শব্দগুলি
মনে হয় অলৌকিক প্রাসাদের বড়ো-বড়ো থামের দরজার।

তখন অসাধ্য এক রুদ্ধ স্রোত। তখন বিস্তীর্ণ তমসার
ভিতরে জাগ্রত সেই অনির্বাণ। দুপুরবেলার
নিঃসঙ্গ পাহাড়ে তাকে শোনা যায়, ম্লান গোধূলির
ধ্বনিময়তায় তার স্থির পদক্ষেপ। ঈশ্বর আকাশ
মনে হয় যেন জন্মান্তরে দেখা কাশবন, হলুদ নদীর আর্দ্র তীর।
উচ্চারণ সাধ্য নয় কোনো কিছু। এমনকি ভালোবাসা
উচ্চারণ করবার আগে ভাবি কোন অর্থ, অলীক উদ্ভাস।

শব্দের ভিতরে এক রাত্রি আছে। যে-কোনো শব্দের
ভিতরে গহন এক নিশীথিনী জাগ্রত নীরব। আমরা যখন
পরিচিত শব্দ বলি কোন অন্তরাল মূক স্তম্ভিত মেঘের
অমোঘ নিয়মে থাকে। আমাদের কীর্ণ কোলাহল

তার অস্বীকারে আরো বিক্ষুব্ধ ঝঙ্কার। কিন্তু সেই রাত্রি সেই নিশ্চিত গহন
যে-কোনো মুহূর্তে স্থির অনিবার্য। আমাদের সব উৎসবের
ভিতরে গোপন এক রাত্রি আছে অলৌকিক বিশুদ্ধ উজ্জ্বল।

বিচ্যুতি শাসন

দুইটি জোনাকি এলে অন্ধকার এতো
তীব্র ক্রূর হয়ে ওঠে? দুইটি জোনাকি
অন্ধকার চিরে দিয়ে যখন নির্মম
উড়ে চলে গেলো, আমি অদ্ভুত একাকী
দেখলুম গাঢ়তম অন্ধকার করুণ অক্ষম
দুই হাতে বুকের কাপড় ছিঁড়ে বীভৎস চীৎকার।
নাকি চীৎকার নয় শাণিত নির্জন
চৈত্রদুপুরের স্তব্ধ নিয়ে এলো। সব অন্ধকার
মনে হলো অত্যন্ত সন্ত্রস্ত এক স্থির অবিচল
অমোঘ আদেশ তার মুখোমুখি।

জোনাকি দেখালো কোন অনিবার্য? আমি সারাপথ ভাবি।
চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর অমাবস্যা একাগ্র নিশ্চল,
কোনো ছবি নেই কোনো প্রস্তাবিত দাবি
শুধু দূর গগনে-গগনে মগ্ন ধ্বনিময়তার
বিশ্রামে নিস্পন্দ কোন নিবিড়তা। যদি আলো জ্বলে,
আমি ভাবি, বাগানের সমস্ত বিশ্রাম মুছে যদি অতর্কিত
আলো জ্বলে, কোন অনিবার্য মুখ দেখা যাবে! সকল ফুলের
ভয়ার্ত দৃষ্টির সামনে তবে কোন অমোঘ আদেশ?

বিবশ নির্জন পথ হেঁটে যাই। সব অন্ধকার
অন্তরালে গোপন রেখেছে রক্ত বিদ্যুতি শাসন
আমার সহজ কোন অন্ধকার ? রজনীগন্ধার
নিমগ্ন বিশ্রাম কোন অন্ধকার ? আমি চতুর্দিকে শুনি
অন্ধকার বাগান রচনা করছে বিশ্রামের— অলক্ষ্য বিজন
পরিশ্রমে সব অন্ধকার এক নিরুদ্বেগ নীলিম সংসার
রচনা করছে। আমার সহজ এক গোপন মলিন
পরিশ্রমে বাগান রচনা করছে। সব অন্ধকার
আলো ভয় করে, সেই অন্তরাল
ভয় করে। অন্তরাল করুণ আড়াল ক'রে সব অন্ধকার
বাগান রচনা করছে। কিন্তু সেই
দুটি জোনাকির স্থির আবির্ভাব প্রস্তুত সজ্জার।

ছলনা, নির্মিত কারুকাজ

ফুলের বাগানে গিয়ে অল্পক্ষণ থাকি। অথচ ফুলের
সৌন্দর্য স্বীকার করে সর্বজন। আমি মনে-মনে
যখন-ই সুন্দর কিছু ভেবে নিতে চাই, তখনই কাছের
মেয়েটির কথা মনে পড়ে। আমি ফুলের বাগানে
যেতে খুব ক্লান্তি বোধ করি।

অবশ্য ফুলেরা ঢের রমণীয়। মেয়েটিও জানে
তুলনামূলক বিচারেতে তার দাবি
নিতান্ত অল্পই। কিন্তু কোন সাহসিক অহংকারে
নিশ্চিন্ত সান্নিধ্যে থাকে সর্বক্ষণ। আমি মাঝে-মাঝে ভাবি
গোলাপফুলের কাছে ফিরে যাবো। কিন্তু কাছে গিয়ে
সব-কিছু নিরাসক্ত মনে হয়। কোন অভিভূত অঙ্গীকারে

মেয়েটির বাড়ির পথ মনে পড়ে, সব আলো দ্বিগুণ জ্বালিয়ে
মেয়েটির চোখের বিদ্যুৎ দেখি, ঘাড় ফিরোবার ভঙ্গি।

ফুলের নয়নে কোনো আলোড়ন নেই। গোলাপফুলের চোখে
কোনোদিন বিদ্যুৎ দেখিনি কোনো, কৌতুকী ঠোঁটের
ওঠা-পড়া। সারাদিন রুদ্ধ অনালোকে
গোলাপ কেবল স্থির প্রতিষ্ঠ খ্যাতির। আমি মনে-মনে ভাবি
একদিন সমস্ত বাগান জুড়ে কলরব, প্রথম ভোরের
আলোয় গোলাপ হানবে ভুরুর তির্যক, স্তব্ধ গন্ধরাজ
বিলোল কটাক্ষে চাইবে চতুর্দিকে। সেইদিন অনিবার্য দাবি
নিশ্চিত বাগানে গিয়ে দেখবো সুন্দর, ছলনা নির্মিত কারুকাজ।

সহজতা

সহজতা পাওয়া কি সহজ ? প্রচলিত ধারণায়
সহজ অবশ্য চারদিকে। যেমন সকালবেলা
আলো হলো, পাখি উড়ে গেলো এইসব সহজতা। কিন্তু ভাবনায়
ছায়া নেমে আসে! আমি কতদিন
দুইটি বিষণ্ণ পাখি দেখেছি, স্পষ্টত বসন্তকালে
ফুলগুলো মুদিত নিশ্বাস, ত্রস্ত চোখ আপাতরঙিন।
সহজতা কোথায় যে আছে, আমি ভাবি।

যদি চাই একদিন নৌকো ক'রে বাড়ি ফিরে যাবো, প্রতিবাদী দাবি
দেখায় বিরুদ্ধ স্মৃতি, অভিজ্ঞতা। পাখি কিংবা ফুলের স্মরণে
কোন অভিজ্ঞতা থাকে! সমস্ত পৃথিবী
মনে হয় বাধিত নিয়মে ম্লান ব'হে যায়, রিক্ত অন্যমনে।

একদিন অত্যন্ত দুপুরবেলা শুনেছি ঘুঘুর ডাক মাঠে
একদিন বাগান পেরিয়ে এসে অকস্মাৎ অপার্থিব দিঘি
আমার চোখের সামনে এসেছিলো।

অভিজ্ঞতা ক্রমশ নির্মাণ করে আমাদের। কিন্তু অভিজ্ঞতা
মাঝে-মাঝে মাননীয় নয় ব'লে মনে হয়। তখন নির্জন
আলোড়িত, আমি দেখি সুদূর সোপান, এক আত্মীয়তা
অনুভূত হয় শুভ্র মৌলিক ভোরের।
কোন ভোর ? কোথায় প্রথম আলো সক্ষম বিজন !
যখন প্রেমিকা তার প্রিয় ভাষা বলে তখনও আমার
কৃত্রিম নির্মিত ছবি চোখে ভাসে। আমি প্রেমিকার কাছে কদাচিৎ যাই।

কোথাও আনন্দ নেই সহজতা নেই বলে। সব ছবি
আরেকটি ছবির মতো, সব প্রেম আরেকটি প্রেমের মতো।
এমনকি কল্পনাও পরিচিত দৃশ্যের সজ্জিত বিন্যাস।
কেবল মাঠের শেষে সাদা আলো, কেবল মাঠের শেষে নিঃসীম আতত
স্বাধিকার। তখন বিষণ্ন পাখি, এমনকি প্রেমিকাও
তখন নিজের ঘরে মনে হয় খুব দুঃখ পায়। অমল উদ্ভাস
করুণ সুস্থিতি তাঁর অস্বীকারে সমর্পিত হবে না উধাও।

সহজ বিকেলবেলা

সর্বজনীন কোনো ভাষা নেই। এমনকি মাতৃভাষা
প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে স্বতন্ত্র বিশেষ।
মাঝে-মাঝে সমস্ত নিঃসঙ্গ যেন দুলে ওঠে, বধির কুয়াশা
চারিদিকে আলোড়িত হয়। ভাবি কোন মূর্খ পরিশ্রমে
আবার তোমার কাছে ফিরে যাবো, দেখাবো রহস্যলীন উজ্জ্বল নিবেশ

যেখানেই মিলিত আনন্দ দেখি সেখানেই রুগ্ন অক্ষমতা
স্পষ্ট হয়। সকলেই নিবিড় নিবিড়তম আনন্দবারতা
প্রকাশ করবে কিন্তু প্রকাশের ভাষা নেই— মলিন দীনতা।
দীনতাকে ঘৃণা করি সবচেয়ে। আমি চিরদিন
রচিত ভাষায় তাই কথা বলি। ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনা
এমনকি তোমার কাছে বলি না কখনো। যেমন বিকেলবেলা
মাঝে-মাঝে সজ্জিত বিন্যাসে আসে সেইরকম নির্মিত রঙিন
ভাষা ব্যবহার করি তোমার সমীপে।

সহজ বিকেলবেলা চিরদিন অবোধ্য নির্জন। সম্পন্ন অলীকে
যখন সে সাজে হয় বরণীয়। কিন্তু ম্লান অসত্য প্রয়াস
বার বার গ্রহণীয় নয় ব'লে মনে হয়। তখন স্থবির
সমস্ত নিঃসঙ্গ যেন দুলে ওঠে। কতবার আহত উচ্ছ্বাস
মানুষ দেখেছি। কতবার সহজ বিকেলবেলা
অবজ্ঞাত, ভালোবাসাহীন জ্বলে, সঙ্গীহীন অক্ষম অধীর।

প্রতিমুহূর্তের সতর্কতা

উন্মত্ততা কিছুতেই ভালো নয়। কিন্তু উন্মত্ততা
কালো রঙ অনায়াসে সাদা ক'রে দিতে পারে।
মাঝে-মাঝে প্রলোভিত হই, ভাবি সেই নির্বোধ ক্ষমতা
গ্রহণ করবো। একমুহূর্তেই বটগাছটাকে
পাখির মতন দেবো হাওয়ায় ভাসিয়ে। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারে
দ্বিধা আসে। আমি চিরদিন পথ দিয়ে হাঁটি
স্বাভাবিক শোভন পোশাক, কখনো উন্মত্ত নয়।

অথচ যখন-ই দেখি বটগাছটাকে কীটদষ্ট পাতার অন্বয়
মনে খুব ক্লান্তি জমে ওঠে। আমি বটগাছটার দিকে
কদাচিৎ চাই। একদিন বিকেলবেলায়
সহসা জানলা খুলে দেখেছি দুইটি নৌকো, তিনটি পাখিকে
হিজলগাছের ডালে উন্মোচিত। এইসব স্মৃতি মনে আছে।
স্পষ্টতা কখনো ভালো নয়। কিন্তু উন্মত্ততা
এলোমেলো আবেগী শৈথিল্যে রুগ্ন প্রলাপী উচ্ছ্বাস।

নিঃসীম দুইটি নৌকো, হিজলগাছের ডালে
তিনটি পাখির কথা সারাদিন ভাবি।
মনে হয় গভীর বিশ্রামে আছে বটগাছটার অন্তরালে।
স্বাভাবিক শোভন পোশাক আমি চিরদিন একান্ত দু-চোখ
জেগে থাকি। জাগ্রত চেতনা চাই, প্রতিমুহূর্তের সতর্কতা।
নোংরা উঠোন ভাবি, হাওয়ার চীৎকার ভাবি, কোনখানে চাবি—
সারাদিন উন্মুখ চেতনা জাগে একা-একা, পরিব্যাপ্ত সম্পূর্ণ আলোক।

অনিবার্য

শিশু গাছগুলো সব বড় হলো। আমি কতদিন
শিকড়ে-শিকড়ে জল দিয়েছিলুম। আমি সারারাত্রি জে
ভাবতুম কচিপাতাগুলো সব আরো দীর্ঘ, তামসী গহিন
আঁধারে একটি ক্ষীণ শাখার সূচনা যেন দ্যুতি।
সারাদিন স্বপ্নের ভিতরে শুধু গাছগুলো বড়ো হয়েছিলো।

এখন বাগান-ভরা অন্ধকার, যতো হাওয়া দিলো
দক্ষিণের থেকে ততো ডালপালা উল্লোল আবেশ।

আমি অনাসক্ত দেখি, আমি অন্যমন
ঘরে ফিরে যাই। তবু, কোনদিকে ক্লান্ত নির্নিমেষ
দৃষ্টির শীতল ? তারা কোন অনিবার্য স্পষ্ট করে।
আমি মনে-মনে ভাবি পথের শেষের দূর সক্ষম বিজন
সাদা জ্যোৎস্নার বাড়ি, মাদুর বিছানো, সাদাফুল অনিমেষ ঝরে।

থেকে-থেকে কোন আগন্তুক ধ্বনি, সচকিত শব্দের নির্জন।
আমার ঘরের থেকে দশটি ইঁদুর কালো লোমশ ইচ্ছায়
বাগানের কোনদিকে গেলো ? আমি কোন হেমন্তের
শীতল ক্ষুধিত হাওয়া শঙ্কিত গোপন
ঘর ভ'রে নিমগ্ন সঞ্চয় করি। শিশু গাছগুলো
আজ বড়ো হলো। আমি বাড়ি ফিরে যাবো, আমি ধবল স্বপ্নের
নিবিড়তা যতো ভাবি ততো বিসর্পিল পথ, উল্লোল বৈশাখ, লাল ধুলো।

বিশুদ্ধ কমল

কল্পনা কখন মৃত হয়ে যায়। কিশোরবেলার
সেই পক্ষিরাজ আর কোনোখানে নেই। এমনকি-আমাদের
বিস্ময়গুলিরও স্থির হতে হয়। খোলা জানালার
প্রান্তর এখন আর তেপান্তর নয়। এইসব অত্যন্ত সত্যের
মতো মনে হয় আমি সহজ বিরামে গিয়ে বসি
ছোটোবাগানের প্রিয় গন্ধরাজ গাছের ছায়ায়।
চারিদিকে নির্জনতা আরো গাঢ় শিখার জাগাই।

কোনো পক্ষিরাজ নেই কোনোখানে, কোনো তেপান্তর, যতোদূর চাই
কেবল একটি একাগ্রতা, একটি তন্ময়।

মাটির গভীর থেকে ধ্বনি ওঠে, প্রতিটি ফুলের ঝরে পড়া
নিঃশব্দ ঘণ্টার মতো, আদিগন্ত সান্দ্র দ্যুতিময়।
কোন অলৌকিক জ্যোৎস্না নেমে আসে প্রস্তুত সজ্জায়
পাতায়-পাতায়। আর সেই মনোময় সরোবর
অকম্প শিখার মতো আবির্ভাব, নিপুণ অমোঘ স্থিরতায়।

কোনো জাগরণ নেই কোনোখানে। সাতসমুদ্রের কলস্বর
কিংবা সেই হীরামন পাখিটির স্বর্ণিল নির্দেশ।
কল্পনা কখন মৃত হয়ে যায়, আমাদের বিস্ময়গুলির
কতো সহজের অবসান! শুধু এক অনিঃশেষ
মোমবাতি সমগ্র সময় তার হিরণ্ময় শুভ্র সংহতির
বড়ো সরোবর নীল মূর্ত করে। সেইখানে বিশুদ্ধ কমল
জেগে ওঠে একটি সীমায় আর নিবিড় কেন্দ্রের নিরুদ্দেশ।

মালী

কেবল একটি মালী সারাদিন স্থির কর্মরত। রৌদ্রময়
সমস্ত সকালবেলা শিকড়ে-শিকড়ে জল দেয়।
পাকা পাতা ছিঁড়ে ফেলে। একাগ্র তন্ময়
মলিন মাটির বুক ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কৃত করে। দুর্বল লতাটি
বেড়ার উপর রাখে। কিন্তু কোনোদিন
কোনো সাজি আনে না কখনো। শুধু পরিপাটি
বাগান সাজায়, ভাবে এ-গাছের থেকে
ও-গাছের দূরত্বের পরিমাণ। উজ্জ্বল রঙিন
ফুলগুলো গাছের শাখায় আর যখন-ই ঝরেছে
নিস্পৃহ প্রস্তুত ছুটে আসে, ঝরা ফুলগুলি

কোথায় যে ফেলে দেয় জানিনি কখনো। শুধু রাত্রিবেলা
নির্জন বাগানে দেখি দাউদাউ আগুন জ্বলেছে—
একটি নিঃসীম মালী শীত পোহায়, শান্ত অবহেলা
পাকা পাতাগুলি আনে, ঝরা ফুলগুলি আনে, দুই হাতে
মুঠো-মুঠো ছুড়ে দেয় আগুনের ভিতরে অমোঘ।
তখন বাগান মূক নিস্পৃহতা, লাল ফুলে অনপেক্ষ মাতে।

আদিগন্ত

যে-কোনো পথের বাঁকে ঈশ্বর আসেন। আমরা কেবল
দেরি ক'রে যাই। আমরা কেবল
শুনি ইতস্তত ধ্বনি, বিকীর্ণ সজল
বকুল গন্ধের পাশে আহত দাঁড়াই।

এক মুহূর্তের ত্রুটি। এক মুহূর্তের
ভিন্নতায় সমস্ত জীবন রিক্ত মলিন তমসা।
কত যে সম্ভব ছিলো দিকে-দিকে, শুধু আমাদের
মুহূর্ত বিলম্ব সব আড়াল করেছে।

সব কিছু আপতিক যোগাযোগ। একটি নিমেষে
দুইটি পাখির কণ্ঠ এক হয়ে অমূর্ত আকাশ
এনে দিতে পারে, বাগানের শুভ্র অনির্ভর
ফুলের ভিতরে জ্যোৎস্না হতে পারে দ্বিতীয় প্রকৃতি।

প্রতীক্ষা রয়েছে গাঢ় সংগোপন। ম্লান অনুস্মৃতি
ভিতরে-ভিতরে এক মহান ধ্যানের জাগরণ :
সমস্ত শূন্যতা ভ'রে আগমনী, মাটির কুহক অন্ধকারে
জাগ্রত প্রস্তুতি বাজে কোন অলৌকিক উন্মোচন।

যে-কোনো পথের বাঁকে ঈশ্বর আসেন। সমস্ত জীবন
কেবল ভাবনা ঠিক কোন পথে এখন ঈশ্বর!
কোথায় নীলিম ঘণ্টা বেজে ওঠে, অসম্ভব বিকীর্ণ গহন
বর্ণের গন্ধের মধ্যে ভাবময় একটি গোলাপ।

এ-পথে ও-পথে বেলা শেষ হয়। এ-পথের শেষে
চন্দন সুরভি আর ও-পথের লুণ্ঠিত বিষাদ;
ছিন্ন মালা, থামা-বাঁশরীর স্তব্ধ অন্তর্লীন মেশে
শাশ্বত কান্নায়। আর আদিগন্ত মূক অবসাদ।

সেই দুটি পাখি

পোড়োবাড়িটার মলিন ছাদের পশ্চিম কোণে ছিলো
সেই দুটি পাখি। দেবতা তাদের রোজ ভোরবেলা উঠে
কী করে উড়তে হবে এই সব কথা বলতেন।
সেই দুটি পাখি বড়ো হলো, তবু আমার সময়
আজো সেই দুটি পাখি।

সন্ধ্যাবেলায় একটি শিখার মতন যখন আকাশ
শুনি অমলিন কণ্ঠ, মগ্ন সেই দুটি পাখি
ধূ-ধু জ্যোৎস্নার স্থিরতা কাঁপায় অমোঘ উচ্চারণে।
এই দিকে ঘর ওই দিকে বাঁশবন
পাশে খর মাঠ প্রস্তুত নিস্তব্ধ।

যে-কোনো খড়ের ভিতরে নিথর মৌলিক জাগরণ।
আমগাছটায় যখন রাত্রি নামে
ভয়ে-আনন্দে উতরোল কাঁপি, কী ভীষণ জানি
আমগাছটার অন্ধকারের ভিতরে লক্ষ মশাল
সহজ জ্বালালো— আমগাছটার জামগাছটার এমন কি ম্লান
গন্ধরাজের ভিতরে অমোঘ সেই দুটি পাখি।

তমসা

দুই হাতে চাল ছড়ালেই সেই পোড়োবাড়ি থেকে
দশবিশজন পায়রা আসতো, গাঢ় কালো রঙ
যেন ভৌতিক অমাবস্যার। রোজ ভোরবেলা উঠে
দুই হাতে চাল ছড়াতুম আর সারাটা আকাশ
চিরে ফেটে গিয়ে আলো হ'তো চারিদিকে।

দশবিশজন পায়রা অমোঘ নিঃসীম উচ্ছ্বাস
কোনদিকে যাবে ? কোনদিকে প্রেত সিঁড়ি ?
চুনবালিখসা হা-হা-করা ছবি অন্ধকারের
ভিতরে শীতল কঙ্কাল নাকি স্থির
স্তব্ধতা যেন স্তরীভূত বিদ্যুৎ।

আলো যতো বেশি ততো মুঠো-মুঠো চাল ছড়াতুম
আলো যতো বেশি ততো প্রকাশিত কৃষ্ণচূড়ার
উদ্ধত লাল, টগরগাছের উচ্ছ্বাসী সরলতা।
দশবিশজন পায়রা আসতো— অমাবস্যার
অন্ধ আদেশ কৃষ্ণচূড়ার টগর গাছের
পাশাপাশি আর তারপর সেই অমোঘ ক্ষমতা
ফিরে যেতো সেকি জাগ্রত ক্রূর দন্তিল তমসায়।

মলিন কৌতুক

যে-কোনো ভিড়ের মধ্যে সহসা নিশ্চিত
একটি উজ্জ্বল মুখ অসম্ভব আলো জ্বেলে
আবির্ভূত হবে। নাকি ঠিক আলো নয়, প্রবীণ বিক্ষত
বৃক্ষের উপর জ্যোৎস্না, অলৌকিক সমুদ্রের
সাত লক্ষ ঢেউয়ের ফণার তীব্র। দুই চোখ মেলে
একবার নিস্তব্ধ ঘোষণা রক্ত বিদ্যুতি শাসন। তারপর
শান্ত অপস্থৃতি যেন করুণ মেঘের ভেঙে-যাওয়া। যেন সুদূরের
অবজ্ঞাত মলিন দিবস যেন অন্ধকার গুহার ঈশ্বর।
যেন তেপান্তরে সাদা শাড়ি পরে মরুময় কুয়াশার বুকে
লুণ্ঠিত নায়িকা আর চিরদিন গগনে-গগনে উচ্চারণ।
যে-কোনো ভিড়ের মধ্যে একই পরিচিত দৃশ্য বার বার মলিন কৌতুকে।

নেই

অন্ধকার সর্বত্রই একরকম। নতুন দেশের
অন্ধকার কোনো অভিনব নয়, কোনো উন্মোচন। আমি দুই চোখে
চিরে-চিরে দেখি এই অন্ধকার, এই বিদেশের
প্লাবিত প্রান্তর আর নিশীথিনী। আমি মনে-মনে
তামসী বিদ্যুৎ আঁকি, সঘন সমুদ্র, রক্ত মূর্ত তেপান্তর
ভ'রে কোন অনির্দেশ অমাবস্যা, তাপিত নির্জনে
চৈত্রের দুপুর দুটি হিংস্র ফল, লুণ্ঠিত প্রহর
আর অবিরহ নিঃস্ব গোরুর গাড়ির চাকা। কিন্তু নির্নিমেষ
অন্ধকার কেবল নিস্তেল জল স্নায়ুহীন দ্যুতিহীন ক্ষুধা
যেন ঘৃণ্য ঘাটের পাশের মৃতদেহ, নিরক্ত নিঃশেষ

বিবর্ণ ফুলের রুদ্ধ সাদা। যেমন তোমার
অসুস্থ প্রণয় তার অভিজ্ঞতা, যেমন কুটিল
মানুষের দাঁত-চোখ— সর্বত্রই এক-ই অন্ধকার!
এই বিদেশেও নেই প্রাচীন তন্ময় বাড়ি, নিস্তব্ধ নিখিল

বাড়ি ফিরে

বাড়ি ফিরে বিষাদ বিস্তীর্ণ হয়। তোমার বাগানে
আজো সারাদিন আমি নির্নিমেষ। দেখেছি হলুদ
ফুলগুলো রৌদ্রের ভিতরে এক দাবদাহ, এমন কি শ্বেত
করবীফুলের বুকে দ্যুতি এলো। তাপিত বারুদ
পাতায়-পাতায় আরো মাটির নিস্তব্ধে। আমি যার পদধূলি
মাথায় নিলাম সে কি সুদূর ঈশ্বর নাকি নগ্ন হিংস্র প্রেত
দন্তিল চীৎকারে? বাড়ি ফিরে সব কথা চিন্তা হয়।
প্রথম ভোরের বেলা মনে পড়ে, প্রার্থনার গাঢ় ভাষাগুলি—
অঞ্জলির সচন্দন গন্ধপুষ্প দেখি ম্লান বিকৃত পাণ্ডুর
হাতের মুঠোয়— আমি নির্বোধ বিস্মিত
কোন চরণের উপস্থিতি, কোন শুভ্র ঘোষিত নিশ্চয়!

একদিন

একদিন আর কোনো দুঃখই পাবো না। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এসে
দামি ইজিচেয়ারের ভিতরে নিজেকে সঁপে দিয়ে
বেয়ারার হাতে ঠাণ্ডা জল খাবো। একদিন অত্যন্ত কৌতুক বলে মনে হবে
এই সব— কবিতা, বিনিদ্র রাত্রি, শিল্পের গভীর গভীরতম মানে।

যেমন এখন কুড়িবছরের প্রেম বহুদিন পরে ফিরে এসে
চুলের ভিতরে হাত রাখলেও শুধু মাত্র মমতা ঘনায়,
কোনো উত্তেজনা নয়, শিহরন নয়, সেই রকম সহজ আঙুলে
একদিন প্রিয় কবিতার বই খুলে পড়বো। একদিন আর কোনো
দুঃখই পাবো না— অন্ধকারে একটি সবুজ পাতা ঝরে গিয়েছিলো ব'লে

একটি দুইটি ফুল

কোথাও শিকড় নেই, ফল নেই। শুধু মাঝে-মাঝে
একটি-দুইটি ফুল রক্তিম উজ্জ্বল।
যেন অন্ধকার থেকে আসে, যেন অতর্কিত বাজে
বনের নির্জন চিরে ঘণ্টাধ্বনি। ওরা কি ঈশ্বর ?
ওরা কি কিশোর বেলা যাকে দেখেছিলুম বিরল
সাঁকোর বাঁ পাশ দিয়ে চলে যেতে ? মূক অন্যমন
সমস্ত দিগন্ত ভ'রে একটি নিঃসীম এক নিশ্চিত প্রহর
জাগায় হেমন্ত যেন নিস্পৃহ একক।
কোথাও শিকড় নেই, ফল নেই। সমস্ত জীবন
অনাসক্ত ভোরবেলাকার পথ, তবু মাঝে-মাঝে
একটি দুইটি ফুল কেন স্তব্ধ ? কোন আবশ্যক ?

শ্বেতপদ্ম

শুধু ব্যবহারগুলি জেনে নিতে হয়। প্রত্যেক বস্তুই
স্বতন্ত্র প্রস্তুতি— সেই মন্ত্র, সেই তামসী বিদ্যুৎ
সহসা স্ফুরিত— শুধু কান পেতে থাকো। ঘরের চড়ুই,

দালানের ওদিকের ভাঙা কাচ, গলির বাঁকের কাছে
নীল লাটিমের টুকরো সব যেন আগ্নেয় উৎসব, নিভন্ত হলুদ
শুধু প্রতীক্ষার, শুধু দ্বিতীয় বস্তুর সমাহার, কখনো বা
তৃতীয় বস্তুর, কখনো বা
দ্বিতীয় তৃতীয় সব একাকার : মিশ্রণের এক রীতি আছে
তাকে জানো। অরক্তিম পাতাগুলো দলিত বিস্মৃত রুগ্ন বোবা—
হাওয়ার কৌশল চাই, হাওয়ার উত্তম চাই, একমুহূর্তেই
সব যেন পাখির মতন যেন সমস্ত আকাশ
আলিঙ্গন, স্বর্ণিল বিকাশ আর শ্বেতপদ্ম প্রতিষ্ঠ গৌরব শান্ত শোভা

অন্বেষণ

অন্বেষণ অন্ধকারে নয়। আলোর ভিতরে
অন্বেষণ চাই। জাগ্রত দুপুরবেলা
নিবিড় অশথগাছ প্রশ্নাতুর, স্থির সান্দ্রস্বরে
জ্যোৎস্নার ভিতরে নদী উন্মুখর— আমি সেই মতো
এবার জেনেছি। দীর্ঘকাল শৈশবের খেলা
তামসী নিস্তব্ধ ধ্যানে স্থলপদ্ম, রক্তিম বিতত
গোলাপ, কখনো কীর্ণ শুভ্র দ্যুতি সাত সমুদ্রের
অন্তরাল— মলিন লুণ্ঠিত সমর্পণ, তন্দ্রাভরাতুর
সম্মোহন অস্পন্দ নির্দেশ! আজ নির্বোধের
বাসনা ভুলেছি আজ প্রবীণ সক্ষম দুই চোখে
প্রতিটি কণার তাপ বিশ্লেষণ করি, গুণ্ঠিত সুদূর
তার অন্বেষণে চাই নির্বাচন জাগ্রত আলোকে।

নির্মাণ

পাত্রের গঠন চাই নির্বাচিত। অনপেক্ষ জল
প্রতিমুহূর্তেই মূক সমর্পিত, যে-কোনো পাত্রই
বাধিত নিয়তি। আমি সারাদিন জাগ্রত কৌশল
জেগে থাকি, সচেতন নির্বাচন চাই। চারিদিকে
অসংখ্য সংবাদ রক্ত আমন্ত্রণ, বিকচ প্রস্তাব, প্রতিটি শব্দই
ক্ষুধিত আঁধার। আমি সতর্ক চেতনা চাই, এমন কি চিন্তাও
পরিত্যাজ্য, চিন্তা তো পাত্রই! আগে নেবো শিখে
গঠনের কারুকাজ, কাঙ্ক্ষিত বিন্যাস। দুপুরবেলায়
সমস্ত পৃথিবী খুব নিকটের, পাতার কান্নাও
শোনা যায়— দেখি দ্যুতিহীন বাড়ি, থামের নিস্পৃহ আর সমস্ত নির্জন
গুণ্ঠিত প্রকৃতি এই ফুল হলো ফল হলো— অশ্রুময়তায়
এমন কি উচ্চারণ নেই, রেখা নেই, শুধু শ্বেত নির্বোধ অঞ্জন।

প্রাসাদ

ছবিটা সম্পূর্ণ শুধু মনে আছে। আমি কোনো রেখা
বলতে পারি না। আমি কোনো রঙ
ভাবতে পারি না।

শুধু অবগাঢ় খুঁজি কোন রেখা, শুধু নির্নিমেষ
রঙের বিন্যাস ভাবি। রাত্রি দিন
এই অন্বেষণ।

কোনোদিন ছবির ভিতর থেকে রেখাগুলো আলাদা করতে
পারবো না? রঙগুলো বিশ্লিষ্ট দেখাতে?
আমার সমস্ত বেলা এতো দ্যুতিহীন।

যেমন স্বরের কেন্দ্রে বাঁশি ছিলো এখনো বুঝিনি
যেমন ফুলের মধ্যে কটি পাপড়ির সমন্বয়
যেমন প্রেমের মধ্যে নারী।

আমার সমস্ত বেলা ম্লান অন্বেষণ। একবার
বাড়ির ভিতরে ফিরি। একবার
বাড়ির অনেক দূরে

দেখি নিঃস্ব বকুল-ছড়ানো মাটি, গোধূলির নিস্পৃহ বিষাদ।
আমি ভাবি বাড়িতে ফেরার বেলা হলো। কিন্তু কোন ঘর
ভাবতে পারি না। শুধু আলুলিত একটি প্রাসাদ।

অস্বীকার

হারিয়ে-যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সব পথগুলো
এতো বেশি চেনা। আমি ভিড়ের ভিতর
অন্যমন আরো দূরে চলে যাই।

যতো দূরে যাই দেখি ম্লান ছবি। কবেকার দেখা
সাদা বাড়িটার পাশে ঝাঁকড়া গাছ। আমি ঠিক জানি
বাড়ির ওপাশে আছে সরু গলি।

আমি খুব ক্লান্ত হেঁটে যাই। নতুন পথের পাশে
দাঁড়িয়ে সহজ জানি কোন পথে গেলে বাড়ি পাবো।
চেনা সিঁড়িটার কথা জানি, দরজার কপাট।

যেমন ফুলের আগে বলে দিই ফলের বিন্যাস
আলো জলবার আগে দৃশ্যগুলি অরক্তিম দেখি
নৌকো ভাসাবার আগে তীর।

আমি কোনো প্রতিবাদ করি না। কেবল
দুপুরবেলার পথে দেখি বৈশাখীর স্তব্ধ আলো
দেখায় প্রতিটি বৃক্ষ, নির্মেঘ আকাশ

সব স্পষ্ট রৌদ্রময় নিশ্চিত ঘোষণা। বাড়ি ফিরবার পথে
শুধু মনে হয় এক বিরাট দৈত্যের মুখ লুণ্ঠিত বিষাদ
দগ্ধ কীর্ণ আর্ত অস্বীকার শুয়ে আছে।

ঘণ্টাগুলি

কেবল গোলাপ দুটি মনে আছে। আর কোনো ফুল
মনেই পড়ে না। সেদিন বাগানে
কতোরকমের ফুল ছিলো।

আমি সর্বক্ষণ ভাবি নির্নিমেষ। এখন আমার
বাগানে ফেরার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমার
সারাদিন কেবল ভাবনা।

শিউলিগাছটা ছিলো কোনদিকে, ডালিমগাছটা?
আমি কেন শিউলিফুলের কথা ভাবতে পারি না? আমি কেন
করবী ফুলের কথা ভাবতে পারি না?

বাগানে ফেরার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমার
কেবল গোলাপ দুটি— আর কিছু নয়।
কেবল গোলাপ দুটি আর ম্লান নত ঘণ্টাগুলি।

গজমোতিমালা

অন্ধকারে আমি কোনো ছবিই দেখি না। আমি একদিন
অন্ধকারে গোলাপফুলের ছবি দেখবো। নিবিড়
অশথগাছের ছবি।

ভোরের আলোর মধ্যে গোলাপ ভোরের। বৃষ্টির আলোর
ভিতরে গোলাপ শুধু বৃষ্টির মলিন। আমি কোনোদিন
গোলাপ দেখিনি তার নিজস্ব আলোয়।

অন্ধকারে কী-ভাবে গোলাপ জ্বলে? অন্ধকারে
কী-ভাবে অশথগাছ? দুই চোখ বুজে
এই সব নির্নিমেষ ভাবি।

আর বেলা শেষ হয়, আর অন্ধকার
নেমে আসে খেজুর গাছের শেষে, নদীর ওপারে।
আমি শুনি দরজা খোলার শব্দ—

বিরাট প্রাসাদ তার শান্ত অন্তরালে
সব একে-একে যায়, সব দৃশ্য শুধু
মুদিত চোখের সামনে অলৌকিক গজমোতিমালা।

তোমার বাড়িটা শুধু

তোমার বাড়িটা শুধু মনে আছে। ছাদের কার্নিসে
নবীন অশথগাছ। তোমার বাড়িটা
এতো স্পষ্ট মনে আছে।

বাগানের বকুল-ছড়ানো মাটি মনে আছে।
সকালবেলার সিঁড়ি, বিকেলবেলার
বারান্দার ছড়ানো মাদুর।

অনেক নির্মাণে দিন কেটে যায়। তোমার বাড়িটা
আর কোনো দ্বিতীয় নির্মাণ নয়। তোমার বাড়িটা
আজো সেই ঘষা-ইট রঙ।

নির্মাণ চলেছে মূক দিকে-দিকে। প্রতিমুহূর্তেই
পরিবর্তিত আলো। প্রতিমুহূর্তেই
গোলাপ অপর কারুকাজ।

তোমার বাড়িটা শুধু মনে আছে। তুমি কোন
দ্বিতীয় নির্মাণে আজ? তুমি কোন
প্রসন্ন বাড়ির?

পদ্ম

বর্ণের মাধ্যমে সব মনে রাখি। প্রেমিকার চলে-যাওয়া
পীতবর্ণ। দুপুর বেলার পাতা-ঝরা
ধূসরাভ।

অন্ধকার ঘরে সব বর্ণ জ্বালি। অন্ধকারে
দশ-বিশ-পঁচিশ রকম দ্যুতি। এইসব
অন্তহীন পরিশ্রম।

মাঝে-মাঝে উল্লোল হাওয়ার তীব্র। আরো বিচ্ছুরণ
আগ্রহী উচ্ছ্বাসে আসে : প্রথম মৃত্যুর
অবগাঢ় রক্তিম তামসী রূঢ় দাবি।

অভ্যর্থনা সহজ প্রস্তুতি। আর কিছু নয়
বসন্ত বিকাল নয়, শব্দের প্রকাশ নয়
শুধু উন্মীলন :

নদীর জলের মধ্যে কোনো কিশোরের ছবি নেই।
প্রেমিকার নিবিড় উত্তাপে কোনো যুবকের দৃষ্টি নেই
শুধু সান্দ্র দেওয়ালি রাত্রির একা।

যেন অনিমেষ বৃষ্টি চতুর্দিকে, সংহত সুদূর
একটি বাঁশির আর সমগ্র সময়
বহুবর্ণ অলীক পদ্মের স্থিরতায়।

ঈশ্বর

শিশুদের খেলা আমগাছটার তলায়
এলোমেলো খেলা।
বিকেল অনেক হলো।
শিশুদের খেলা স্বতঃস্ফূর্ত অরচিত ঘনতায়
অদৃশ্য নদী, বনান্তরের বিশাল।
বিকেলবেলায় মালতী হয়েছে জাগ্রত অবহেলা।

সহজ সাজেই বাগানে দাঁড়াও। আমিও সহজ
পোশাকে বাগানে এসেছি।
যে-কোনো পথেই সান্ধ্যভ্রমণ। রাখবে না খোঁজ
কোনদিকে দিঘি, কোথায় নদীর সুদূর।
কেবল আত্মবেশী—
স্বতঃস্ফূর্ত যাওয়া আরো বেশি বিশুদ্ধ কল্পনা।

শুধু সুশোভন প্রস্তুতি। শুধু অলক্ষ্য বিবেচনা
ভাবময়তায় একক।
ঈশ্বর ক্রমপরিণত। নীল আমগাছটার তলায়
অমল শিশুর কণ্ঠ, অমল আমাদের সাহজিক
অনির্দিষ্ট ভ্রমণ।
গাঢ় গাছটার পাতার আড়ালে মূক নির্মাণ অনিকেত তন্দ্রায়।

জাগরণ

তোমার জন্য জাগরণ আছে অনেকদিন।
বিবেচিত জাগরণ
ভাষা আছে, আছে সাধু ব্যবহার।
গাছের শিরার মতো জাগরণ স্থির অমলিন
তোমার জন্য। নিবিষ্ট শ্রম আর
সেতুর নিজের আলো-আঁধারির পথ।

দৃশ্যত কিছু নেই। শুধু লাল বাধিত শপথ—
কিছু অনুমান, কিছু ইঙ্গিতবহ
ধ্বনি যেন এক নিস্তব্ধতা একাগ্র নির্মাণ।
কেবল নীলিম প্রকাশিত সমারোহ
প্রতিটি মাটির ব্যবহার চাই, প্রতিটি ছবির
তোমার জন্য অর্পিত সম্মান।

শুধু মাঝে-মাঝে একটি পাখির বিরতি, মালতীলতায়
এলানো বিকাল।
ক্রমপরিণত তাপিত বিকাশ। সচেতন নিষ্ঠায়
অনলস জাগে। যাবতীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার
সমাহার আরো বিন্যাস চাই তোমার জন্য
নির্মীয়মাণ বধির।

অরচনা

মৃক পাতাগুলো তামসী নিথর হাওয়া
উড়িয়ে আনলো।
তখন ভোরের বেলা।
ভোরবেলাকার আকাশ বাগান, প্রস্তুত আসা-যাওয়া
হলুদ পাখির, কালো ভ্রমরের।
স্পর্ধিত আলো জাগ্রত অবহেলা।

তুমি কোনদিকে জানলা খুলেছো? আমার ঘরের
সব জানলাই খোলা।
ছিলো অরচিত বাড়ি। ঋজু থাম শ্বেত পাথরের
নিস্তব্ধতা। কাগজ উড়তো পালক উড়তো
কাকের মুখের নিমফল আরো মাকড়সা আরশোলা।
আমরা দু-জন ছিলাম।

মৃক পাতাগুলো গুঁড়িয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে দিলাম—
এই অরচনা।
সারাদিন ঘরে ধুলো জমে বালি, সন্ধ্যাবেলায়
আমরা দুজন খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বো।

কাল ভোরবেলা যেতে হবে? শীত বধির সম্ভাবনা?
কেবল স্তব্ধ থামগুলি স্থিরতায়।

অনির্ভরতা

মৃত ডানা দুটি জামগাছটার তলায়
নিস্পৃহ ডানা।
আলো পরিণত হলো।
মৃত ডানা দুটি অশাসিত, স্থির অবিরোধী ঘনতায়
একটি ইচ্ছা, অনন্য জাগরণ।
প্রকাশিত জবা, গোলাপ — সকল রীতিগুলি আছে জানা

প্রতিমুহূর্ত পরিবর্তিত— জাগ্রত প্রশাসন
অনতিক্রমণীয়।
মাটির উপর দুইটি ফলের আঁধার
অনুবর্তিত নদী, চলমান মুখের রোপিত নীরব।
প্রতিষ্ঠ স্বাধিকার
মৃত ডানাদুটি স্মৃতিহীন, শ্রম ঘোষিত অনাত্মীয়।

মাটির ভিতর প্রস্তুতি, ঋজু থামের নিশ্চয়তা
শাসিত সমর্পণ।
মৃত ডানা দুটি জাগ্রত প্রখরতা।
সংস্কারহীন অনির্ভরতা; পরিণত উপহার
নিষ্ঠ, গোলাপ বিকশিত আরো জবাগুলি কাঞ্চন।
মৃত ডানা দুটি কেবল অস্বীকার!

বার্তা

অর্ধজাগরণে তোমার নিকট এই বার্তা।
তন্ময়তা এখন বিস্মৃতি প্রতিটি বস্তুর অবস্থিতি
মেঘময়তার রম্য উজ্জীবন, কেন্দ্রাতিগ নির্মাণ।
গুহার ভিতর আঁধারতা
দ্যুতিপ্রাণতায় বেজেছিল-সাফল্য, প্রতিশ্রুত সোপান
একটি বস্তু একটি মন্ত্র এক বর্তমান।
হেমন্তবেলায় পরিণত ফল সমগ্র বারতা
অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিস্তব্ধ জাগ্রত রথ
অচঞ্চলতা— তাপিত ঘোষণা নিদ্রাবিষ্ট নয়
জাগরণ নয়।
দিগন্তপ্লাবিত একটি পদ্ম, শ্বেতপদ্ম
ধ্যাননিলীন আলোকময়
তোমার নিকট সর্বস্ববিকশিত এই বার্তা।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

অর্থহীনতা তোমার সাহচর্য।
মালতীলতায় বিকশিত পুষ্প, দিগন্তরেখায়
তাপিত বর্ণালি— অনির্ভর বাতায়ন, অসংযোজিত আবির্ভাব।
স্বপ্নিল বলাকা উড়ে যায়।
দীর্ঘদিবসের এই যাত্রাকাহিনী এই জ্যোতির্ময়তা, অন্তর্লীন স্বভাব
নিদ্রিত সমর্পণে তোমারই অভিমুখীন, অর্পিত গাঢ়তায়
বেজে ওঠে কুসুমিত সরোবর, আঁধারিম বিহঙ্গ, গোধূলির অবিচ্ছিন্নতা।

অনির্দেশ স্বর্ণতরণী ক্রমবিকশিত অনন্ত ধ্বনি
যাত্রী ও যাত্রার অভিন্নতায় জিজ্ঞাসাবিরত চলমানতা।
কূলের প্রত্যাশা নয় মৃত্যুর স্নিগ্ধতা নয়
অর্থহীনতা, অলীক বিদেশিনী, জাগ্রত সহচরী
এই গোধূলির মূক সম্পূর্ণতা তোমার আমার এই নির্মাণ
বিস্তীর্ণ দিগন্তের একটি পদ্ম, নিস্তব্ধতা স্ফুরিত শর্বরী।

অভিসার

আলস্যরঞ্জিতা তোমার কুঞ্জবনে এই অভিসার।
পথ বর্ষণমুখরিত নয় সর্পসঙ্কুল অরণ্যময়
প্রতিবন্ধকতা দূরস্থিত স্মৃতি, অনুপস্থিত রৌদ্রময়তার
স্মৃতিউজ্জীবনী ভবিষ্যউদ্ভাসনী সন্ত্রাসকুটিল দহন।
ইঙ্গিতসঘন প্রিয়
সমগ্র বিশ্ব মৌন অবলুপ্তি ক্রম-অপস্রিয়
বর্ণময় আলেখ্য রক্তময় প্রস্তাব বিদ্যুতি উচ্চারণ।
নিস্তব্ধতা স্ফুরিত বিস্মৃতি নিঃস্ব বিবর্জিত উপস্থিতি
মেঘময়তায় তন্দ্রানিলীন উজ্জীবন, ভাবময় দ্যোতনা।
শ্যামলিম পথ অর্পিত অভিসার
ম্লান জ্যোৎস্নালোকে শাশ্বত সময় একটি সন্তার—
অশ্রম অপ্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষাহীনতা।
অনুশাসিত অতীত নয় বাসনা নির্দেশিত ভবিষ্যৎ নয়
অনুষঙ্গরিক্ত এই বর্তমান প্রবহমানতা।
আলস্যরঞ্জিতা তোমার কুঞ্জবনে অনন্তকাল
চৈতন্যবিলুপ্ত আমার যাত্রা, আমার সমগ্রতা।

শ্বেতপদ্ম

রঙের ব্যবহার এখন সীমিত। এখন কেবল
সাদা আর কালো। এখন তোমার প্রতিফলনের উপচার
সাদা আর কালো।

দুপুরবেলার আলস্যনিদ্রা, বিকেলবেলার
হলুদাভ আলো— এরই ভিতর তোমার প্রণয়
তোমার অভিমান।

আলতো চুম্বন অথবা উদাস ক্ষণিক হাত রাখা
নমিত পিঠের শীতল সহজতায়। পশ্চিমদিকের
মাঠের উপর নীরব ভ্রমণ।

শিশুরা খেলা করে, প্রজাপতি ওড়ে, নিমগাছের তলায়
নিমফল ছড়ানো। কাঠবেড়ালির স্তব্ধতা, নির্জন গোরুগুলোর
চিরকালের নিরাসক্তি ঘাস ছেঁড়ে।

জামরুল গাছ নেই, কৃষ্ণচূড়া নেই, তোমার আগ্রহ
খোঁপার অন্তরালে গোলাপের রক্তিম সংগ্রহ করেনি—
অলস স্বাভাবিকতা। আধো-অন্ধকার সন্ধ্যায়

আমরা বাড়ি যাবো। শিশির ঝরার স্তব্ধতা, গোরুর গাড়ির স্তব্ধতা
অস্বীকৃত তন্দ্রায় ধ্যানমগন শ্বেতপদ্ম অকম্পিত শ্বেতপদ্ম—
তোমার দুই হাত অলস সমর্পণে আমার দুই হাত।

রূপান্তর

ভিড়ের মধ্যে যখন তোমার নাম ধ'রে ডাকি
তুমি আমায় খোঁজো— তুমি এ-দিকে চাও তুমি ও-দিকে চাও
এই আমার আনন্দ, আমার সারাদিন। ভিড়ের মধ্যে
আমি বারবার নাম ধ'রে ডাকি।

তোমার ভাবনা আমাকে ভাবায়। তোমার ভাবনায়
আমার দ্বিতীয় চিত্র, আমার রূপান্তর।
আমি কি রাজপুত্র? উদাস পথিক? নবীন বালক বীর
কর্ণে কৃষ্ণচূড়া, গন্ধমদির উত্তরী।

ভিড়ের মধ্যে সবার আড়ালে আমি তোমার
চোখের কাঁপা দেখি, ভুরুর কম্পন।
আমার জন্মান্তরের প্রথম প্রস্তুতি আমাকে মাতায়—
এই আমার আনন্দ, আমার সারাদিন।

নতুন রাস্তায়

নতুন রাস্তায় হঠাৎ যখন তোমাকে দেখলুম
আমার ভয় হলো। নিমগাছটার আড়ালে
চকিতে পালিয়ে এসে সহসা মনে হলো বৃষ্টিমুখর ছোটোবেলা
অন্ধকার বাঁশবন, মাথা-ঝাঁকানো অশ্বত্থ গাছ।

এই রকম গোপন তোমার ভিতরে! তুমি এমন ক'রে
চারদিকে তাকাও, খোঁপা ঠিক করো!
আমাদের বারান্দার মালতীজড়ানো রেলিং বিকেলবেলার আলো
আমার বুকের ভিতর ঠাণ্ডা হাত রাখে।

নতুন রাস্তায় আমি আমার চলা লুকিয়ে রাখি
আমার তাকানো কোঁচা-ধরার পদ্ধতি।
আমার ভিতরে কী রকমের গোপন! নিমগাছটার আড়ালে
ভয়ে আমি কাঁপি, আমার শীত করে।

নির্দেশ

এটা যে তোমার বাড়ি তা আমার জানা। তুমি কিছুই জানো না।
আমি এখানে এসেছি আজকের আকাশ নীল এখন শরৎকাল।
দরজা-জানলা বন্ধ কোথাও শব্দ নেই লোকজনের আনাগোনা।
এই তো আমার নির্দেশ দেখছি তোমার বাগান শিউলি-ছড়ানো মাটি
মালতীলতা উঠেছে ছুঁয়েছে ছাদের কার্নিশ, জবাগুলোর লাল।

বেলা প্রায় শেষ বাড়ি যাবার সময়। তোমার বাড়ি ভুলে
তুমি এখন কোথায়? বাগান কেবল সাজানো আজো তোমার বাগান
নীল রঙের পাখির উদাস-করা হাওয়ার, সজল করুণ ফুলে
অনেক দূরের প্রজাপতি, অনেক দূরের ভ্রমর— তুমি কিছুই জানো না
এই তো আমার নির্দেশ দেখছি তোমার গোপন, অশ্রুময় নির্মাণ।

জানলা

জ্যোৎস্না হয়েছে খুব পলাশ ফুল ফুটেছে।
তোমার ঘরের মধ্যে তোমার জানলার পাশে
দাঁড়িয়ে সব দেখা— অতিরিক্ত মনোনিবেশ।

মাঠের মধ্যে হাওয়া যেন এগিয়ে আসে
কালো পাথর পাহাড়। এই আমার আবেশ
এই আমার প্রাণনা— সাদা পাখায় ভেসেছে
শব্দহীন প্যাঁচা অনাসক্ত নিরুদ্দেশ।

তোমার ঘরের মধ্যে তুমি কোথাও নেই।
তোমার ঘরের মধ্যে তুমি কতোদিন নেই।
কেবল তোমার জানলা তোমার জানালার পাশে
দাঁড়িয়ে সব দেখা অতিরিক্ত মনোনিবেশ।
এই তোমার অন্তরাল দ্যুতিময় নিশ্বাসে
দেখায় তোমার বাড়ি কতো গভীর গোপন—
জ্যোৎস্নাময় নির্জনে কাঁপে তোমার আবেশ।

পথ

বিকেল যখন নামে আমার মনে পড়ে পুরোনো সেই পথ।
আলো হয়েছে অনেক পাখি ডাকছে অনেক।
আর আমার চলে-যাওয়া দুই পাশের বাড়ির মধ্যে দুই পাশের গাছের মধ্যে
যেন অনেক দূরে বাঁশি বাজছে নীরব ফুল-ছড়ানো অভিষেক—
এই রকম স্মৃতি বিকেল যখন নামে আজো আমায় ভাবায়।

আজো আমায় ভাবায় কেবল একটি পথ ধুলো-ওড়ানো একা
আর আমার চলে-যাওয়া দুইপাশের বাড়ির মধ্যে
দুইপাশের গাছের মধ্যে ভয়-মাখানো নির্জন কিছুই নেই দেখা।
লোক চলেছে পুবদিকে লোক চলেছে পশ্চিমে।
সেই আমার পথ-চলা কতো গভীর মনে পড়ে বিকেল যখন নামে।

কেবল আমার পথ-চলা কেবল সেই পথ পুরোনো সেই পথ
বিকেল যখন নামে আজো আমায় ভাবায়।
মলিন আলোর সুদূরিমা করুণ আলোর সুদূরিমা রাঙায় সেই শপথ।
বাঁশবনের শেষে হঠাৎ আলোর দিঘি
বাঁশি-বাজানো নীরব এপার থেকে ওপার বিকেল যখন নামে।

আমার বিশ্রাম

আমার বিশ্রামের ভিতরে আঁধারময় নিরুদ্দেশ নদী।
সায়াহ্নবেলার গোপন নির্জনতায়
ছড়ায় অভিমান অপ্রতিষ্ঠ দাবি। আমার বিশ্রাম
মাঠ-শেষের একাকিনী তাপিত বকুলগন্ধ।

কোথাও দ্যুতি নেই ফিরে-চাওয়া নেই চোখের সজলতা
কেবল সরু পথ মলিন দুইপাশে অ-তর্কিত বাঁশবন—
ঝরাপাতার স্তূপ সুদূর ছায়াগভীর।
যাবো অনেক দূরে যেন কোথাও বাড়ি যেন কোথাও বাগান
শিশির-ভেজা ঘাস শিউলি-ছড়ানো মাটি, আমার বিশ্রাম
এই রকম চলে-যাওয়া— আমার বিশ্রামের অন্তর্লীন সরু পথ
আঁধারময় নদী

ধুলোর রঙের দাগ

বাগানের ভিতর থেকে ঘরের ভিতরে এলুম পা ভিজে-ভিজে লাগছে
মেঝেতে পড়লো দাগ, ধুলোর রঙের দাগ।
এইতো হবার কথা এই রকমই চাই। ওরা সকলে যাচ্ছে
পুকুরপাড়ের কাছে— আমি কখনো যাই না, আমি কখনো যাবো না
সারা মেঝেটা জুড়ে জ্বলুক আমার অনুরাগ।

আমার কেবল ভাবনা পাছে কোথাও ভুল হয়। রাত্রি দিন আলোচনা
কবে কোথায় ছিলুম কবে কোথায় আছি।
বাগান-ভরা সুন্দর পৃথিবী-ভরা সুন্দর, আমার প্রিয় অনুভব
আমি তাদের গুনি সাজাই তাদের পাশাপাশি।
এইরকম খেলায় জাগে আমার অস্তিত্ব আবহমান উৎসব।

ওরা সকলে যাচ্ছে পুকুরপাড়ের কাছে, সন্ধ্যা হয়েছে মলিন
গোলাপ তুলেছে অনেক সাদা রঙের কাঞ্চন।
আমার কোনো ফুল নেই সারা ঘরের ভিতর জ্বলে উঠেছে স্বাধীন
ধুলোর রঙের দাগ কখনো হবে না বাসি। ধুলোর রঙের দাগ
তাকে কখনো মুছি না দেখি আমার সমগ্রতা উৎসর্গীকৃত উজ্জীবন।

অসংযোগ

তুমি যখন একলা থাকো তখন আমার যাওয়া।
ভিড়ের মধ্যে তোমার কাছে যাই না।
দরজা জোরে নাড়ি ভীষণ শব্দ হয়, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলি
এই আমি এসেছি তোমার দরজা খোলো।

তোমার একাকিত্ব আমাকে ভয় পাওয়ায়। তোমার একলা ঘরে
দাঁড়াও কোন জানলায়? দেখো কী রকম ছবি?
গলির পাশের জ্যোৎস্না উঠোনের আকন্দ গাছ? তোমার জানলার পাশে
দাঁড়ায় কোন নির্মেঘ অসীম অনন্তকাল।

দরজা জোরে নাড়ি ভীষণ শব্দ হয়। দরজা খোলো দ্রুত।
দেখি তোমার চোখ, ভুরুর কুঞ্চন।
এই আমি এসেছি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলি, দেখো আমি এসেছি।
তোমার মুখের নিস্পন্দ কেন এমন অসংযোগ!

আবহমান হেমন্ত

হাওয়া যখন এলো শিউলিগুলো ঝরলো আমি কেবল দেখলাম।
কতো সহজের দেখা— পুবদিকের হাওয়া
ঝাঁকালো গাছের মাথা ঝরলো ফুলগুলো ঝরলো অবিশ্রাম।
যেন তোমার বাড়ি লালরঙের সিঁড়ি নেমে এলুম পথে
কোথাও কোনো শব্দ নেই অলস ফিরে-চাওয়া।

এই রকম অস্বীকার অনেক দিনের চেনা। আমার কেবল দেখা
গাড়ি যখন গেলো উড়লো খানিক ধুলো।
আমি কিছুই ভাবি না ভাবার কিছুই নেই, তোমার ঘরের একা
জানি এখন নিবিড়, জানি এখন ঈশ্বর
দুই জানালার মাঝে আবহমান হেমন্ত। তোমার পাখিগুলো

আর এখন ডাকে না। যেমন আমার পথ কোথাও ছবি নেই
মলিন সব পরিচিতি মলিন আরো মলিন।
এই রকম অস্বীকার অনেক দিনের চেনা। অন্ধকার সেই
আলো কেবল জ্বলে আলো সকল দিগন্ত আলো আমার বিরাম।
সারা পথের উপর আবহমান ঈশ্বর হেমন্তের দিন।

প্রৌঢ়তা

সেই রকম উৎসব আমার জীবনে একবারই এসেছিলো।
        এখন কেবল ভুলে-যাওয়া ভুলে যাওয়ার পরিশ্রম।
অবিসংবাদিত হাওয়া আসে পুবদিক থেকে এখন শরৎকাল
মেঘ হয়েছে সাদা কাশফুল ফুটেছে, যে-রকম নিয়ম।

আমি তোমার রীতিনীতি মেনে নিতেই চাই দাবি রাখি না কিছুই ।
বেড়াতে কোথাও যাই না, কোথায় আর যাওয়া ! কাটে সারা সকাল
এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ও-ঘর থেকে এ-ঘরে— যেমন হয় প্রৌঢ়তায় ।
বাড়িতে লোকজন কম ক্রমেই লোকজন কম ।
যে ঘরেই যাই মলিন হয় স্তব্ধতা শব্দ ভাসে হাওয়ায়
বাড়িতে লোকজন কম ক্রমেই লোকজন কম ।

অনুবাদ

স্তেফান মালার্মে

সনেট

যখন ছায়ার সত্তা লীন তার অলঙ্ঘ্য নিয়মে
কয়েকটি প্রাচীন স্বপ্ন মজ্জাগত ইচ্ছা অসুস্থতা
গতায়ু হর্ম্যের নিচে মরণের যন্ত্রণাকাতর
সে আমাকে ভরে তার সাহজিক পাখার স্পন্দনে

বিলাসিতা! মেহগনি দরবার নৃপতিতোষণে।
সেখানে বিখ্যাত মাল্য তাদের বিনাশে একীভূত।
তুমি কিছু নও শুধু গর্ব এক আঁধারে আবৃত
স্বকীয় বিশ্বাসে ভ্রান্ত সে একক দৃষ্টির সম্মুখে।

আমি জানি নিশীথের অন্তিম দূরত্বে মহীয়ান
পৃথিবী বিমূর্ত করে এক জ্যোতি রহস্য দুর্লভ
এবং কুটিল কাল অল্পই অবোধ্য করে তাকে।

নিজের নিয়মে দেশ ব্যাপ্ত হোক অথবা না-হোক
ক্লান্ত রুগ্ন আগুনের আবর্তে সাক্ষ্যের প্রয়োজনে
একটি তারার; তার শুভক্ষণে মহৎ জাগ্রত।

পল ভালেরি

পরী

দৃষ্ট নয়, পরিজ্ঞাত নয়
আমি সেই সৌরভ, হাওয়ায়
ভেসে আসি, কভু প্রাণময়
কখনো বা প্রাণহীনতায়!

দৃষ্ট নয়, পরিজ্ঞাত নয়
দৈবে কিংবা শুদ্ধ প্রতিভায় ?
কদাচিৎ বিরল উদয়
মাত্র এই সকলই ফুরায়।

অপঠিত অবোধ্য এবং ?
কোন ভ্রান্তি নিশ্চিত নিয়ম
বিধিলিপি মহতের তরে !

দৃষ্ট নয়, পরিজ্ঞাত নয়,
অনাবৃত বক্ষের সময়
দুই অন্তর্বাসের ভিতরে !

ফ্রিডরিখ হেল্ডারলিন

বাড়ি

সুখী নাবিকের মন সুদূর দ্বীপের শস্য সংগৃহীত করে
যবে বাড়ি ফিরে যায় শান্ত নদীপথে ;
আমিও তাদের মতো বাড়ি ফিরে যেতে চাইতুম
কিন্তু কী এনেছি বলো, যন্ত্রণা ব্যতীত।

প্রিয় নদীতীর তুমি লালন করেছো কতো স্নেহছায়া দিয়ে,
পারো কি প্রেমের দুঃখ মুছে দিতে ? বলো
ওগো শৈশবের বনভূমি, যখন বাড়িতে ফিরে যাবো,
দেবে কি আমাকে শান্তি আর একবার ?

এখনি তোমার পাশে, শান্ত নদী, লহরীমুখর
এখনি তোমার পাশে আমি যাব। শ্লথগতি জাহাজের চলা
দেখেছি বিস্মিত চোখে, ওগো নদী ! প্রিয় শৈলশ্রেণী
একদিন আশ্রয় দিয়েছো যারা, শ্রদ্ধেয়, নিশ্চিত

জন্মভূমি তার প্রান্তরেখা, আমার মায়ের সেই ঘর
ভাইবোনদের প্রিয় আলিঙ্গন, এখনি আবার
সম্ভাষণ জানাবো সবারে, আমার হৃদয়ক্ষত
সুস্থ হবে তোমাদের প্রিয় আলিঙ্গনে

চিরদিন বিশ্বাস রেখেছি। তবু আমি জানি আমি ঠিক জানি
প্রেমের বেদনা কেউ সহজে ভোলাতে পারবে না,
আমার বুকের 'পরে ভালোবাসা যে দুঃখ এঁকেছে
কেউ তাকে মুছে দিতে পারবে না, মানুষের কোন ঘুমপাড়ানিয়া গান।

কারণ ঈশ্বর যিনি আমাদের স্বর্গীয় আলোক
দিয়েছেন, পবিত্র বেদনা তার অন্য উপহার।
তবে যাই হোক, আমি ধরণীর মাটির সন্তান
প্রণয় নিশ্চিত মানি, যন্ত্রণা নিশ্চিত।

উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়র

সনেট : ৭২

সমস্ত পৃথিবী পাছে দাবি করে ব্যাখ্যা কী কারণে
আমাকে বাসবে ভালো মৃত্যুর পরেও সুনিশ্চিত,
কোন যোগ্যতায়? প্রিয়, ভুলে যেয়ো দ্বিধাহীন মনে।
কোনো কৃতিত্বই তুমি করতে পারবে না প্রমাণিত।
যদি না মহৎ কোনো মিথ্যা তুমি করো উদ্ভাবন

যেটুকু গৌরব তারো বেশি দিয়ে আমাকে সাজাতে,
বিগত প্রেমিকে দাও প্রাপ্যের অধিক প্রশংসন
সহজে যা ব্যক্ত হবে কৃপণ সত্যের রূঢ় হাতে।
অসত্য কৃতিত্ব তুমি ভালোবেসে রটনা করেছো
তোমার পবিত্র প্রেম পাছে এতে কলুষিত হয়
আমার দেহের সঙ্গে আমার নামও রেখে এসো।
ক'রো না অধিক ভ্রান্তি যাতে হই নিন্দিত উভয়।
কারণ নিন্দিত আমি সহজাত অগৌরবে আর
অযোগ্যকে ভালোবেসে তুমি নেবে সমনিন্দাভার।

জন ডান

পবিত্র সনেট : ১

আমাকে করেছ সৃষ্টি ক্ষয় হবে শিল্প কি তোমার ?
অন্তিম ক্ষণের বার্তা দ্রুত আসে, করো উজ্জীবন,
আমি মৃত্যুমুখে যাই, মৃত্যু চায় আমার মিলন
এবং আনন্দ সব গতকাল অতীত-সম্ভার।
সাহস করি না আর ম্লান দৃষ্টি মুগ্ধ ফেরাবার
পিছনে হতাশা আর সম্মুখে মৃত্যুর সঞ্চরণ।
অসুস্থ শরীর ধ্বংস হবে— তার পাপের বেতন !
নরকের প্রান্তে গিয়ে পাবো আমি অপ্রেম বিচার।
কেবল তোমার দীপ্তি উর্ধ্বে আছে, তোমার-ই ক্ষমায়
যখন সেদিকে চাই মনে হয় আমি জেগে উঠি।
কিন্তু চতুর বৃদ্ধ শত্রু হানে নির্ভুল ভ্রূকুটি
পারি না মুহূর্ত মাত্র সংবরণে আপন সত্তায়।
তোমার মহিমা পারে ভেঙে দিতে তার নিপুণতা,
কঠিন হৃদয়ে নাও সর্বশক্তিমান হে ক্ষমতা।